কাকাবাবু ও বজ্র লামা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই লেখকের অন্যান্য বই

আঁধার রাতের অতিথি
কলকাতার জঙ্গলে
কালোপর্দার ওদিকে
খালিজাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
ডুংগা
তিন নম্বর চোখ
পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক
বিজয়নগরের হিরে
ভয়ংকর সুন্দর
মিশর রহস্য
সত্যি রাজপুত্র
সবুজ দ্বীপের রাজা
রাজবাড়ির রহস্য
হলদে বাড়ির রহস্য
দিনে ডাকাতি

হঠাৎ আলো নিভে গেল!

কলকাতার বাইরে এসেও লোডশেডিং থেকে মুক্তি নেই। দার্জিলিং শহরেও যখন-তখন আলো নিভে যায়। প্রত্যেক সন্ধেবেলা একবার করে তো বিদ্যুৎ পালাবেই।

একটু আগে হোটেলের ডাইনিং রুমে রাত্তিরের খাওয়াদাওয়া সেরে ওপরে নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছে সন্তু। কাকাবাবু এবেলা বিশেষ কিছুই খাবেন না আগেই বলেছিলেন, তাঁর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বাটি সুপ্। বিকেলে জলাপাহাড়ের দিক থেকে এক চক্কর ঘুরে এসেই কাকাবাবু টেব্‌লল্যাম্প জ্বেলে কীসব লেখালেখি করতে বসেছেন।

ডাইনিং-রুম আজ প্রায় ফাঁকা ছিল। সন্তু একা বসে ছিল একটা টেবিলে। হোটেল-রেস্তরাঁয় এরকমভাবে একা-একা বসে খেতে সন্তুর কেমন যেন লজ্জা করে। মনে হয়, অন্য টেবিলের লোকরা তাকে দেখছে। এই হোটেলের ম্যানেজার ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে সন্তুদের এখনও আলাপ হয়নি। কাকাবাবু তো চট করে অচেনা লোকদের সঙ্গে কথা বলতেই চান না।

কলকাতায় রাত্তিরের খাওয়াদাওয়ার পর সন্তু কিছুক্ষণ গান-বাজনা শোনে কিংবা গল্পের বই পড়ে। সাড়ে এগারোটার আগে শুতে যায় না। কিন্তু এখানে সন্ধের পর থেকেই আর কিছুই করার নেই। ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তা দিয়ে মানুষজন হাঁটে না। সন্তু তার ছোট্ট ক্যাসেট-প্লেয়ারটা আনতে এবার ভুলে গেছে, তাই গান শোনার উপায় নেই। বই এনেছে দু'খানা, কমপ্লিট শার্লক হোম্‌স আর রাজশেখর বসুর মহাভারত। কিন্তু মাঝে-মাঝেই আলো নিভে গেলে কি বই পড়ার মেজাজ থাকে?

রাত এখন মাত্র সাড়ে ন'টা।

কাকাবাবু বসে আছেন জানলার ধারে টেবিলে, সন্তু শুয়ে পড়েছিল নিজের খাটে। সেখান থেকে নেমে সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, মোম জ্বালব?"

কাকাবাবু বললেন, "ম্যানেজার তো বলেছিল, এদের জেনারেটর আছে। দ্যাখ সেটা চালায় কি না!"

সন্তু বলল, "কাল....পরশু....একদিনও তো জেনারেটরে আলো জ্বলেনি!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আজ সারাবার কথা। দ্যাখ একটু অপেক্ষা করে। মোমবাতিতে তো আর লেখাপড়া করা যাবে না!"

সন্তু অন্য জানলাটার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে অবশ্য কিছুই দেখবার নেই। পুরো দার্জিলিং শহরটাই অন্ধকার। অনেক দূরে-দূরে দু-একটা বাড়িতে জোনাকির মতন মিট-মিট করে মোম কিংবা লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। আকাশ অদৃশ্য।

অথচ দিনের বেলা এই জানলা দিয়ে এমনই সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে যে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সন্তুদের ঘরটা হোটেলের তিনতলায়। এই জানলার দিকে থাক-থাক পাহাড় নেমে গেছে একটা উপত্যকার দিকে, তার ওপারে আবার পাহাড়। প্রায় সব সময়েই এখানে মেঘের রাজত্ব। এক-একবার মেঘ এসে সব-কিছু ঢেকে দেয়, আবার একটু পরেই মেঘ ফুঁড়ে দূরের পাহাড়গুলো স্পষ্ট হয়। আর সেইসব পাহাড়েরও ওপাশে দৈবাৎ ম্যাজিকের মতন আচমকা ঝলমল করে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই ক'দিনে সন্তু মাত্র তিনবার দেখতে পেয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তাও কোনওবারই দু-এক মিনিটের বেশি না। দেখলেই আনন্দে বুক কেঁপে ওঠে। এই পৃথিবীতে যত পাহাড় আছে, তার মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটাই সন্তুর সবচেয়ে সুন্দর মনে হয়।

কিন্তু রাত্তিরে তো কিছুই দেখার উপায় নেই। হঠাৎ সন্তুর মনে একটা প্রশ্ন জাগল, দার্জিলিং শহরে মাঝে-মাঝে রোদ তবু দেখা যায়, কিন্তু কোনও রাত্তিরে জ্যোৎস্না ওঠে? সন্ধের পর পুরোপুরিই তো মেঘের রাজত্ব। দার্জিলিং শহরে যারা সারা বছর থাকে, তারা কি কখনও ফটফটে

জ্যোৎস্নামাখা আকাশ দেখেছে?

এই কথাটা মুখ ফিরিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "হ্যাঁ, দেখা যায়। আমি নিজেই তো দেখেছি। দার্জিলিঙের মতন জায়গায় বেড়াবার সবচেয়ে ভাল সময় কখন জানিস? ডিসেম্বর-জানুয়ারি। লোকে শীতের ভয়ে তখন আসতে চায় না, কিন্তু সেই সময়েই আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার থাকে, অনেকক্ষণ ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট দেখা যায়। হ্যাঁ, আমি একবার জানুয়ারিতে এসে রাত্তিরবেলা জ্যোৎস্না আর চাঁদও দেখেছি। এরকম বর্ষাকালে কিছুই দেখার নেই। এখন তো মেঘ থাকবেই!

এই বর্ষার সময় সন্তু আর কাকাবাবু অবশ্য শখ করে দার্জিলিং বেড়াতে আসেনি। ওরা এসেছে একটা কাজে। ঠিক কাজও বলা যায় না।

এখানকার মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে তেনজিং নোরগের একটা স্মরণসভা হচ্ছে খুব বড় করে। সেই সভার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন কাকাবাবু। তেনজিং কাকাবাবুর খুব বন্ধু ছিলেন। তেনজিং কলকাতায় গেলেই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন, সন্তু তাদের বাড়িতে তেনজিংকে দু-তিনবার দেখেছে। জাপান-ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-সুইডেন থেকে অনেক নামকরা পর্বত-অভিযাত্রী এসেছেন এই সভায় যোগ দিতে। স্যার এডমণ্ড হিলারি হচ্ছেন সভাপতি, তিনি বিশেষ করে কাকাবাবুকে আসতে লিখেছিলেন। দু'দিন ধরে মিটিং চলছে, আগামীকালই শেষ, কালকেই আছে কাকাবাবুর বক্তৃতা।

অন্ধকারে চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মিনিট। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন কাকাবাবু। এক সময় তিনি খুব চুরুট খেতেন। একবার নেপাল অভিযানে গিয়ে রাগ করে চিরকালের মতন চুরুট খাওয়া ছেড়ে দেন। এখন সিগারেট-চুরুটের গন্ধও সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এখনও মাঝে-মাঝে ডান হাতের দুটো আঙুল ঠোঁটে চেপে ধরে হুশ হুশ শব্দ করেন।

এক সময় কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই তো শার্লক হোম্স পড়েছিস। বল তো, কোনান ডয়েলের কোন লেখার মধ্যে এই কথাটা আছে, এলিমেণ্টারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন!"

সন্তু বলল, "এই ধাঁধাটা আমি জানি। লোকের মুখে-মুখে কথাটা রটে গেছে, কিন্তু শার্লক হোম্‌সের কোনও গল্পেই ঠিক এইরকমভাবে, এলিমেণ্টারি আর মাই ডিয়ার ওয়াটসন পাশাপাশি নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, মহাভারত থেকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। বল তো, অর্জুন কৃষ্ণের কে হয়?"

সন্তু এবার একটু আমতা-আমতা করে বলল, "কে হয় মানে.....মানে.....ওঁরা দু'জন খুব বন্ধু...."

কাকাবাবু বললেন, "বন্ধু তো বটেই। তা ছাড়া অর্জুন কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। কুন্তী ছিলেন কৃষ্ণের পিসি! আচ্ছা, আর একটা বল্!"

কাকাবাবুর অন্য প্রশ্নটা আর করা হল না, দরজায় খট-খট শব্দ শোনা গেল।

কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনেই দরজার দিকে তাকাল। হোটেলের কাউন্টারে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, আগে টেলিফোনে জিজ্ঞেস না করে কোনও লোককেই কাকাবাবুর কাছে পাঠানো চলবে না। কেউ যেন তাঁকে ডিসটার্ব না করে। তা হলে এই সময় কে এল?

আর-একবার দরজায় খট-খট শব্দ হতেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হু ইজ ইট?"

বাইরে থেকে উত্তর এল, "অ্যান আরজেন্ট মেসেজ ফর ইউ স্যার!"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "এখন আবার কে মেসেজ পাঠাল? দ্যাখ তো সন্তু!"

অন্ধকারে যাতে চেয়ারে আর খাটে ঠোক্কর খেতে না হয়, তাই সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে পৌঁছল সন্তু। সে আবার জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"চিঠ্‌ঠি হ্যায়!"

সন্তু দরজাটা খুলতেই একজন লোক তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ভেতরে এসেই দরজা বন্ধ করে দিল চেপে। একটা টর্চ জ্বেলে কাকাবাবুর মুখের ওপর ফেলে কড়া গলায় ইংরেজিতে বলল, "ফোনে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না। নড়বেন না। আমি যা বলছি শুনুন, তা হলে আপনাদের কোনও ক্ষতি হবে না।"

যার হাতে টর্চ থাকে, অন্ধকারের মধ্যে তাকে দেখা যায় না। তবু লোকটি ইচ্ছে করে নিজের ডান হাতের ওপর একবার টর্চের আলো বুলিয়ে নিল। সেই হাতে একটা রিভলভার।

একটা ধাক্কা খেয়েই সন্তু বুঝেছে যে, লোকটির গায়ে বেশ জোর। অস্পষ্ট সিলুয়েট দেখে মনে হয়, বেশ লম্বা-চওড়া পুরুষ। সন্তু অসহায়ভাবে দেওয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে গেল। কাকাবাবু এবারে দার্জিলিঙে কোনও রহস্য সমাধান করতে কিংবা কোনও অপরাধীকে ধরতে আসেননি, এসেছেন শুধু একটা মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে। তবু তাঁর ওপর এখানে হামলা করতে আসবে কে? অবশ্য কাকাবাবুর শত্রুর অভাব নেই। হয়তো পুরনো কোনও শত্রু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দার্জিলিং পর্যন্ত তাড়া করে এসেছে।

কাকাবাবু যে টেবিলে বসে লিখছেন, তার ডান দিকের দেরাজেই কাকাবাবুর নিজের রিভলভারটা রাখা আছে, সন্তু জানে। কিন্তু কাকাবাবু কি দেরাজটা খোলার সুযোগ পাবেন?

আগন্তুকটি এক-পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, আমি এসেছি আপনার ডায়েরিটা নিতে। ওটা আমাকে হ্যাণ্ড ওভার করে দিন, তা হলেই আমি চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ডায়েরি? সেটা এমনকী মূল্যবান জিনিস?"

লোকটি বলল, "ওই ডায়েরিটাই আমার চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "এতে সব বাংলায় লেখা। আমার হাতের লেখাও জড়ানো। এই ডায়েরি তো আর কেউ পড়ে কিছু বুঝবে না।"

লোকটি বলল, "বেশি কথা বলার সময় নেই। ডায়েরিটা আমার হাতে তুলে দিন!"

কাকাবাবু সন্ধে থেকে ওই ডায়েরিতেই লেখালেখি করছিলেন। এখনও তাঁর হাতে কলম ধরা। ডায়েরিটা একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো মোটা খাতা। পাতাগুলো রুল টানা। প্রায় পাঁচ-ছ বছর ধরে কাকাবাবু ওই ডায়েরিটা ব্যবহার করছেন।

কাকাবাবু কলমটা সরিয়ে, ডায়েরিটা বন্ধ করে টেবিলের এক পাশে

ঠেলে দিয়ে বললেন, "নিন তা হলে!"

লোকটি বলল, "আমার দিকে এগিয়ে দিন।"

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে কাকাবাবুর থেকে পাঁচ-ছ ফুট দূরে। হাত বাড়িয়ে ডায়েরিটা দেওয়া যায় না। কাকাবাবু চরম বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা আপনার দিকে ছুঁড়ে দেব?"

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে মত বদল করে বলল, "না, না, ছুঁড়তে হবে না। ওটা ওখানেই রাখুন। আপনার হাতটা সরিয়ে নিন। আমি তুলে নিচ্ছি। নো ফানি বিজনেস, প্লিজ! কোনওরকম গণ্ডগোল করলেই কিন্তু আমি গুলি চালাব!"

হোটেলটা পুরোপুরি কাঠের তৈরি। কিন্তু মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা বলেই চলাফেরার শব্দ হয় না। ঠাণ্ডার জন্য সব ঘরের লোকেরাই দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখে। এখান থেকে চিৎকার করলেও অন্য কেউ শুনতে পাবে না।

লোকটি ডায়েরির ওপর টর্চের আলোটা ফেলে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল। একবার হঠাৎ পেছন ফিরে সন্তুর মুখে টর্চ ফেলে ধমকের সুরে বলল, "কোনওরকম কায়দা দেখাবার চেষ্টা কোরো না, খোকা! তা হলে গুলি খেয়ে মরবে।"

টেবিলের ওপর টর্চের আলো পড়েছে বলে সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু ডান দিকের দেরাজটা খোলার চেষ্টাও করেননি।

লোকটির এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলভার। কোন হাতে তা হলে মোটা খাতাটা নেবে? সন্তু এখন শুধু লোকটির পিঠের দিকটা আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে।

লোকটি জ্বেলে রাখা অবস্থাতেই টর্চটি কোটের পকেটে ভরল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডায়েরিটা তুলে নিতে গেল।

কাকাবাবু এতক্ষণ স্থির ভাবে বসে ছিলেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, "শয়তান!"

চেয়ারের পাশেই যে কাকাবাবুর ক্রাচদুটি ঠেস দিয়ে রাখা, তা এই লোকটি লক্ষই করেনি। কাকাবাবু বিদ্যুৎগতিতে একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে লোকটির ডান হাতে মারলেন খুব জোরে।

রিভলভারটি ছিটকে গিয়ে প্রথমে লাগল ঘরের সিলিং-এ, তারপর সেটা একটা খাটের পাশের বেড-ল্যাম্পের ওপর গিয়ে পড়ল। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ হল।

সন্তুও সঙ্গে-সঙ্গে পেছন দিক দিয়ে এক লাফে লোকটির গলা দু' হাতে আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল। এইরকমভাবে ধরলে যত গায়ের জোরই থাক কোনও লোকই সহজে ছাড়াতে পারে না।

ঠিক এই সময় আলো জ্বলে উঠল!

কালো কোট-প্যান্ট পরা লোকটি সত্যিই বেশ স্বাস্থ্যবান। মুখখানা এই অঞ্চলের পাহাড়ি মানুষদের মতন, কিন্তু পাহাড়িদের তুলনায় লোকটি বেশ লম্বা।

ক্রাচটাকে রাইফেলের মতন তুলে ধরে কাকাবাবু বললেন, "তুই এবার ছেড়ে দে, সন্তু! রিভলভারটা দ্যাখ কোথায় পড়ল, তুলে নে।"

তারপর লোকটিকে বললেন, "আমার এই ক্রাচের মধ্যে গুপ্তি আছে। তুমি আর কোনওরকম গোলমাল করবার চেষ্টা করলেই একটা লকলকে ছুরির ফলা তোমার বুক ফুটো করে দেবে। এবার বলো তো, তুমি কে? এইসব স্মলটাইম ক্রুকদের নিয়ে মহা জ্বালাতন। এরা ভাবে যে, একটা সামান্য রিভলভার এনে নাড়াচাড়া করলেই রাজা রায়চৌধুরীকে জব্দ করা যায়। শুধু-শুধু সময় নষ্ট!"

লোকটি এবার হো-হো করে হেসে উঠল।

সন্তু খাটের তলা থেকে রিভলভারটা তুলে এনে কাকাবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল। এরকম একটা অস্ত্র হাতে নিলে তার মনে বেশ ফুর্তি আসে। লোকটাকে বেশ সহজেই টিট করা গেছে। মনে-মনে সে যেন জানত, লোকটা কাকাবাবুর ডায়েরি নিয়ে কিছুতেই এই ঘরের বাইরে যেতে পারবে না!

লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ দামি। মুখের ভাব দেখলে সাধারণ গুণ্ডা-বদমাইশ বলে মনে হয় না।

লোকটি হাসতে-হাসতেই বলল, "হ্যাট্স অফ, মিঃ রাজা রায়চৌধুরী! আপনি সত্যিই অসাধারণ! মাই স্যালিউট টু ইউ! আমি আপনার সম্পর্কে যতটা শুনেছি বা পড়েছি, আপনি তার চেয়েও অনেক বেশি গুণী! আমি

চোর-গুণ্ডা নই, আমি আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম।"

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, "ঠাট্টা?"

লোকটি বলল, "আপনি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে আমার। সেইজন্যই এইভাবে···আপনার ডায়েরির ওপর আমার কোনও লোভ নেই। আমি বাংলা পড়তে জানিই না। আমার নাম ফিলিপ তামাং। আপনি শিংলাও জায়গাটার নাম শুনেছেন? লিট্‌ল রংগিত নদীর ধার ঘেঁষে যেতে হয়। সেখানে আমার একটা ছোট্ট চা-বাগান আছে।"

লোকটি কোটের পকেট থেকে একটি কার্ড বার করে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

কাকাবাবু কার্ডটা উলটে-পালটে দেখে বললেন, "এটা ফিলিপ তামাং নামে একজনের কার্ড হতে পারে। কিন্তু তুমিই যে সেই ব্যক্তি তা বুঝব কী করে? আর এইভাবে রিভলভার নাচিয়ে আলাপ করতে আসার মানেই বা কী?"

লোকটি বলল, "এই হোটেলের ম্যানেজারও আমাকে চেনে। সে সব প্রমাণ আপনি ঠিকঠাক পেয়ে যাবেন। আমি আর মিথ্যে কথা বলছি না। আপনার ওই ক্রাচটা এবার নামাবেন? যদি ফট করে ছুরির ফলাটা বেরিয়ে আসে? আমি গুপ্তি-টুপ্তি জাতীয় জিনিসকে খুব ভয় পাই!"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "ঠিক আছে, বুঝলাম, আপনি ফিলিপ তামাং, একটা চা-বাগানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। কিন্তু এভাবে ভয় দেখিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য এত ব্যস্ততা কিসের জন্য? আর আপনি আলাপ করতে চাইলেই যে আমি আলাপ করব, তার কী মানে আছে?"

লোকটি বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমি আপনার একজন্ ভক্ত। আমি আপনার সব ক'টা অ্যাডভেঞ্চারের কথা পড়েছি। আপনি নেপাল হয়ে কালাপাথরের দিকে গিয়ে যেভাবে কেইন শিপটনের জারিজুরি খতম করেছিলেন, ওঃ অদ্ভুত আপনার সাহস। আর আপনার সঙ্গীটি, এই মাস্টার সন্তু, এও কম নয়। তাই ভেবেছিলাম, আপনাদের একটু চমকে দেব।"

কাকাবাবু তবু বিরক্তভাবে বললেন, "আপনি খুব খারাপ কাজ করেছেন। রিভলভার নিয়ে এরকম ছেলেখেলা করা চলে না। যদি ওর থেকে গুলি বেরিয়ে এসে কারও গায়ে লাগত? একটা সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত!"

লোকটি হেসে বলল, "সে রিস্‌ক আমি নিইনি। আমার রিভলভারে গুলি ভরা নেই একটাও। আপনি চেক করে দেখুন!"

কাকাবাবু সন্তুর কাছ থেকে রিভলভারটা নিয়ে দেখলেন, তাতে সেফটি ক্যাচ লাগানো। চেম্বারে সত্যিই কোনও গুলি নেই।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু গোঁফের ফাঁকে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আমার এই ক্রাচের মধ্যেও গুপ্তি-টুপ্তি কিছু নেই। তার কোনও দরকারও হয় না।"

লোকটি ডান হাতখানা মুখের সামনে এনে ফুঁ দিতে দিতে বললেন, "উঃ, খুব জোর লেগেছে। কব্জিটা মচকে গেল কি না কে জানে। একটা রিভলভার দেখেও যে আপনি এত কুইকলি সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবেন, তা আমি কল্পনাই করিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মুখের সামনে কেউ রিভলভার নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আমি মোটেই তা পছন্দ করি না। আমার দিকে কেউ অস্ত্র তুললে আমি তাকে কিছু-না-কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না!"

লোকটি বলল, "আর আপনার এই ভাইপোটি যে ঠিক একই সঙ্গে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল·····আপনি কি অন্ধকারের মধ্যেও ওকে চোখের ইঙ্গিত করেছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুকে ওসব কিছু বলতে হয় না। ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ অ্যাকশান নিতে হয়, তা ও জানে।"

লোকটি বলল, "আমার হাতটায় একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে আসব? না হলে হাতটা ফুলে যাবে মনে হচ্ছে। আপনাদের বাথরুমটা একটু ব্যবহার করতে পারি?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

লোকটি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই কাকাবাবু টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন ফোনটা। রিসেপশন থেকে একজন বলল, "গুড

ইভনিং, সার। বলুন!"

কাকাবাবু ফোনটা আলগা করে ধরলেন, সন্তু সব কথা শুনতে পাচ্ছে পাশে দাঁড়িয়ে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ফিলিপ তামাং নামে কাউকে আপনি চেনেন?"

ম্যানেজার বলল, "হ্যাঁ সার, চিনি। একটা চা-বাগানের ম্যানেজার। আমাদের হোটেলে প্রায়ই আসেন। আজও তো আমাদের লাউঞ্জে বসে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আলো নিভে যাবার পর বোধ হয় চলে গেছেন। এখন আর দেখছি না।"

"লোকটি কি বেশ লম্বা?"

"হ্যাঁ, সার। লেপচাদের মধ্যে ওরকম লম্বা মানুষ খুব কম দেখা যায়। উনি একসময় ভাল ফুটবল খেলতেন। কলকাতাতেও খেলেছেন মোহনবাগানে। আপনি কি ফিলিপ তামাংকে খুঁজছেন? ডাইনিং রুমে আছে কি না দেখব?"

"না, ঠিক আছে। থাক।"

কাকাবাবু ফোনটা রেখে দেবার পরেই ফিলিপ তামাং বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমি আপনার সঙ্গে শুধু-শুধু আলাপ করতে আসিনি। আমি একটা প্রস্তাবও নিয়ে এসেছি। তার আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই ভাল করে।"

সন্তু বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার চেহারা দেখে আপনার পরিচয় যতটুকু বোঝা যায়, সেটা আমি বলে দিচ্ছি। দেখুন তো মেলে কি না!"

ফিলিপ তামাং অবাকভাবে সন্তুর দিকে তাকাল।

সন্তু একটু এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কার্পেট থেকে একটুখানি অদৃশ্য ধুলো তুলে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, "আপনি প্রথমে এসে ঠিক এইখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনার জুতোর ছাপ পড়েছে। এটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আপনি হিন্দু নন, ক্রিশ্চান!"

ফিলিপ তামাং হেসে বলল, "আমার ফার্স্ট নেইম ফিলিপ, সেটা শুনেই বোঝা যাবে। এর সঙ্গে জুতোর কী সম্পর্ক?"

সন্তু বলল, "আপনি ক্রিশ্চান তো বটেই, তা ছাড়াও, আপনি নেপালি বা গোর্খা নন, আপনি লেপচা।"

ফিলিপ তামাং বলল, "এটা অবশ্য নাম শুনে বোঝা যায় না। তামাং নামটা সাধারণত নেপালিদেরই হয়। গুড গেস্। হ্যাঁ মিলেছে। তারপর?"

সন্তু বলল, "আপনার দু'পায়ের জুতোর ছাপ সমানভাবে পড়েনি। ডান পায়ের ওপর বেশি জোর দেন। এর থেকেই প্রমাণ হয়, আপনি একজন ফুটবল খেলোয়াড়, একসময় ভালই খেলতেন। খুব সম্ভবত স্ট্রাইকার পজিশানে...."

ফিলিপ তামাং চোখ বড়-বড় করে কাকাবাবুর দিকে তাকাতেই কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "ও শার্লক হোম্‌সের গল্পগুলো বারবার পড়েছে তো। তাই খুব ছোটখাটো ব্যাপার থেকে অনেক-কিছু জানতে শিখেছে।"

ফিলিপ তামাং ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "ফ্যানট্যাস্টিক! আর কী, আর কী বলতে পারো তুমি?"

সন্তু বলল, "আপনি যেভাবে চেয়ারে বসলেন, তার থেকেই বোঝা যায়, আপনি বাঙালিদের সঙ্গে অনেক মেলামেশা করেছেন। আপনি বাংলা জানেন। নিজে ভাল বলতে না পারলেও বুঝতে পারেন সব। ঠিক কি না?"

ফিলিপ তামাং এবারে বাংলাতেই বলল, "একেবারে ঠিক। আর? আর?"

সন্তু বলল, "ছেলেবেলায় আপনার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। আপনার একটা পায়ে খুব চোট লেগেছিল।"

ফিলিপ তামাং বলল, "এটাও মিলেছে। কিন্তু কোন্ পায়ে?"

সন্তু ওর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "ডান পায়ে। হাঁটুতে। তখন ঠিক বুঝতে পারেননি। কিন্তু এখন হাঁটুটায় মাঝে-মাঝে ব্যথা করে।"

ফিলিপ তামাং কাকাবাবুর দিকে উদভ্রান্তভাবে তাকিয়ে বলল, "আপনার এই ভাইপোটির সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে নাকি? অল্প

বয়েসে আমি একবার পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলাম। তখন খুব একটা ব্যথা পাইনি। কিন্তু এখন এই ডান দিকের হাঁটুটা মাঝে-মাঝে অসহ্য টনটন করে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কেউ সারাতে পারে না। কিন্তু এসব কথা এই ছেলেটি জানল কী করে?"

কাকাবাবুও কৌতূহলীভাবে সন্তুর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার সম্পর্কে মোটামুটি এইটুকু আমরা জানি। আপনার বাকি পরিচয়টা এবার বলুন।"

ফিলিপ তামাং বলল, "আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি কী করে এতসব·····আচ্ছা, আর কী জানো?"

সন্তু বলল, "আপনি খুব বেশি সিগারেট খান।"

ফিলিপ তামাং সঙ্গে-সঙ্গে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, "মাই গড! আমি এ পর্যন্ত একটাও সিগারেট ধরাইনি, তবু তুমি কী করে ধরলে?"

কাকাবাবু এবার বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। মিঃ তামাং, এবার আপনি কী জন্য এসেছেন বলুন।"

ফিলিপ তামাং সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার বার করে ফস্‌ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "আপনারা দু'জনে মিলে একটা ইউনিক টিম! মিঃ রায়চৌধুরী, আমি সংক্ষেপে নিজের সম্পর্কে আরও একটু পরিচয় দিচ্ছি। আমার বাবা ছিলেন লেপচা, মা নেপালি। আমার অল্প বয়েসে বাবা মারা যান। মা একটা চার্চে ধোয়া-মোছার কাজ করতেন। সেই চার্চের ফাদাররা আমাকে খুব পছন্দ করে ফেলেন। আমার তখন মাত্র সাত বছর বয়েস। ফাদাররা আমাকে যত্ন করে লেখাপড়া শেখান। তারপর আমি কলকাতায় কলেজে পড়তে গেছি, সেখানে খেলাধুলোও করেছি। তারপর সেই চার্চের ফাদারদের সুপারিশেই আমি একটা চা-বাগানে চাকরি পাই। সেটা ছিল খুব বড় চা-বাগান, তখনও সেটার মালিক ছিল এক ইংরেজ-সাহেব। আমি ভাল করে বাগানের কাজ শিখেছিলাম, মালিকও আমাকে পছন্দ করতেন। তারপর সেই ইংরেজ-সাহেব যখন চা-বাগানটা বিক্রি করে দেন এক পাঞ্জাবির কাছে,

তখন সেই বাগানের একটা ছোট অংশ তিনি আমাকে দিয়ে যান। ফ্রি গিফ্‌ট! সুতরাং আমি এখন একটা চা-বাগানের মালিক। আমি অ্যাডভেঞ্চার-স্টোরি পড়তে খুব ভালবাসি। আমি আপনাদের সব-ক'টা অভিযানের কাহিনী পড়েছি। আমি আপনার ভক্ত তো ছিলামই, এখন থেকে সন্তুরও ভক্ত হয়ে গেলাম। আমি আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু একটু অধৈর্য ভাবে বললেন, "হ্যাঁ, সেটা বলুন!"

ফিলিপ তামাং বলল, "আপনি এখানে কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে এসেছেন। কালকে আপনার লেকচার হয়ে যাবে। তারপর কয়েকদিন আমার চা-বাগানে কাটিয়ে আসবেন চলুন! সেখানে বিশ্রাম নেবেন। আপনি কখনও কোনও চা-বাগানে থেকেছেন?"

কাকাবাবু একটা চাপা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, থেকেছি। একবার লংকাপাড়া টি-এস্টেটে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে গেছি।"

ফিলিপ তামাং বলল, "লংকাপাড়া? সে তো ডুয়ার্সে। আপনি পাহাড়ে তো থাকেননি। পাহাড়ের চা-বাগান অন্যরকম।"

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়ে·····হ্যাঁ, লোপচু চা-বাগানেও থেকেছি একবার। এক সময় দার্জিলিং-কালিম্পং অঞ্চলে আমার যথেষ্ট ঘোরাফেরা ছিল। মিঃ তামাং, আপনার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এবার আমাদের যাওয়া হবে না। পরশুই আমরা কলকাতায় ফিরব।"

সন্তু অবশ্য কোনওদিন চা-বাগানের মধ্যে গিয়ে থাকেনি। তার খুব আগ্রহ হচ্ছিল, তবু সে চুপ করে রইল।

ফিলিপ তামাং বলল, "পরশুই ফিরে যাবেন? কেন, আপনি তো এখন রিটায়ার্ড শুনেছি, তা হলে আপনার এত তাড়া কিসের? কয়েকটা দিন আমার বাগানে বিশ্রাম নিয়ে যান। আমার লোকেরা আপনার খুব খাতির-যত্ন করবে। আপনার ভাল লাগবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি রিটায়ার্ড বটে, কিন্তু এখনও বিশ্রামের জন্য তেমন ব্যস্ত নই। কলকাতাতে কিছু কাজ আছে।"

ফিলিপ তামাং বলল, "বিশ্রাম মানে আমি মিন করছি বেড়াবেন ওদিকটায়, সুন্দর ছোট্ট নদী আছে একটা, গভীর জঙ্গল, আর আমাদের

বাংলোর বাগানে বসেই পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার রেইঞ্জ দেখা যায়। আরও কিছু অদ্ভুত জিনিসও আছে। ওখানে আপনি অ্যাডভেঞ্চারেরও অনেক সুযোগ পাবেন।”

কাকাবাবু চেয়ারটা খানিকটা সরিয়ে বললেন, “আমার এই পা-টা দেখেছেন ? আমি খোঁড়া মানুষ। এক সময় এইসব পাহাড়-অঞ্চল খুবই ভালবাসতাম, এখন পাহাড়ে উঠতে-নামতে খুব কষ্ট হয়।”

“আপনাকে বেশি ঘোরাঘুরি করতে হবে না।”

“কোথাও গিয়ে চুপ করে বসে থাকাও যে আমার ধাতে নেই।”

“আপনি একবার গিয়েই দেখুন, মিঃ রায়চৌধুরী, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। যদি ভাল না লাগে, দু দিন পর ফিরে আসবেন।”

“আমি দুঃখিত, মিঃ তামাং, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।”

“মিঃ রায়চৌধুরী, ওখানে একটা সাঙ্ঘাতিক মিস্ট্রি আছে, আপনি যদি সেটা সল্‌ভ করতে পারেন....”

“আমি আর কোনও মিস্ট্রি-টিস্ট্রির কথা শুনতে চাই না। দার্জিলিঙে এসেছি তেনজিং-এর স্মরণসভা অ্যাটেণ্ড করতে, তা ছাড়া অনেক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, সেইজন্য। পরশু আমরা ডেফিনিটলি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।”

এর পরও কিছুক্ষণ ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগল, কাকাবাবু কিছুতেই মত বদলালেন না। এক সময় বেশ কঠোরভাবে কাকাবাবু বললেন, “আপনার আমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ, মিঃ তামাং। কিন্তু আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এবার আমি ঘুমোতে যাব। গুডনাইট !”

ফিলিপ তামাং নিরাশভাবে উঠে দাঁড়াল। রিভলভারটা ভরে নিল পকেটে। অনিচ্ছুকভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, “আর-একটু ভেবে দেখুন, যদি আপনি মত পালটান, তা হলে কাল আমাকে জানাবেন। কাল আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “আচ্ছা।”

ফিলিপ তামাং সন্তুর দিকে হাত তুলে বলল, “বাই বাই, ওয়াণ্ডার বয় !”

তারপর ফিলিপ তামাং বেরিয়ে যেতেই সন্তু দরজাটা লক করে দিল।

কাকাবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, “উঃ, নাছোড়বান্দা একেবারে ! রিভলভার দেখিয়ে আলাপ করতে আসা, এ আবার কী ধরনের বদ রসিকতা ! এই ধরনের লোকদের আমি মোটেই পছন্দ করি না।”

ফিলিপ তামাং যেখানে বসে ছিল, তার পাশ থেকে ছাইদানিটা তুলে নিয়ে সন্তু বলল, “লোকটা মাত্র কুড়ি-পঁচিশ মিনিটে চারটে সিগারেট খেয়েছে।”

কাকাবাবু বললেন, “যারা বেশি সিগারেট খায়, তাদের হাতের দুটো আঙুলে হলদে ছোপ পড়ে যায়। যারা ফরসা, তাদের বেশি বোঝা যায়। তুই ওর হাতের হলদে ছোপ দেখে ধরেছিলি যে, লোকটা বেশি সিগারেট খায়। তাই না ?”

সন্তু মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, “ওর ফুটবল খেলার কথাটা বলে ওকে খুব চমকে দিয়েছিলি। আর কলকাতায় যখন কয়েক বছর কাটিয়েছে, তখন কিছুটা বাংলা জানবেই। কিন্তু একটা কথা বলে তুই আমাকেও অবাক করেছিস। ওর যে ছোটবেলায় পায়ে চোট লেগেছিল, সেটা তুই কী করে বললি ?”

সন্তু লাজুকভাবে হেসে বলল, “আন্দাজে। পাহাড়ে যারা থাকে, তারা কি ছোটবেলায় একবার না একবার গড়িয়ে পড়ে না ?”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আর কী করে বুঝলি, ডান পায়ের হাঁটুতে ব্যথা ?”

সন্তু বলল, “আমি অ্যাকসিডেন্টের কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটা একবার চট করে ডান পায়ের হাঁটুতে হাত রেখেই আবার হাত সরিয়ে নিল। আমি ঠিক দেখে নিয়েছি। হাঁটুটা ধরা দেখেই বুঝলুম, এখনও ব্যথা হয়।”

কাকাবাবুও এবার হেসে বললেন, “গুড অবজারভেশান ! শার্লক হোম্‌সও তো এইরকমভাবে খুঁটিনাটি দেখেই লোককে চমকে দিত। তুই আরও ভাল করে কোনান ডয়াল পড়, সন্তু। তুইও একটা খুদে শার্লক হোম্‌স হয়ে উঠতে পারবি মনে হচ্ছে !”

॥ ২ ॥

মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আজ খুব ভিড়। ভারতের রাষ্ট্রপতি শেষ দিনের সভায় যোগ দিতে এসেছেন, সেইজন্যই চতুর্দিকে পুলিশ আর লোকজনও বেড়েছে তিন-চার গুণ। এত ভিড় সন্তুর ভাল লাগে না।

ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে ম্যারাপ বেঁধে বিশাল অডিটোরিয়াম তৈরি হয়েছে। মঞ্চের কাছাকাছি একটা চেয়ার দখল করে বসে রইল সন্তু। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলেছে। সন্তু অধীরভাবে অপেক্ষা করছে কখন কাকাবাবুর বক্তৃতা হবে। এক-একজন বক্তা সময় নিচ্ছেন বড্ড বেশি।

অন্যদের তুলনায় কাকাবাবু বললেন খুব সংক্ষেপে। তিনি বললেন, "এখানে কয়েকটি বিষয়ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলা হচ্ছে, তাই আমি বেশি সময় নষ্ট করব না। আমি শুধু দুটি পয়েন্ট যোগ করতে চাই। এক নম্বর হল, মানুষ আজ সব পাহাড়ই জয় করেছে। এভারেস্টের চূড়াতেও মানুষ পা দিয়েছে বারবার। পৃথিবীর অনেক দেশের অভিযাত্রীরাই এভারেস্ট জয় করেছে, কেউ-কেউ সেখানে দু'বারও উঠেছে। এর পর মানুষ নিশ্চয়ই একদিন এভারেস্টের চেয়েও উঁচু পাহাড় জয় করবে। কিন্তু জয় করাটাই বড় কথা নয়। শুধু দল বেঁধে কোনও একটা পাহাড়ের শিখরে উঠে দাঁড়ানোর মধ্যেই এমন-কিছু কৃতিত্ব নেই। পাহাড়কে যে ভালবাসতে শেখে, পাহাড়ের মহিমা যে অন্তর দিয়ে বোঝে, সে-ই আসল অভিযাত্রী। পাহাড়ের একটা আলাদা গন্ধ আছে, পাহাড়ি জঙ্গল, নদী, বরফের মধ্যে কত নতুন-নতুন রং আছে, বাতাসের শব্দ, জলের শব্দ, পাখির ডাক এইসব মিলিয়ে কত নতুন-নতুন সুরের সৃষ্টি হয়। চোখ-কান-মন খোলা রেখে এইসব রূপ-রং-গন্ধ অনুভব করতে না পারলে পাহাড়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।"

একটু থেমে কাকাবাবু আবার বললেন, "আমার শেষ কথাটি সকলের প্রতি অনুরোধ। আপনারা সবাই জানেন, আজকাল এত বেশি দল পাহাড় অভিযানে যাচ্ছে যে, তার ফলে অনেক পাহাড় নোংরা হয়ে যাচ্ছে। এমনকী, এভারেস্টে ওঠার পথেও জমে যাচ্ছে অনেক আবর্জনা। তাই প্রত্যেক অভিযাত্রীকে এখন থেকে শপথ নিতে হবে যে, কিছুতেই পাহাড়

নোংরা করা চলবে না। খাবারের খালি টিন, পলিথিন বা কাগজের প্যাকেট, ছেঁড়া জুতো-মোজা কিংবা অন্য সমস্ত বাতিল জিনিস কিছুই না ফেলে সঙ্গে করে ফেরত আনতে হবে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে এইসব নোংরা ফেলে অপবিত্র করা একটা চরম পাপ! চরম অন্যায়!"

কাকাবাবুর এই কথা শুনে সবাই একসঙ্গে খুব জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। কাকাবাবুর পাশে-বসা রাষ্ট্রপতিও মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক, ঠিক!"

কাকাবাবুর বলা শেষ হতেই সন্তু উঠে পড়ল। আর তার বক্তৃতা শোনার ধৈর্য নেই।

রাষ্ট্রপতি যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ কাকাবাবুকেও মঞ্চে বসে থাকতে হবে। সন্তু একাই লোকজনদের ভিড় কাটিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় যেতে চাইল।

পর্বত-অভিযাত্রীদের ব্যবহার করা জিনিসপত্রের যে মিউজিয়ামটা আছে, সেটা এখন ভিড়ে ঠাসাঠাসি। সন্তু ওই মিউজিয়াম আগেই দেখে নিয়েছে। সে ওর পেছন দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে একটা চমৎকার উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও অবশ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু লোক রয়েছে।

সন্তু দেখতে পেল, একটা বড় পাথরের ওপর বসে ফিলিপ তামাং দু'জন সাহেবকে হাত-পা নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে।

এর আগে সন্তু ফিলিপ তামাংকে দূর থেকে দেখেছে কয়েকবার। একবার চোখাচোখিও হয়েছিল, কিন্তু ফিলিপ তামাং কাছে এসে কথা বলার চেষ্টা করেনি। কাল রাতে, শেষের দিকে কাকাবাবু ওকে প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছেন, ও নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করেছে। রেগেও যেতে পারে।

হঠাৎ যেন আকাশ থেকে একটা অলৌকিক পরদা সরে গেল। সন্তু চোখ তুলে দেখল, সামনের দিগন্ত জুড়ে ফুটে উঠেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। তার সারা গায়ে ঝকঝক করছে রোদ। এত সুন্দর যে, সন্তুর যেন দম বন্ধ হয়ে এল। সত্যিই, নিশ্বাস ফেলার কথাও তার মনে রইল না।

কিন্তু ঠিক দু মিনিট বা তিন মিনিট, তারপরেই কোথা থেকে এসে গেল

মেঘ। সেই মেঘ এসে এমনভাবে ঢেকে দিল, তার আড়ালে যে অত বিশাল একটা পাহাড় আছে, তা আর বোঝাই যায় না। এসব আকাশের ম্যাজিক!

অনেকদিন আগে কাকাবাবু বলেছিলেন, আকাশ কখনও পুরনো হয় না। কথাটা খুব সত্যি।

পেছন থেকে একজন কেউ সন্তুর পিঠে চাপড় মারতেই সে চমকে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল নরেন্দ্র ভার্মাকে। দিল্লির এই বড় অফিসারটি কাকাবাবুর খুব বন্ধু।

নরেন্দ্র ভার্মা হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সোণ্টুবাবু, এখানে একা-একা আকাশের দিকে চেয়ে কী দেখছ? তুমি পোয়েট্রি লেখো নাকি?"

সন্তু বলল, "আপনি কবে দার্জিলিং এলেন? আগে তো দেখিনি?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এসেছি আজই সকালে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনোনি? রাজার বক্তৃতা বেশ ভাল হয়েছে। এইসব জায়গায় ছোট বক্তৃতাই শুনতে ভাল লাগে, তাই না?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু সকলের চেয়ে ভাল বলেছেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন, "খুব যে নিজের কাকার জন্য গর্ব! তোমরা কোন হোটেলে উঠেছ? আজ সন্ধেবেলা তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাব।"

সন্তু বলল, "আমরা আছি মাউন্টেন টপ হোটেলে, তার টপ ফ্লোরে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, চিনি ওই হোটেল। আরে, ওই তো হিলারি-সাহেব বেরিয়ে আসছেন। মিটিং শেষ হয়ে গেল নাকি? সন্তু, তুমি সার এডমাণ্ড হিলারিকে চেনো? উনি আর তেনজিং-ই মানুষের ইতিহাসে প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় পা দিয়েছিলেন।"

সন্তু বলল, "এ-কথা কে না জানে?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, মানে, অনেকদিন হয়ে গেল তো। তোমাদের বয়েসী ছেলেরা·····চলো, হিলারি-সাহেবের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই!"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, না, থাক। অত বড় একজন লোকের

সঙ্গে আমি কী কথা বলব? আপনি যান।"

নরেন্দ্র ভার্মা তবু সন্তুকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন। হিলারি-সাহেব এত নাম-করা লোক হলেও ব্যবহারে খুব ভদ্র। ছিপছিপে লম্বা মানুষটি, মুখে বেশ একটা সৌম্য ভাব। চোখের মণি দুটো একেবারে নীল। সন্তুর কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, "ও, তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইয়ের ছেলে? ওঁকে তো আমি ভালই চিনি। ওঁর একটা পা ভাঙা বলে উনি কোনও উঁচু পাহাড়ে ওঠেননি, কিন্তু পাহাড় সম্পর্কে উনি অনেকের চেয়ে ভাল জানেন। তুমি কি ঠিক করেছ, তুমি মাউন্টেনিয়ার হবে?"

সন্তু মুখ নিচু করে বলল, "আমার সাঁতার কাটতে বেশি ভাল লাগে। আমার ইচ্ছে আছে, একবার ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করব!"

হিলারি-সাহেব খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ, খুব ভাল কথা। একবার তা হলে ক্যালকাটা থেকে সাঁতার কেটে অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যাণ্ড চলে এসো! হঠাৎ কথা থামিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে হিলারি-সাহেব নরেন্দ্র ভার্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ ভার্মা, ওই লোকটি কে? চেনেন?"

সন্তু দেখল, "একজন বিদেশীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ডান পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ফিলিপ তামাং।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উনি তো মিস্টার স্ত্রিণ্ডবার্গ। সুইডেন থেকে এসেছেন!"

হিলারি বললেন, "না, না, স্ত্রিণ্ডবার্গকে তো আমি ভালই চিনি। তার সঙ্গে ওই ভারতীয়টি?"

"না, ওকে চিনি না। স্থানীয় কেউ হবে মনে হচ্ছে।"

"ওই লোকটি আজ খুব ভোরে আমার হোটেলে দেখা করতে এসেছিল। কী যে অদ্ভুত, অনেক কথা বলল, তা বুঝতেই পারলাম না। এইটুকু বুঝলাম, আমাকে একটা চা-বাগানে নিয়ে যেতে চায়। আমি হঠাৎ সেখানে যাব কেন?"

"না, না, এরকম কেউ ডাকলেই আপনি যাবেন কেন? মোটেই যাবেন না। আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছি লোকটি সম্পর্কে!"

ওই ফিলিপ তামাং যে কাকাবাবুর সঙ্গেও দেখা করতে এসেছিল, সে-কথা আর সন্তু বলল না।

এর পর নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে নিয়ে গেলেন চায়ের ক্যান্টিনে। কাকাবাবুও এর মধ্যে এসে গেছেন সেখানে। সকালের মিটিং শেষ হয়ে গেছে, লাঞ্চের পর আরও কিছু বক্তৃতা আছে। একটা টেবিলে বসে বেশ আড্ডা জমে গেল। তাতে যোগ দিলেন দেশ-বিদেশের কয়েকজন পর্বতারোহী।

কথায়-কথায় উঠল ইয়েতির কথা। কেউ-কেউ ইয়েতির অস্তিত্বে কিছুটা বিশ্বাস করেন, কেউ-কেউ একেবারেই করেন না। এঁদের মধ্যে দু-তিনজন বরফের ওপর ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছেন নিজের চোখে।

ফরাসি-অভিযাত্রী মঁসিয়ে জাকোতে বললেন, "সবচেয়ে কী আশ্চর্য ব্যাপার জানো ? একবার আমি হিমালয়ে তেরো ফিট ওপরে বরফের ওপর ইয়েতির টাটকা দুটো পায়ের ছাপ দেখে সঙ্গে-সঙ্গে ছবি তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই ফিল্ম ডেভেলাপ করার পর দেখা গেল, অন্য সব ছবি উঠেছে, কিন্তু শুধু ওই পায়ের ছাপের ছবিটাই ওঠেনি। স্ট্রেইঞ্জ ব্যাপার!

অনেকেই হেসে উঠল।

একজন কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি একবার কালাপাথরে কয়েকটা জ্যান্ত ইয়েতি দেখেছিলে না ?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, দেখেছিলাম ?"

সন্তু বলল, "নকল!"

কাকাবাবু বললেন, প্রথমে মনে হয়েছিল সত্যি। একটা নয়, তিন-চারটে, হেলেদুলে হাঁটছে। আসলে সেসব হলো কেইন শিপটনের কারসাজি। ভাল্লুকের চামড়া দিয়ে পোশাক বানিয়ে কয়েকটা লোককে ইয়েতি সাজিয়েছিল। লোকজনদের ভয় দেখাত।

অন্য একজন বলল, "এই কেইন শিপন অনেক কুকীর্তি করেছে। কিন্তু লোকটা এমন ধুরন্ধর যে, কিছুতেই ধরা পড়ে না।"

এই সময় সুইডিশ অভিযাত্রী ম্যাক্স স্ট্রিন্ডবার্গ সেখানে এসে বলল, "কী নিয়ে কথা হচ্ছে ? ইয়েতি ? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, নিশ্চয়ই আছে! এই ইন্ডিয়াতে যে কত কী রহস্যময় ব্যাপার এখনও আছে, তার অনেকটাই আমরা জানি

না।"

মঁসিয়ে জাকোতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কখনও ইয়েতি দেখেছ নাকি ? তুমি কখনও প্রমাণ পেয়েছ ? তুমি তো দু'বার হিমালয়ে এক্সপিডিশানে গেছ।"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "ইন্ডিয়াতে অনেক কিছুই প্রমাণ করা শক্ত। প্রমাণ না পেয়েও তো অনেক লোকে বিশ্বাস করে। সেটাও কি কম কথা ? এই তো একটু আগে একজন লোক আমাকে বলল, এখানে কাছাকাছি কোনও মনাস্টারিতে নাকি চার-পাঁচজন লোক এখনও বেঁচে আছে, যাদের বয়েস তিনশো বছর!"

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "যাঃ, গাঁজাখুরি কথা। তিনশো বছর কোনও মানুষ বাঁচে ?"

স্ট্রিন্ডবার্গ দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল, "ভাবছ আমি বানাচ্ছি ? এখানেই ফিলিপ তামাং নামে একজন লোক বলল, সে নিজের চোখে ওই তিনশো বছরের বুড়োদের দেখেছে। আমাকেও নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারে।"

একজন বলল, "দেখলেই বা তুমি কী করে বুঝবে যে, তাদের বয়েস তিনশো বছর ? বয়েস মাপার কোনও ইয়ার্ড স্টিক আছে নাকি ?"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "দেখলে একটা কিছু বোঝা যাবে নিশ্চয়ই। একশো বছরের বৃদ্ধ আর তিনশো বছরের বৃদ্ধদের চেহারা তো এক হতে পারে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "উজবেকিস্তানে একশো চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন বুড়োর কথা একবার শোনা গিয়েছিল। তারচেয়ে বেশিদিন কোনও মানুষ বাঁচেনি। তিনশো বছর! হুঁঃ! তা হলে এর মধ্যে কতবার সেই বুড়োদের নাম উঠে যেত গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে!"

কাকাবাবু স্ট্রিন্ডবার্গকে জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাক্স, তুমি ফিলিপ তামাং-এর সঙ্গে সেই বুড়োদের দেখতে যাচ্ছ ?"

স্ট্রিন্ডবার্গ চওড়াভাবে হেসে বলল, "খুবই ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। কিন্তু পরশুর মধ্যেই আমাকে স্টকহলম ফিরতে হবে, জরুরি কাজ আছে। উপায় নেই। ইন্ডিয়ায় এলে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। ফেরার তাড়া না থাকলে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেও যেতাম একবার!"

মঁসিয়ে জাকোতে বলল, "এই তিনদিনের মধ্যে দার্জিলিং থেকে একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল না! কাঞ্চনজঙ্ঘার মহান, সুন্দর রূপ একবার অন্তত না দেখলে মন খারাপ লাগে। যাই বলো, উচ্চতায় তৃতীয় হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ এভারেস্টের চেয়েও বেশি সুন্দর।"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "তা ঠিক!"

বড়দের মধ্যে কথা বলা উচিত নয় বলে সন্তু চুপ করে শুনছিল এতক্ষণ। এবার সে ফস করে বলে ফেলল, "আমি আজ সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি!"

সকলেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল সন্তুর দিকে।

জাকোতে জিজ্ঞেস করল, "আজ সকালে? কখন?"

সন্তু বলল, "এই তো, মাত্র আধ ঘণ্টা আগে। আমি মিউজিয়ামের পেছন দিকটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

জাকোতে বলল, "আমি অনেকবার বাইরে বেরিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেছি। দেখতে পাইনি তো?"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "আধ ঘণ্টা আগে আমিও ওইখানেই ছিলাম। আমিও দেখিনি। এখানে আর কেউ দেখেছে?"

অন্য সবাই দু' দিকে মাথা নাড়ল। নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুর পিঠে একটা চাপড় মেরে হাসতে-হাসতে বলল, "ও নিশ্চয়ই কল্পনায় দেখেছে। আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুটি অনেক কিছু বানিয়ে বলতে ভালবাসে। আজকের মতন মেঘলা দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা অসম্ভব!"

সবাই হেসে উঠল। সবাই ভাবল, "সন্তু গুল মেরেছে।"

সন্তুর মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে যে সত্যিই কাঞ্চনজঙ্ঘা একটুক্ষণের জন্য স্পষ্ট দেখেছে, তা তো আর প্রমাণ করা যাবে না। অন্য কেউ আর দেখেনি? সন্তু কি তবে কল্পনায় দেখেছে? তা মোটেই না!

হঠাৎ সন্তুর সারা গায়ে রোমাঞ্চ হল। তবে কি কাঞ্চনজঙ্ঘা শুধু সন্তুর জন্যই একটুক্ষণের জন্য মেঘের আড়াল সরিয়েছিল? আজকের আকাশ শুধু সন্তুর জন্যই এমন একটা উপহার দিল? নিশ্চয়ই তাই। লজ্জার বদলে এবার অদ্ভুত এক আনন্দ হল সন্তুর।

এখানকার আড্ডা চলল আরও কিছুক্ষণ। তারপর লাঞ্চ খাওয়ার ডাক

পড়ল। বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি লাঞ্চ খাবেন, কাকাবাবুও সেখানে আমন্ত্রিত। কিন্তু সন্তুর তো আর নেমন্তন্ন নেই, সে ফিরে গেল হোটেলের দিকে।

হোটেলে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি নামল খুব জোরে। এখানে সকলের কাছেই ছাতা থাকে। সন্তু ছাতা কিংবা রেনকোট কিছুই আনেনি। গাছতলায় দাঁড়িয়েও কিছু সুবিধে হল না, সে ভিজে গেল পুরোপুরি। দৌড়ে দৌড়ে শপশপে ভিজে জামা-প্যান্ট নিয়ে পৌঁছল হোটেলে। এখানে তো ভিজে জামা-কাপড় রোদ্দুরে শুকোবার উপায় নেই। সন্তু তার কোটটা একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল বাথরুমে। মোজা-জুতো সব খুলে ফেলার পর তার পর-পর সাতবার হাঁচি হল।

খেয়েদেয়ে দুপুরে একঘুম দিল সন্তু। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, আর বাইরে বেরোবার উপায় নেই। ঘুম থেকে ওঠার পরই সন্তু টের পেল, তার জ্বর এসে গেছে। নিশ্বাস পড়ছে গরম-গরম, জ্বালা করছে দুই চোখের কোণ। বাইরে এসে সন্তুর কখনও অসুখ-বিসুখ হয় না। কাকাবাবু জানতে পারলেই ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কাকাবাবুকে কিছুতেই জানানো চলবে না। একটু জ্বর হলে কী-ই বা আসে যায়!

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সন্তু দেখল, বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। যদিও মোটে সাড়ে চারটে বাজে, কিন্তু আজ আর রোদ ওঠার আশা নেই। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। এরকম বৃষ্টি হলে দার্জিলিং-এ যখন-তখন ধস নামে। হিল কার্ট রোড বন্ধ হয়ে গেলে সন্তুরা কাল ফিরবে কী করে? সন্তুর অবশ্য ফেরার জন্য ব্যস্ততা নেই কিছু, তার কলেজ খুলতে এখনও সাতদিন বাকি আছে। কিন্তু কালকের প্লেনের টিকিট কাটা আছে।

কিছুই করার নেই, তাই সন্তু বই নিয়ে বসল। মহাভারত, না শার্লক হোম্‌সের গল্প, কোনটা এখন পড়া যায়? এই দু'খানা বই-ই সন্তুর আগে একবার পড়া হয়ে গেছে। তবু আবার পড়তে ভাল লাগে। সে ইংরেজি বইটাই খুলল বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে।

দু' পাতা শেষ করতে না করতেই আবার ঘুম এসে গেল সন্তুর। ক্রমেই তার জ্বর বাড়ছে।

সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল জোর শব্দে। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

সন্তু ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতে গেল। কোনও বেয়ারা এলে সাধারণত আস্তে টুকটুক করে শব্দ করে। এত জোরে দুম দুম করছে কে?

দরজা না খুলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "হু ইজ ইট?"

বাইরে কাকাবাবুর গলা শোনা গেল।

ভেতরে এসে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোচ্ছিলি বুঝি? আমরা কতক্ষণ ধরে ডাকছি!"

সন্তু তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেল। কাকাবাবুর সঙ্গে তার গায়ের ছোঁয়া লাগলেই কাকাবাবু তার জ্বর বুঝে ফেললেন।

কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছেন নরেন্দ্র ভার্মা আর-একজন অচেনা লোক। নরেন্দ্র ভার্মা আলাপ করিয়ে দিল, ভদ্রলোকের নাম বীরেন্দ্র সিং, এখানকার একজন ব্যবসায়ী।

কাকাবাবু টেলিফোনে চা দিতে বললেন, "একটু পরেই বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। নরেন্দ্র ভার্মা নানারকম গল্প শুরু করল। সন্তুর কপালের দুটো পাশ দপদপ করছে, মাথাটা ভারী লাগছে, এখন তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সে তার বিছানায় বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বই পড়ার চেষ্টা করল। তবে মাঝে-মাঝেই তার কান চলে যাচ্ছে কাকাবাবুদের কথাবার্তার দিকে।

এক সময় বীরেন্দ্র সিং কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন, আপনার ভাঙা পা-টা সারিয়ে ফেলেন না কেন? আজকাল তো অনেক রকম চিকিৎসা বেরিয়েছে!"

কাকাবাবু বললেন, "এর আর কোনও চিকিৎসা নেই। এখন আমার তেমন অসুবিধেও হয় না।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "আপনার জুতোটা একটু খুলুন তো, আমি দেখি কী অবস্থা।"

সন্তু চোখ তুলে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। সে জানে, কাকাবাবু নিজের ওই ভাঙা পা বিষয়ে বেশি কথা বলা একেবারে পছন্দ করেন না। কাকাবাবুর বাঁ পায়ের পাতাটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে, হাড় বলে কিছুই নেই। কোনও রকমে জুতো পরতে পারেন শুধু। দু' পায়ে ভর দিয়ে হাঁটার ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন প্রায় বছরদশেক আগে।

কাকাবাবু বললেন, "ও আর দেখে কী করবেন।"

বীরেন্দ্র সিং তবু ঝুঁকে পড়ে যেন নিজেই হাত দিয়ে কাকাবাবুর জুতো খোলার চেষ্টা করলেন।

কাকাবাবু এবার পা সরিয়ে নিয়ে কড়া গলায় বললেন, "ও ব্যাপারটা থাক। আপনি অন্য কথা বলুন।"

বীরেন্দ্র সিং আবার সোজা হয়ে হাসি মুখে বললেন, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখবেন?"

যদিও শীত খুব বেশি নয়, তবু ভদ্রলোকটি পরে আছে একটা লম্বা ওভারকোট। ঘরের মধ্যে এসেও সেটা খোলেননি। বাঁ হাতটা এতক্ষণ একটা পকেটেই ছিল। এবার সেই হাতটা বার করলেন।

বীরেন্দ্র সিং-এর ডান হাতটা খালি কিন্তু বাঁ হাতে একটা পুরু ধরনের চামড়ার দস্তানা পরানো। সেই দস্তানাটা খুলতে-খুলতে তিনি বললেন, "একবার আমার ফ্যামিলির সব লোকজনদের নিয়ে সিন্‌চন লেকের কাছে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, বুঝলেন। আমার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ছোট ছেলেটা খুবই চঞ্চল আর দুষ্টু। একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠে সে নাচানাচি করছিল। আমরা অনেক বারণ করলেও সে শোনেনি। হঠাৎ দেখি কি, সেই পাথরটা গড়াতে শুরু করেছে। কোনও কারণে তলার জায়গাটা নিশ্চয়ই আলগা ছিল। সেই পাথরসুদ্ধ আমার ছেলে গড়িয়ে পড়ে যেত পাশের খাদে। আমি ছুটে গেলাম ছেলেকে বাঁচাতে। ছেলে বাঁচল, কিন্তু বেকায়দায় আমার এই হাতটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। মটমট করে আঙুলের হাড়গুলো ভাঙার শব্দ আমি নিজে শুনেছি। শুনতে-শুনতেই যন্ত্রণার চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছি।

গ্লাভসটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলে তিনি বললেন, "এখন দেখুন, সেই হাতটার কী অবস্থা!"

বীভৎস দৃশ্য! সন্তু সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল! বীরেন্দ্র সিং-এর বাঁ হাতে শুধু বুড়ো আঙুল ছাড়া আর একটাও আঙুল নেই।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "আঙুল চারটে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর পচতে শুরু করে। গ্যাংগ্রিন হয়ে গেল। অপারেশন করে চারটে আঙুলই

বাদ দিতে হল। তবু ঘা সারে না। কলকাতায় গিয়ে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। সব ডাক্তারই বলেছে, এই হাতটার কবজি পর্যন্ত কেটে ফেলা উচিত। ভাগ্যিস, আমি ডাক্তারদের কথা শুনিনি। ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন। রিমবিক বলে একটা জায়গা আছে জানেন তো, তার কাছাকাছি একটা মনাস্টারিতে আমি এক তিব্বতি তান্ত্রিকের সন্ধান পাই। তিনি অনেক কঠিন কঠিন রোগ সারিয়ে দিতে পারেন শুনেছিলাম। তাঁর পায়ে পড়তেই তিনি আমায় অভয় দিয়ে বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনিই আমাকে এই দস্তানাটা পরিয়ে দিলেন।"

বীরেন্দ্র সিং বাঁ হাতে আবার দস্তানাটা লাগালেন। এই অবস্থায় দেখলে মনে হয়, ওর পাঁচটা আঙুলই আছে।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "সেই তান্ত্রিক লামা আমাকে কোনও ওষুধ দেননি, শুধু এই হাতের ওপর মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন। ব্যস, ঘা শুকিয়ে গেল। এখন আমি এই হাত দিয়ে পাঁচটা আঙুলের কাজই করতে পারি। একদম নর্মাল।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এখন এই হাত দিয়ে আপনি সব কাজ করতে পারেন?"

বীরেন্দ্র সিং মুচকি হেসে বললেন, "খালি হাতে পারি না, কিন্তু গ্লাভস পরা থাকলে কোনও অসুবিধে হয় না। এটা মন্ত্র-পড়া গ্লাভস। দেখবেন, এই গেলাসটা তুলে ধরব?"

বীরেন্দ্র সিং সত্যিই একটা কাচের গেলাস তুলে ধরলেন বাঁ হাতে।

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "আশ্চর্য! এরকম আশ্চর্য ব্যাপার কখনও দেখিনি। দস্তানার আঙুলগুলোকে মনে হচ্ছে সত্যিকারের আঙুল। নইলে উনি গেলাসটা ধরে আছেন কী করে? কী রাজা, এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি খুব আশ্চর্য ব্যাপার।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "আমাকে অবশ্য প্রতি দশদিন অন্তর রিমবিকের সেই তান্ত্রিক লামার কাছে যেতে হয়। তিনি নতুন করে মন্ত্র পড়ে দেন। কখনও ব্যবসার কাজে কলকাতা কিংবা দিল্লি গিয়ে যদি আটকে পড়ি, দশদিনের মধ্যে ফিরতে না পারি, অমনি হাতটা আবার দুর্বল হতে শুরু

করে। আবার সেই লামাজির কাছে ছুটে গেলেই তিনি সব ঠিক করে দেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "এরকম ঘটনা কখনও শুনিনি। সেই লামাজি আপনার কাছ থেকে টাকাপয়সা নেন কিছু? চিকিৎসার ফি?"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "কিচ্ছু না! উনি কিছুই চান না। আমি শুধু প্রত্যেকবার ওঁর জন্য এক ঝুড়ি ফল নিয়ে যাই। যে সিজ্‌নের যে ফল পাওয়া যায়।"

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে বলল, "রাজা, তুমি একবার ওই তান্ত্রিক লামার কাছে তোমার পা-টা দেখাও না! উনি যদি সারিয়ে দিতে পারেন..."

কাকাবাবু বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে বললেন, "এবারে তো আর হবে না। আমরা কালকেই ফিরে যাচ্ছি।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "কালকের ফেরা ক্যানসেল করুন। আমি আপনাকে রিমবিক নিয়ে যাব। আমার দু-একদিনের মধ্যেই যাওয়ার কথা। আমি ডেফিনিট যে উনি আপনার পা ঠিক করে দেবেন!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার পা ঠিক হয়ে গেলেও তো মুশকিল। তারপর আমাকে প্রত্যেক দশদিন অন্তর দার্জিলিং আসতে হবে? নাকি দার্জিলিং-এ এসেই পাকাপাকি থাকব?"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "তখন দার্জিলিং-এ এসেই পাকাপাকি থাকবেন। এটা কত সুন্দর জায়গা। কলকাতা ঘিঞ্জি, ময়লা! আমার তো কলকাতা গিয়ে একদিন দু' দিনের বেশি থাকতে ইচ্ছে করে না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমার তবু কলকাতাই ভাল লাগে। কলকাতা ছেড়ে বেশিদিন দূরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া, ক্রাচ নিয়ে হাঁটাচলা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আর কোনও অসুবিধে হয় না। শুধু পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে কষ্ট হয়। সেইজন্যই আর পাহাড়ে বেশি আসি না!"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "রাজা, তবু একবার ট্রাই নিয়ে দেখলে পারতে! বীরেন্দ্র সিং যা বললেন, তাতে তো মনে হচ্ছে মিরাকুলাস কিওর। ওই তান্ত্রিক লামার নিশ্চয়ই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার থেকে দূরেই থাকতে চাই।"

আড্ডা ভাঙল রাত ন'টায়। ওরা দু'জন চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু আর নীচের ডাইনিং রুমে না গিয়ে ঘরেই রাত্তিরের খাবারের অর্ডার দিলেন। সন্তুর মাথায় এত যন্ত্রণা হচ্ছে যে, খাবার ইচ্ছে একটুও নেই। কিন্তু কিছু না খেলে কাকাবাবু সন্দেহ করবেন। সন্তুর কপালে হাত দেবেন। তাই সে খেতে বসল। কিছুটা খেয়েও নিল।

এর পর কাকাবাবু ডায়েরি লিখতে বসলেন টেবিলে। বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটার চটাপট শব্দ হচ্ছে কাচের জানলায়? সন্তু শুয়ে পড়ল লেপ মুড়ি দিয়ে। জ্বরের চোটে তার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে। কিছু একটা ওষুধ খাওয়া উচিত ছিল বোধ হয়। যাক, কাল দুপুরের মধ্যেই তো কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা। তখন ডাক্তার দেখালেই হবে।

এত জ্বরের মধ্যে ভাল ঘুম আসে না। নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল সন্তু। বৃষ্টিতে ধস নেমেছে, রাস্তা ভেঙে পড়েছে অনেকখানি, তিন-চারদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরা হবে না··· একটা বিরাট পাথরের চাঁই গড়িয়ে আসছে উঁচু পাহাড় থেকে, এই হোটেলটাকেও ভেঙে চুরমার করে দেবে····কেইন শিপটন হাসছে হা-হা করে, তার গলার লকেটে দুলছে একটা মস্ত বড় মানুষের দাঁত, সে একটা মাছধরা জালের মতন স্টিলের জাল ছুঁড়ে কাকাবাবুকে আর তাকে বন্দী করে ফেলল, তারপর অট্টহাসি দিয়ে বলল, "এবার সন্তু আর রাজা রায়চৌধুরী। এবার তোমরা কোথায় পালাবে? ···· একটা হাত এগিয়ে আসছে সন্তুর মুখের দিকে, সেই হাতের পাঞ্জায় শুধু বুড়ো আঙুল ছাড়া আর অন্য আঙুল নেই, তবু সেই হাতটাই সন্তুর গলা টিপে ধরছে···"

॥ ৩ ॥

সকালে উঠে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সন্তুর মনে হল, এক রাত্তিরেই তার চোখ দুটো যেন অনেকটা বসে গেছে। বেশ দুর্বল লাগছে শরীর, টলটল করছে মাথা। তবে জ্বর কমেছে।

কাকাবাবু তৈরি হয়ে নিয়েছেন অনেক আগেই। একটু পরেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল।

বাগডোগরায় গিয়ে প্লেন ধরতে হবে, পৌনে বারোটার সময় চেক-ইন করার কথা। সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে, তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র প্যাক করে নীচে নামবার সময় সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে বলল, "দৌড়তে দৌড়তে আসছি। ভয় পাচ্ছিলাম, এর মধ্যেই চলে গেলে কি না!"

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার? কাল রাত্তিরেই তো তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। এখন হঠাৎ আবার এলে কেন?"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "সকালবেলাতেই রাষ্ট্রপতি আমায় ডেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। উনি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। উনি এখান থেকে একবার কালিম্পং যাবেন। তোমরা দু'জনে ওঁর সঙ্গে হেলিকপ্টারে যেতে পারো।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ভাবল, তা হলে আজ আর ফেরা হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতি যদি অনুরোধ করেন, তা হলে কোনও মানুষ কি তা অগ্রাহ্য করতে পারে?

কাকাবাবু তবু একটুক্ষণ থেমে বললেন, "কিন্তু আমাদের যে আজই প্লেনের টিকিট কাটা আছে? না গেলে টিকিট নষ্ট হবে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সে-কথাও আমি রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছি। উনি বললেন, রাজা রায়চৌধুরীর যদি জরুরি কাজ থাকে, তা হলে আটকাবার দরকার নেই। সেইজন্য তিনি তোমাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন।

বেশ পুরু কাগজের সাদা রঙের খাম। এক পাশে রাষ্ট্রপতির নাম ছাপা রয়েছে। ওপরের দিকে ছাপ মারা, 'কনফিডেনশিয়াল'।

কাকাবাবু সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই খামটা খুলে দ্রুত পড়ে নিলেন চিঠিখানা।

তারপর খামসুদ্ধু সেটাকে পকেটে রেখে তিনি নরেন্দ্র ভার্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ চিঠিতে কী লেখা আছে, তুমি জানো?"

নরেন্দ্র ভার্মা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, প্রেসিডেন্ট আমাকে কিছুই বলেননি।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। তুমি ওঁকে গিয়ে বলো, আমি আজ আর থাকতে পারছি না। কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লিতে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

নীচে নেমে এসে কাউন্টারে বিল মিটিয়ে দিতে দিতে কাকাবাবু ম্যানেজারকে বললেন, "ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, ট্যাক্সি এসেছে?"

ম্যানেজার বলল, "এখনও তো আসেনি। সকাল থেকে দু-তিনবার ফোন করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "এই যে, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!"

হোটেলের লবি থেকে এগিয়ে এল ফিলিপ তামাং। "গুড মর্নিং, গুড মর্নিং," বলে সে কাকাবাবুর ডান হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তা হলে সত্যি সত্যি আজই চলে যাচ্ছেন? আমার চা-বাগানটায় একবার ঘুরে যাবেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার নেমন্তন্নর জন্য আবার ধন্যবাদ। কিন্তু এবার থাকতে পারছি না।"

পেছন ফিরে হোটেলের ম্যানেজারকে কাকাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "আপনাকে কাল থেকে বলে রেখেছি, তবু ট্যাক্সি জোগাড় করে রাখেননি। এর পর ফ্লাইট মিস করব।"

ফিলিপ তামাং বলল, "বাগডোগরার জন্য ট্যাক্সি খুঁজছেন? আমার গাড়িতে চলে যান না।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আপনার গাড়িতে কেন যাব? পয়সা দিলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না?"

ফিলিপ তামাং বলল, "টি বোর্ড থেকে একজন অফিসার আজ আসছেন। আমার গাড়ি তাঁকে আনতে যাবে, এখান থেকে ফাঁকা যাবে সেই গাড়ি। শুধু শুধু আপনি ট্যাক্সির জন্য পয়সা খরচ করবেন কেন?"

হোটেলের ম্যানেজার আবার ফোন করার চেষ্টা করছিল, এই কথা শুনে ফোন নামিয়ে রাখল, নরেন্দ্র ভার্মাও তাকালেন কাকাবাবুর দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ট্যাক্সি না পেলে আমি তোমার জন্য সরকারি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারি এক্ষুনি। তবে, এই ভদ্রলোকের গাড়ি যখন

ফাঁকাই যাচ্ছে..."

যে কোনও কারণেই হোক, ফিলিপ তামাংয়ের গাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই কাকাবাবুর। কিন্তু সকলে মিলে এমন বোঝাতে লাগলেন যে, কাকাবাবুর আর না বলার কোনও যুক্তি রইল না।

ফিলিপ তামাং বলল, "মিঃ রায়চৌধুরীর এইটুকু উপকার করতে পারলেও আমি ধন্য হব!"

হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ তামাংয়ের ঝকঝকে নতুন জিপ গাড়ি। মালপত্র ভেতরে রেখে কাকাবাবু বসলেন ড্রাইভারের পাশে। সন্তুকেও তিনি তাঁর পাশে বসতে বললেন, "কিন্তু সন্তু ইচ্ছে করে ভেতরে চলে গেল।"

আজ আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। ভোর থেকে একবারও বৃষ্টি হয়নি। রোদে ঝলমল করছে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সন্তু প্রত্যেকবার খুব উত্তেজনা বোধ করে, উৎসুকভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু আজ তার শরীর ভাল নেই।

দার্জিলিং শহর ছাড়বার পর ঘুম-এর কাছাকাছি এসে কাকাবাবু একবার পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে সন্তু, তোর মন খারাপ লাগছে নাকি? আরও দু-এক দিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল?"

সন্তু অন্যমনস্কভাবে বলল, "না।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এত মন-মরা হয়ে আছিস কেন? সকাল থেকে তোর একটা কথাও শুনিনি।"

সন্তু এবার সোজা হয়ে বসল, "কাকাবাবুর গায়ে ছোঁয়া লেগে গেলেই তিনি সন্তুর জ্বরের কথা টের পেয়ে যাবেন, তাই সে দূরে দূরে থাকছে। কিন্তু কোনও কথা না বলে ঝিম মেরে বসে থাকলেও কাকাবাবু সন্দেহ করবেন।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমাদের রাষ্ট্রপতি যে আপনাকে চিঠি লিখলেন, ওঁর সঙ্গে কি আপনার আগে পরিচয় ছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ছিল। আমি যখন দিল্লিতে চাকরি করতাম, উনি তখন ছিলেন সেই দফতরের মন্ত্রী। প্রায়ই ওঁর কোয়ার্টারে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কাল দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার সময় ওঁর সঙ্গে সেই

সময়কার অনেক গল্প হল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "উনি আপনাকে চিঠিতে কী লিখেছেন?"

কাকাবাবু একবার আড়চোখে গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকালেন। তারপর ইংরেজিতে বললেন, "খামের ওপর কনফিডেনসিয়াল লেখা ছিল দেখিসনি। ওই চিঠির কথা কাউকে বলা যাবে না।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কালকে আপনি বক্তৃতার সময় একবার বলেছিলেন, মানুষ এভারেস্টের চেয়েও উঁচু পাহাড় জয় করবে একদিন। এভারেস্টের চেয়ে উঁচু পাহাড় কি আর আছে?"

"নেই বুঝি?"

"কখনও তো শুনিনি!"

"চিন দেশে অনেক বড়-বড় পাহাড় আছে। কেউ কেউ বলে, তার দু-একটা নাকি এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। অবশ্য, এখনও সেরকম প্রমাণ সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে পৃথিবীর বাইরে তো আছেই!"

"পৃথিবীর বাইরে?"

"তুই মঙ্গল গ্রহের পাহাড়টার কথা পড়িসনি বুঝি? মানুষ কয়েকবার চাঁদে পা দিয়েছে, আর দু-এক বছরের মধ্যেই মঙ্গল গ্রহে নামবে। মঙ্গল গ্রহের অনেক ছবি তোলা হয়ে গেছে এর মধ্যে। তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা গেছে একটা মস্ত বড় পাহাড়। হিমালয় তার কাছে ছেলেমানুষ। তার চূড়াটা ছাব্বিশ কিলোমিটার উঁচু, অর্থাৎ এভারেস্টের তিনগুণ। তার নাম দেওয়া হয়েছে, মন্‌স ওলিম্পাস। সেটা আবার একটা আগ্নেয়গিরি। মানুষ একদিন না একদিন সেই পাহাড়ও জয় করবে নিশ্চয়ই।"

"এভারেস্টের তিন গুণ? ওরেব্বাবা!"

সন্তু জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "এইসব ছোট-ছোট পাহাড়ই দেখতে বেশি ভাল, তাই না? একবার কলকাতা থেকে প্লেনে কাঠমাণ্ডু যাবার সময় এভারেস্টের চূড়া দেখা গিয়েছিল, তোর মনে আছে? প্লেনের পাইলট সবাইকে দেখাল। অনেকগুলো বরফ ঢাকা পিকের মধ্যে একটা এভারেস্ট, তার আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্যই বোঝা গেল না!"

সন্তু বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে, কিংবা এক সময় ছিল, তাই না?"

"কে বলল তোকে? সেরকম কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।"

"আমি একটা বইতে পড়েছি। খুব পাওয়ারফুল দূরবিন দিয়ে মঙ্গল গ্রহের গায়ে সোজা সোজা দাগ দেখা গেছে। সেগুলো আসলে শুকনো খাল। নদী কখনও একেবারে সোজা যায় না। মানুষের মতন কোনও প্রাণী না থাকলে খাল কাটবে কে?"

"ওটা একটা মজার ব্যাপার। বিজ্ঞানীদের ভাবার ভুল। ব্যাপারটা কী ঘটেছিল জানিস? গত শতাব্দীতে ইতালির একজন বৈজ্ঞানিক, তাঁর নাম গিয়োভানি সিয়াপারেলি, তিনি প্রায় সর্বক্ষণ দূরবিনে চোখ দিয়ে বসে থাকতেন আর আকাশ দেখতেন। একবার তিনি নানারকম দূরবিন অদলবদল করতে-করতে হঠাৎ মঙ্গল গ্রহে কতকগুলো দাগ দেখতে পেলেন। দাগ তো নয়, সেগুলো হচ্ছে ভূমির ওপর লম্বা-লম্বা খাঁজ। ইতালিয়ান ভাষায় ওই খাঁজকে বলে **Canali**, সিয়াপারেলি সেই কথা লিখে গেলেন। তারপরে অনেকে ধরে নিল **Canali** হচ্ছে ইংরেজিতে **Canal** বা খাল। তখন পৃথিবীতে সুয়েজ খাল, পানামা খাল এইসব বড়-বড় খাল কাটা হচ্ছে তো, তাই মানুষ ভাবল তাদের আগেই মঙ্গল গ্রহের জীবরা আরও বড় খাল কেটে ফেলেছে। এখন অনেক ভাল ভাল ছবি তুলে দেখা গেছে, খাল-টাল কিছু নেই ওখানে।

এইরকম বিজ্ঞানের গল্পে পেরিয়ে গেল অনেকটা রাস্তা। কাকাবাবুর এইসব গল্পের স্টক অফুরন্ত।

কার্শিয়াং পর্যন্ত এসে জিপের ড্রাইভার হিল কার্ট রোড ছেড়ে পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরল। এই রাস্তাটা খাড়াভাবে নেমে গেছে, ঘন ঘন বাঁক, একটু বিপজ্জনক বটে, কিন্তু খুব সুন্দর। অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় মকাইবাড়ি চা-বাগান, কাছাকাছি পাহাড়গুলি একেবারে ঘন সবুজ। চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই রাস্তায় বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছনো গেল বাগডোগরায়।

কাকাবাবু জিপের ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু বখশিশ দিলেন। তারপর ওরা এসে বসল এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে। কাকাবাবু বেছে নিলেন

একেবারে পেছনের কোণের দিকে দুটো চেয়ার। মুখের সামনে মেলে ধরলেন একটা ম্যাগাজিন।

অনেক বিদেশী অভিযাত্রী ফিরে যাচ্ছেন আজ। তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই কাকাবাবুর পরিচয় আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না কাকাবাবুর। একবার শুধু তিনি উঠে গিয়ে কাউন্টারে কী যেন কথা বললেন একজনের সঙ্গে।

কলকাতার ফ্লাইট এসে গেছে। একসময় এখানকার যাত্রীদের সিকিউরিটি চেকের জন্য ডাক পড়ল।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুই একটু বোস, সন্তু, আমি বাথরুম ঘুরে আসছি।"

কাকাবাবু সেই যে গেলেন, আর ফেরার নামটি নেই।

সন্তু টের পেল, তার আবার বেশ জ্বর এসে গেছে। মাথাটা প্রচণ্ড ভারী, খুব ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। তবু জোর করে সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। আর তো এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে কলকাতায়। তারপর বিকেলের দিকে ডাক্তার মামাবাবুকে দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে নিলেই হবে।

সমস্ত লোক ঢুকে গেল সিকিউরিটি এরিয়ার মধ্যে। কাকাবাবু এখনও আসছেন না। এর পর প্লেন ছেড়ে দেবে। বাথরুমে গিয়ে কাকাবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল নাকি ? একবার দেখতেই হয়। কিন্তু সন্তু ভাবল, ব্যাগ দুটো ফেলে বাথরুমের কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে ? এয়ারপোর্টে বড্ড চুরি হয়।

দুটো ব্যাগই দু' কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সন্তু এগিয়ে গেল।

বাথরুম পর্যন্ত তাকে যেতে হল না। সে দেখল, এয়ারপোর্টের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। সন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সন্তু প্রায় দৌড়ে এসে উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, লাস্ট কল দিয়ে দিয়েছে। শিগগির চলুন, এর পর আর যেতে দেবে না!"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, আমরা এই ফ্লাইটে যাচ্ছি না। টিকিট ক্যানসেল করিয়ে এসেছি। চল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা আবার

ফিরব!"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে বলল, "আমরা আবার দার্জিলিং-এ ফিরে যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই তো থেকে যেতেই চেয়েছিলি ? তোর কলেজের এখনও ছুটি আছে। চল, আর দু-একটা জায়গায় বেড়িয়ে যাই।"

সন্তু যেন আকাশ থেকে পড়ল। কাকাবাবু বারবার বলেছেন, তাঁকে ফিরতেই হবে কলকাতায়। ফিলিপ তামাং-এর নেমন্তন্ন নিলেন না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হেলিকপ্টারে চড়ে কালিম্পং যাবার চমৎকার সুযোগটাও ছেড়ে দিলেন। দার্জিলিং থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে নেমে এসে, এয়ারপোর্টে এক ঘণ্টা বসে থেকে তিনি আবার ফিরতে চান। এর মধ্যে হঠাৎ কী এমন ঘটল ?

বেড়াবার নামে কিংবা অ্যাডভেঞ্চারের নামে সন্তু সবসময় উৎসাহে টগবগ করে। কিন্তু আজ তার শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। ভাল লাগছে না কিছুই। এটা যদি কোনও শক্ত অসুখ হয় ?

একবার সে চিন্তা করল, কাকাবাবুকে জ্বরের কথা বলবে কি না। যাবার পথে কিছু একটা ওষুধ খেয়ে নেওয়া উচিত।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই সে ভাবল, একবার সে তার অসুখের কথা উচ্চারণ করলেই কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। এর আগে সন্তুর কোনওবার শরীর খারাপ হয়নি। সন্তু একবার মুখ ফুটে জ্বরের কথা বললেই কাকাবাবু খুব চিন্তা করবেন, তাঁর প্ল্যান পালটে ফেলবেন।

সে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমার দার্জিলিং সবসময় ভাল লাগে। এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছেই করে না!"

এয়ারপোর্টের বাইরেটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। একটাই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছতলায়। বোঝা গেল, কাকাবাবু আগেই এর ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে রেখেছেন।

ওরা উঠে বসার পর ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনদিক দিয়ে যাব সার ? হিলকার্ট রোড ? না..."

কাকাবাবু বললেন, "ও দুটোর কোনও রাস্তাতেই না। আপনি

মিরিক-এর দিক ধরে চলুন।"

লোকটি চিন্তিতভাবে বলল, "মিরিক হয়ে দার্জিলিং? অসুবিধে আছে, স্যার। সুখিয়াপোখরির পর রাস্তা খুব খারাপ। দু' জায়গায় অনেকখানি করে ভাঙা। এর মধ্যে মেরামত না করে থাকলে যাওয়া যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, ততদূরেই যাবো। রাত্তিরটা কোথাও থেকে গেলেই হবে।"

সন্তু ভাবল, এইবার তার জ্বরের কথাটা কাকাবাবুকে জানানো উচিত। এর পর যদি অসুখ খুব বেড়ে যায়? একটা কিছু ওষুধ না খেলে আর চলছে না।

কিন্তু এ-কথাও সন্তুর মনে হল যে, এখন অসুখের কথা শুনলেই কাকাবাবু খুব ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। সন্তুকে বকুনি দেবেন, কেন সে আগে জানায়নি! প্লেনটা ছেড়ে গেল, এখন আর কলকাতায় ফেরাও যাবে না! কাকাবাবু আবার দার্জিলিং ফিরে যেতে চাইছেন, নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও গোপন উদ্দেশ্য আছে! সন্তুর অসুখের জন্য সেই প্ল্যানটা নষ্ট হয়ে যাবে? ধুত, সামান্য বৃষ্টিতেই তার এমন জ্বর হয়ে গেল! অসুখ হবার আর সময় পেল না!

সন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলল না।

গাড়িতে উঠে সে কাকাবাবু আর তার মাঝখানে হ্যাণ্ডব্যাগটা রাখল। যাতে ছোঁয়া না লাগে।

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "খিদে পেয়েছে? দুপুরের লাঞ্চ খেতে হবে। শিলিগুড়িতে এখন খেয়ে নিবি, না মিরিখে গিয়ে খাবি?"

সন্তুর খিদেই পাচ্ছে না। সকালবেলা হোটেলে সে ব্রেকফাস্টও পুরো খায়নি। মুখখানা বিস্বাদ হয়ে আছে।

সে বলল, "পরে। এখন না!"

কাকাবাবু বললেন, "এই পথে গেলে একটা ভারী সুন্দর ডাকবাংলো পড়ে। সেটার নাম লেপচা জগৎ। যদি জায়গা পাওয়া যায়, রাত্তিরটা সেখানেই থাকব।"

সন্তু বলল, "ডাকবাংলোর নাম লেপচা জগৎ? বেশ অদ্ভুত তো!"

কাকাবাবু বললেন, "সাহেবদের আমলের পুরনো বাংলো। সাহেবরা খুঁজে খুঁজে চমৎকার জায়গা বার করে সেখানে বাংলো বানাত। এককালে এই পুরো দার্জিলিং জেলাটা লেপচাদেরই ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় ওইরকম নাম।"

মিরিক পর্যন্ত রাস্তা বেশ পরিষ্কার। পৌঁছতে কোনও অসুবিধে হল না। বেলা প্রায় আড়াইটে।

এখানে একটা টুরিস্ট লজ আছে। লাঞ্চ খাওয়ার জন্য কাকাবাবু সেখানে গাড়ি থামাতে বললেন। তারপর ড্রাইভারকেও ডেকে নিয়ে এলেন খাবার টেবিলে।

সন্তুর কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। অথচ কিছু না খেলে কাকাবাবু সন্দেহ করবেন। জোর করেই সে ডাল-ভাত-মুরগির মাংস খেয়ে নিল, তারপর বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে সব বমি করে ফেলল।

সন্তুর ইচ্ছে করছে নিজের গালে চড় মারতে। এরকম বাজে অসুখ তার আগে কখনও হয়নি। কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে সে কোনওদিন তাঁকে অসুবিধেয় ফেলেনি। জ্বরটা কি কিছুতেই কমবে না?

এর পরেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। দারুণ বৃষ্টি।

ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, "সার, এর মধ্যে আর এগোবেন? আকাশের যা অবস্থা দেখছি, এ-বৃষ্টি সহজে থামবে না মনে হচ্ছে। টুরিস্ট লজে ঘর খালি আছে। আজ রাতটা এখানেই থেকে যান না?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এখানে থাকব না। আমরা এগোব।"

ড্রাইভার বলল, "এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে যাবার রিস্ক আছে।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনাকে বেশি টাকা দেব!"

ড্রাইভারটি তবু আপত্তির সুরে বলল, "কিন্তু সুখিয়াপোখরির পর আর কিছুতেই যাওয়া যাবে না। আমি এখানে খবর নিয়েছি, তারপরে দার্জিলিং-এর রাস্তা খুব খারাপ হয়ে আছে, এই বৃষ্টিতে আবার ধস নামবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সুখিয়াপোখরি গিয়েই আপনাকে ছেড়ে দেব!"

দার্জিলিং ফিরে যাবার জন্য কাকাবাবু এরকম অদ্ভুত জেদ ধরেছেন

কেন, তা সন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করেও কোনও লাভ নেই।

বৃষ্টি যদি কমে, সেইজন্য মিরিকে অপেক্ষা করা হল প্রায় এক ঘণ্টা। একবার একটু কমল বটে, কিন্তু গাড়িটা স্টার্ট করার খানিক বাদেই যেন আবার আকাশ ভেঙে পড়ল, এবার বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রের গর্জন।

এই অবস্থায় জোরে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। সুখিয়াপোখরি পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। এখানে অবশ্য তেমন বৃষ্টি নেই। পাহাড়ের এই এক মজা, কোথাও দারুণ বৃষ্টি, কোথাও একেবারে শুকনো খটখটে। সুখিয়াপোখরি অবশ্য শুকনো নয়, খুব মিহি ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে, এরকম বৃষ্টিতে গা ভেজে না।

ড্রাইভারকে টাকা মিটিয়ে দিলেন কাকাবাবু।

ড্রাইভারটি বলল, "কাল সকালবেলা দার্জিলিং-এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কাল ক'টায় বেরুবেন, সার?"

কাকাবাবু বললেন, "কালকে আর আপনাকে দরকার নেই।"

ড্রাইভারটি অবাক হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তাকে আর সে সুযোগ না দিয়ে বললেন, "আয় সন্তু!"

সুখিয়াপোখরি জায়গাটা ঠিক গ্রামও নয়, শহরও নয়। এমনি কিছু বাড়িঘর, কয়েকটি দোকানপাট রয়েছে। কিছু অল্পবয়েসী ছেলে ক্যারম খেলছে একটা চায়ের দোকানের সামনে। ক্যারম-বোর্ডটা একটা উঁচু টেবিলের ওপর রাখা, এরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্যারম খেলে।

সেই চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন কাকাবাবু। সন্তুর দু'হাতে দুটো ব্যাগ। রাস্তাটা উঁচুর দিকে উঠে গেছে। ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে কাকাবাবুর কষ্ট হয়, তবু তিনি গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

একটা টিলার ওপরের দিকে একটা বেশ সুন্দর কাঠের বাড়ি। সামনের লম্বা বারান্দায় অনেকগুলো ঝুলন্ত ফুলের টব।

সিঁড়ি দিয়ে সেই বারান্দায় উঠে গিয়ে কাকাবাবু একটা দরজায় ঠক-ঠক করলেন।

কয়েকবার ঠক-ঠক করার পরও কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে কাকাবাবু

চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ক্যাপ্টেন নরবু? ক্যাপটেন নরবু?"

এবার ভেতর থেকে কেউ একজন রুক্ষ গলায় বলল, "কৌন হ্যায়?"

তারপর দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, তাই কোনও লোককে দেখা গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "হ্যালো, ওলড বয়?"

লোকটি বলল, "হু ইজ ইট! গেট আউট! আই ডোনট সি এনি ওয়ান অ্যাট দিস আওয়ার!"

কাকাবাবু বললেন, "ক্যাপটেন নরবু, তুমি আমায় চিনতে পারছ না?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল লোকটি। তারপর হঠাৎ বিকট উল্লাসের আওয়াজ করে বলে উঠল, "রাজা রায়চৌধুরী? রাজা রায়চৌধুরী? সত্যিই রাজা রায়চৌধুরী, না আমি চোখে ভুল দেখছি!"

লোকটি দু'হাতে এমন জোরে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে যে, তাঁর হাত থেকে ক্রাচ খসে পড়ল।

বারান্দার আলো জ্বালার পর দেখা গেল শক্ত-সমর্থ জোয়ান সেই পুরুষটিকে। তবে, তাঁর বয়েস কাকাবাবুর চেয়েও একটু যেন বেশি, সারা মুখে আঁকিবুকি দাগ। গায়ে একটা পুরনো ওভারকোট। তিনি কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের চোটে একেবারে নাচতে শুরু করলেন আর বারবার বলতে লাগলেন, "এত দিন পর তুমি এলে? সত্যি আমার বাড়িতে এলে? রাস্তা চিনতে পারলে? ঠিক এগারো বছর পর দেখা, তাই না?"

এক সময় কাকাবাবু কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "আগে চা খাওয়াও! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এই আমার ভাইপো, সন্তু। ওকে তুমি আগে দেখোনি!"

ক্যাপটেন নরবু এবার সন্তুকেও জড়িয়ে ধরে উঁচুতে তুলে নিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "আরে, এর গা এত গরম। এর তো খুব জ্বর।"

কাকাবাবু অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "জ্বর?"

"না, না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু না", বলে সন্তু একটু পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও ক্যাপটেন নরবু তাকে ধরে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। কাকাবাবু তার কপালে হাত দিয়ে বললেন, "তাই তো, বেশ টেম্পারেচার দেখছি। চোখ দুটোও বেশ লাল। কখন জ্বর এলো? আগে

বলিসনি কেন ?”

সন্তু বলল, “এই একটু আগে। আমি নিজেও তো বুঝিনি।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “আমার কাছে ওষুধ আছে। ঠিক হয়ে যাবে। আগে বসুন, চা খান।”

ভেতর দিকে উঁকি দিয়ে একজন কাউকে চা বানাতে বলে ক্যাপটেন নরবু এসে বসলেন সন্তুর পাশে। বারান্দায় বেশ কয়েকটা বেতের চেয়ার ছড়ানো রয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, “বুঝলি সন্তু, এই ক্যাপটেন নরবু এক সময় আর্মিতে ছিলেন। আমরা সিমলাতে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। দু'জনে একসঙ্গে শিকার করতে গেছি অনেকবার।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “রাজা রায়চৌধুরী দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। গ্রেট ম্যান। এরকম বন্ধু হয় না। আমার বাড়িতে আসার জন্য কতবার নেমন্তন্ন করেছি, এত দিনের মধ্যে একবারও আসেননি।”

কাকাবাবু বললেন, “কোনও খবর না দিয়ে এসে পড়েছি এবার। তোমাকে বাড়িতে পাব কি না তাও তো জানতাম না! আজকের রাতটা লেপচা জগৎ বাংলোতে থাকব ঠিক করেছিলাম। তোমার জিপে সেখানে পৌঁছে দেবে ?”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “মাথা খারাপ! এদিকে এসে তোমরা ডাক বাংলোতে থাকবে ? আমার এত বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে। আমি এখানে একলা থাকি। আচ্ছা রায়চৌধুরী, আমার বাড়িটা কী করে চিনলে বলো তো ?”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি যেরকম ডেসক্রিপশান দিয়েছিলে, সেটা মনে ছিল। সুখিয়াপোখরিতে টিলার ওপরে কাঠের বাড়ি। একটা চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তা। এখানে তো মোটে একটাই চায়ের দোকান।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “আগে একটা খবর দিতে পারতে না ? সত্যিই যদি আমি বাড়িতে না থাকতাম ? আজই আমার শিলিগুড়ি যাবার কথা ছিল। বৃষ্টির জন্য বেরোইনি!”

কাকাবাবু বললেন, “চান্স নিলাম। তোমাকে না পাওয়া গেলেও রাত কাটাবার মতন একটা জায়গা ঠিক পাওয়া যেতই, কী বলো! কিন্তু সন্তুর

যে জ্বর এসে গেল, তার কী হবে ? তোমাকে নিয়ে এদিকটায় আমার কিছু ঘোরাঘুরির প্ল্যান ছিল।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “ওর জ্বর আমি আজকের মধ্যেই সারিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে ভাল ওষুধ আছে। সেই ওষুধেও যদি না সারে, তা হলে এখানে এক তিব্বতি লামার কাছে নিয়ে যাব, তিনি সব অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন।”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “ধন্বন্তরি লামা! হ্যাঁ, এঁর কথা শুনেছি। একবার দেখা করার ইচ্ছে আছে। আগে সন্তুকে তোমার ওষুধটাই দাও!”

ক্যাপটেন নরবু দু'হাতে সন্তুর মাথাটা চেপে ধরলেন। সেইভাবে একটুক্ষণ থাকার পর বললেন, “হ্যাঁ, বেশ জোর ঠাণ্ডা লেগেছে। জ্বরটা সহজে যাবে না। একদম বেড রেস্ট নিতে হবে। দু'দিন বিছানা থেকে ওঠা চলবে না, বুঝলে ?”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে তুমি একটা ঘর দেখিয়ে দাও। সন্তু এখনই গিয়ে শুয়ে পড়ুক বরং।”

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি করে বলল, “না, না। আমি এখন শোবো না। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “আগে খাবার-দাবার খাবে, তারপর তো ঘুমাবে। তোমরা খুব ভাল দিনে এসেছ। আজ ময়ূর শিকার করেছি, ময়ূরের মাংস আমি নিজে রান্না করেছি।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি এখনও শিকার করো, নরবু ? আমি শিকার একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। নিরীহ পশু-পাখি মারতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ময়ূর তো আমাদের ন্যাশনাল বার্ড। ময়ূর মারা নিষেধ!”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “তোমরা যে-রকম পেখম-মেলা বড়-বড় ময়ূর দেখো, এগুলো সেরকম নয়। এ একরকম পাহাড়ি ময়ূর, বহুত পাজি! ফসল নষ্ট করে। আমি কমলা লেবুর ফার্ম করেছি, সেখানেও এসে উৎপাত করে খুব। ঝাঁক-ঝাঁক আসে। বন্দুক দিয়ে একটা-দুটো মারলে তবে অন্যগুলো পালায়।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি কমলালেবুর ফার্ম করেছ ? কাল সকালে

দেখতে যাব।"

এইসময় এক বৃদ্ধা একটা ট্রেতে করে চায়ের পট আর তিনটে কাপ এনে রেখে গেল একটা টেবিলে।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "দাঁড়াও, মাস্টার সন্তু, তুমি চা খেও না। আমি তোমার জন্য খুব স্ট্রং দাওয়াই নিয়ে আসছি।"

কাকাবাবু নিজের চা তৈরি করে নিলেন। ক্যাপটেন নরবু ভেতরে চলে গিয়ে একটু বাদেই একটা বড় কাচের মগ ভর্তি কী যেন নিয়ে এসে সন্তুকে বললেন, "আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে খাও। দ্যাখো খারাপ লাগবে না।"

কাচের মগের মধ্যে অনেকটা খয়েরি রঙের গরম পানীয়। বেশ ঘন। প্রথমে একটা চুমুক দিয়ে সন্তুর মনে হল, খেতে সত্যি খারাপ নয়। এলাচ, দারুচিনি আরও কী সব যেন আছে। কমলালেবুর গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

খানিকটা খেতেই সন্তুর কান গরম হয়ে গেল, চোখ ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। জিনিসটা ঠিক ঝাল নয়, তবে বেশ ঝাঁঝ আছে। সন্তুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা, তোমরা এসেছ, সেজন্য আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আমার আর একটা কৌতূহলও হচ্ছে। শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই কি এই ঝড়-বাদলের দিনে তুমি সুখিয়াপোখরি এসেছ? না, এখানে তোমার অন্য কোনও কাজও আছে?"

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মৃদু হেসে কাকাবাবু বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল তো বটেই। তা ছাড়া, আমার এখানে ঠিক কোনও কাজ নেই, তবে একটা কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছে আছে। সে ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো?"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাঃ, বৃষ্টি থেমে যাবার পর বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাতাসে কী যেন একটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাক। তারপর বাগানে বসে গল্প করতে করতে তোমায় সব বলব!"

॥ ৪ ॥

সন্তু চোখ মেলে দেখল, তার মাথার দু'পাশে মুখ ঝুঁকিয়ে রয়েছেন কাকাবাবু আর ক্যাপটেন নরবু। দু'জনের মুখেই দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ। জানলা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

প্রথমে সন্তুর ঠিক মনে পড়ল না, সে কোথায় শুয়ে আছে!

সে ভাবার চেষ্টা করল। কী হয়েছিল কাল সন্ধেবেলা? কাকাবাবু দার্জিলিং ফিরে যাবার নাম করে সুখিয়াপোখরিতে নেমে গেলেন। এখানে তাঁর বন্ধু ক্যাপটেন নরবুর বাড়ি। এখানেই তিনি আসতে চেয়েছিলেন? তা হলে দার্জিলিং থেকেই তো সহজে আসা যেত। শিলিগুড়ি-বাগডোগরা ঘুরে আসার কী দরকার ছিল?

তার জ্বর হয়েছিল, ক্যাপটেন নরবু কী যেন ওষুধ খেতে দিলেন। তাতে জ্বর কমে গেল। রাত্তিরে ময়ূরের মাংসও কয়েক টুকরো খেয়েছিল গরম-গরম চাপাটির সঙ্গে। তারপর? খেতে-খেতেই তার ঘুম পেয়ে গিয়েছিল খুব। টেবিলের ওপর ঢুলে ঢুলে পড়ছিল। তারপর আর তার মনে নেই।

কাকাবাবু বললেন, "একশো পাঁচ জ্বর মনে হচ্ছে। গা এত গরম! তোমার বাড়িতে থার্মোমিটারও নেই!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ছিল, ভেঙে গেছে। হ্যাঁ জ্বরটা খুব বেশিই।"

কাকাবাবু বললেন, "কী ওষুধ তুমি দিলে? কোনও কাজই হল না!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ওষুধ খেয়ে কাল জ্বর অনেক কমে গিয়েছিল। আবার হল। কোনও ভাইরাস ইনফেকশান মনে হচ্ছে!"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই তাই। তুমি শিগগির জিপের ব্যবস্থা কর। ওকে এক্ষুনি শিলিগুড়ি নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের এখানে তো আর কোনও ডাক্তার নেই বললে।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "একজন অ্যালোপাথ ডাক্তার ছিল, সে ছুটিতে গেছে। কিন্তু এই অবস্থায় কি ছেলেটাকে গাড়িতে এতটা রাস্তা নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে, রায়চৌধুরী? তাতে ওর আরও স্ট্রেইন হবে!"

সন্তু উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না। তার মাথাটা যেন একশো কিলো ভারী।

কাকাবাবু ধমকের সুরে ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "নিয়ে যেতেই হবে। না হলে ওকে আমি এখানে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখব নাকি?"

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মাস্টার সন্তু, তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

সন্তু আজ আর মিথ্যে কথা বলতে পারল না। জ্বরের ঘোরে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। কোনওরকমে সে বলল, "মাথায় খুব ব্যথা। সারা গায়েও ব্যথা!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কালকের বৃষ্টিতে রাস্তা আরও খারাপ হয়ে গেছে। যাওয়া মুশকিল হবে। আমাদের এখানে বর্ষাকালে এমন হয়। মাঝে-মাঝে দু-তিন দিন কোথাও যাওয়া যায় না।"

কাকাবাবু দৃঢ় গলায় বললেন, "তোমার জিপটা বার করো। যেমন করেই হোক যাবার চেষ্টা করতেই হবে!"

সন্তুর কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, তার কান্না পাচ্ছে। তার শরীরটা এমনই দুর্বল যে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তার জন্য কাকাবাবুকে শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কাকাবাবুর নিশ্চয়ই অন্য কিছু প্ল্যান ছিল। একটা হতচ্ছাড়া অসুখের জন্য সব ভেস্তে গেল।

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে পাঁজাকোলা করে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়। একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে তিনি জিপটা আনতে গেলেন।

কাকাবাবু বারবার সন্তুর কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখছেন। কাকাবাবুকে এতটা বিচলিত হতে সন্তু কখনও দেখেনি। কিন্তু সন্তু কী যে বলবে, কোনও কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। অসুখটা তাকে একেবারে কাবু করে দিয়েছে।

ক্যাপটেন নরবু জিপটাকে নিয়ে এলেন বারান্দার কাছে। জিপের পেছন দিকে তোশক-চাদর পেতে বেশ পুরু একটা বিছানা বানালেন। তারপর সন্তুকে শুইয়ে দিলেন সেখানে।

জিপের স্টিয়ারিং-এ বসলেন ক্যাপটেন নরবু, কাকাবাবু তাঁর পাশে।

বাড়ির সামনের রাস্তাটা এত সরু যে, মনে হয় ওখান দিয়ে গাড়ি চলতে পারে না। কিন্তু জিপটা ঠিকই বেরিয়ে গেল। শুধু একবার একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে খুব জোর লাফিয়ে উঠল। তখন সন্তুও বিছানা থেকে ছিটকে খানিকটা ওপর দিকে উঠে গিয়েছিল। তাতে তার মাথার মধ্যে ঠিক যেন ভূমিকম্প হতে লাগল। যেন মনে হতে লাগল, আকাশ আর পৃথিবী উলটো দিকে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। জিপ গাড়িটা ওলট-পালট খাচ্ছে শূন্যে।

সন্তুর এই অবস্থার মধ্যে একবার মনে হল, সে কি মরে যাচ্ছে? আগে তো কখনও তার মাথার এই অবস্থা হয়নি। নাঃ, সে কিছুতেই মরতে চায় না। কলকাতায় ফিরে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার আগে এমনি-এমনি মরে যাওয়া খুব বাজে ব্যাপার!

প্রচণ্ড জ্বর ও মাথাব্যথার জন্য সন্তুর চোখ বুজে এলেও তার জ্ঞান আছে ঠিকই, সে সবরকম শব্দ, কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে।

জিপটা টিলার নীচে নেমে এসে চায়ের দোকানের পাশে বেঁকল। সেই দোকানের সামনে আজও কয়েকটা ছেলে ক্যারম খেলছে। ক্যাপটেন নরবু ওদের সঙ্গে নেপালি ভাষায় দু-একটা কী যেন কথা বললেন।

তারপর আবার জিপটা স্টার্ট দেবার পর তিনি কাকাবাবুকে বললেন, "রায়চৌধুরী, একটা কথা বলব? প্রথমেই না বলো না, আগে শোনো! আমি খবর নিয়ে জানলাম, সুখিয়াপোখরি থেকে একটু নীচে, মিরিকে পৌঁছবার আগেই সিমানা বলে একটা জায়গায় রাস্তা ভেঙে গেছে। অন্য গাড়ি তো যেতে পারছেই না, জিপও যাবে কি না সন্দেহ আছে।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আগে সেই পর্যন্ত চলো, তারপর দেখা যাবে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি অন্য একটা কথা সাজেস্ট করছি। এখানে আমার চেনা একজন তিব্বতি লামা আছেন, তাঁর খুব নামডাক। সব অসুখ তিনি ইচ্ছে করলে সারিয়ে দিতে পারেন। পুরনো আমলের অনেক গোপন মন্ত্র তিনি জানেন, তা দিয়ে সব রোগ তিনি দূর করে দেন। তাঁর কাছে একবার মাস্টার সন্তুকে নিয়ে যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখো নরবু, মন্তর-তন্তরে আমার কোনও বিশ্বাস

নেই। তবু অন্য সময় হলে আমি লোকটিকে গিয়ে দেখতাম। কিন্তু এখন আমার ভাইপো খুব গুরুতর রকমের অসুস্থ। এখন ওসব ছেলেখেলার প্রশ্রয় দিতে আমি একদম রাজি নই। সন্তুর জীবনের দাম আমার চেয়েও বেশি। তুমি শিগগির শিলিগুড়ি চলো তো! ওকে ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে, দরকার হলে নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিতে হবে।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "রায় চৌধুরী, সেই তিব্বতি লামা সহজে কারুকে দেখেন না। আমি বললে তিনি রাজি হতে পারেন। তিনি বেশি দূরে থাকেন না। বড় জোর ডিটুর করার জন্য এক ঘণ্টা বেশি সময় লাগবে শিলিগুড়ি পৌঁছতে। একবার ঘুরে যেতে দোষ কী? তুমি রাজি থাকলে বলো, গাড়ি ঘোরাই।"

কাকাবাবু জেদির মতন বললেন, "না, আমি রাজি নই!"

ক্যাপটেন নরবু এবার বেশ শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, "তুমি ঠিক আগের মতনই জেদি আছ! বাংলায় কী যেন বলে, গোঁয়ারগোবিন্দ, তাই না? তুমি রাজি না থাকলেও আমি মানেভঞ্জনের দিকটা ঘুরেই যাব। লামাজিকে দেখিয়েও যদি সন্তুর কোনও উপকার না হয়, তা হলে চটপট নেমে যাব শিলিগুড়ির দিকে। ওই দিকে একটা শর্টকাট আছে, হয়তো সে রাস্তাটা ভাল থাকতেও পারে। রায়চৌধুরী তোমার ভাইপোর অসুখ, সেজন্য কি আমার চিন্তা কিছু কম?

কাকাবাবু আর কোনও কথা না বলে গুম হয়ে গেলেন।

রাস্তাটা ক্রমশই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, এক সময় মূল রাস্তা ছেড়ে একটা সরু পথে ঢুকে পড়ল। দু'পাশে গভীর জঙ্গল। এদিকে আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার পাশে বাড়ি-ঘরও নেই।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কাকাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে, নরবু, তুমি বলছ। এখানে তিব্বতি লামাদের মধ্যে তিনশো বছরের বুড়ো লোক বেঁচে আছে?"

নরবু বললেন, "হ্যাঁ আছে। দু'জন।"

কাকাবাবু আবার বললেন, "তিনশো বছর বয়েস? তা কখনও হতে পারে? তুমি তো নিজের চোখে তাদের দেখোনি?"

"না, তা দেখিনি। সেই মনাস্টারিটা খুব রিমোট জায়গায়। তার

ভেতরে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। খুব কড়াকড়ি। তবে আমি খুব বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছ থেকে শুনেছি, সেখানে ওরকম দু'জন মানুষ আছে। তাঁরা এখনো হাঁটতে পারেন, কথা বলতে পারেন।"

"কিন্তু কী করে বোঝা যাবে, তাদের বয়েস তিনশো বছর?"

"যারা দেখেছে, তারা শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন? জানো রায়চৌধুরী, এই সব পাহাড়ি মানুষেরা মিথ্যে কথা বলেই না।"

"মিথ্যে কথা বলবে না, কিন্তু তাদের তো ভুল হতে পারে? পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বুড়ো লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বয়েস একশো বেয়াল্লিশ বছর। তাও সেই বয়েসটা সঠিক কি না, ঠিক প্রমাণ করা যায়নি। কোনওরকম ডাক্তারি পরীক্ষা তো হয়নি। অনেক সময় হয় কী জানো, যারা বলে তাদের বয়েস একশো বছরের বেশি, তারা অনেক সময় বছর গুনতে ভুলে যায়।"

"তুমি কী বলছ, রায়চৌধুরী? পাঞ্জাবে আমি একজন বুড়ো লোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, সে নিজের চোখে সিপাহি যুদ্ধের কিছু কিছু ঘটনা দেখেছে। নানা সাহেবকে দেখেছে! সে-ও তো প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগেকার ব্যাপার। তা হলে ওর বয়েস কত বুঝে দেখো!"

"ওসব একদম বাজে কথা! পুরনো আমলের গল্প শুনতে-শুনতে অনেক সময় মনে হয়, সেটা আমরা নিজের চোখে দেখেছি। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা ছেলেবেলার অনেক গল্প বলেন, তখনও এরকম হয়। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একবার একটা চিতা বাঘ ধরা পড়েছিল। তখন বাংলাদেশের গ্রামে প্রায়ই বাঘ আসত। একটা চিতা বাঘ এসে ঢুকে পড়েছিল আমাদের গোয়াল ঘরে। আমার ঠাকুর্দা বন্দুকের গুলিতে তার একটা পা খোঁড়া করে দেন। আমার এক কাকা ছিলেন দারুণ সাহসী, তিনি বস্তা চাপা দিয়ে সেই চিতা বাঘটাকে বেঁধে ফেলেন। পরে সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক জমিদারের চিড়িয়াখানায়। এটা সত্যি ঘটনা, আমি ছোটকাকার পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিলাম। ছোটকাকা যখন বাঘটাকে বস্তা চাপা দিয়ে বাঁধছেন, তখন আমি তাঁকে দড়ি এগিয়ে দিয়েছি। বাঁধা পড়ে গিয়ে বাঘটা গাঁক গাঁক করে হুঙ্কার ছাড়ছে, সেই আওয়াজ আজও স্পষ্ট শুনতে পাই। কিন্তু পরে হিসেব করে দেখেছি, ওই

ঘটনাটা ঘটেছিল আমার জন্মের দু'বছর আগে! কল্পনায় আমি নিজেকে তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। ওই সিপাহি যুদ্ধ দেখার ব্যাপারটাও সেরকম!"

"কিন্তু এই তিনশো বছরের বৃদ্ধ লামাদের বংশধররা এখানেই আছে। তারা সাক্ষী দেবে।"

"তিনশো বছরের কোনও লোকের বংশধর, তার মানে হল বারো জেনারেশন! এই বারো জেনারেশন আগেকার পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে কিছু মনে রাখাও অসম্ভব ব্যাপার। তুমি তোমার ঠাকুর্দার যিনি ঠাকুর্দা ছিলেন, তাঁর নাম বলতে পারো? বলো, পারবে?"

"আমি পারবো না। কিন্তু তিব্বতি লামারা তাদের বংশ পরিচয়ের খুব ভাল রেকর্ড রাখে। দশ-বারো জেনারেশানের নাম মুখস্থ বলে দিতে পারে।"

"নাম মুখস্থ রাখলেও বারো জেনারেশান আগেকার ঠাকুর্দার চেহারা মনে রাখা কিংবা তাকে আইডেন্টিফাই করা একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার!"

"তুমি দেখছি, কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এখানে তিনশো বছর বয়েসী মানুষ আছে। সেই ছেলেবেলা থেকে একথা শুনে আসছি।"

"আরে, সত্যি-সত্যি একজন তিনশো বছর বয়েসী মানুষ খুঁজে বার করতে পারলে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে! বিরাট খবর হবে। বিজ্ঞানের জগতে একটা আলোড়ন পড়ে যাবে। সে-রকম তোমাদের সুখিয়াপোখরিতে লুকিয়ে থাকবে কেন?"

"এঁরা পাবলিসিটি চান না। বাইরের লোকের কাছে দেখা দিতেও চান না। এঁদের কিছু একটা সাঙ্ঘাতিক ওষুধ আছে। সেই ওষুধ খেয়ে এঁরা অনেক দীর্ঘজীবন পেতে পারেন।"

"সন্তুর হঠাৎ এরকম অসুখ না হয়ে পড়লে আমি একবার যাচাই করে আসতাম নিশ্চয়ই। সেই বুড়োদের ছবি তুলে আনতাম। এবার ফিরে যেতে হচ্ছে। আবার শিগগিরই আসব।"

গোটা দু-এক পাহাড় পেরোবার পর জিপটা এল আর একটা পাহাড়ের পাদদেশে। এখানে একটা ছোটখাটো গ্রাম রয়েছে। কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়ে

জিপ গাড়ির শব্দ শুনে ছুটে বেরিয়ে এল। এরা গাড়ি খুব কম দেখে। এই গ্রামটা একটা তিব্বতি উদ্বাস্তুদের কলোনি।

গ্রামের শেষের দিকে একটি মাঝারি মতন বৌদ্ধ গুম্ফা।

সেই গুম্ফা থেকে একটু দূরে জিপটা থামল। সামনের উঠোনে বড় বড় চাটাই পাতা, তার ওপর কী যেন একটা ফল শুকোচ্ছে। একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোরু একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে, কিন্তু সে একবারও চাটাইয়ে পা ফেলছে না, কিংবা ফলগুলোতে মুখ দিচ্ছে না।

জিপটা থামতেই কাকাবাবু পেছন দিকে ঝুঁকে সন্তুর কপালে হাত দিয়ে দেখলেন।

সন্তুর জ্বর সেই একই রকম। তার নিশ্বাসে আগুনের হল্‌কা। সে চোখ বুজে আছে।

কাকাবাবুর চোখ ছলছল করে এল। তিনি বললেন, "এখানে দশ মিনিটের বেশি কিছুতেই সময় নষ্ট করা যাবে না। তারপরেই শিলিগুড়ির দিকে ছুটতে হবে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি আগে গিয়ে লামাজির সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসি। ওঁর মুডের ব্যাপার আছে। সব সময় রাজি হন না।"

ক্যাপটেন নরবু চলে যেতেই কাকাবাবু ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, সন্তু তোর খুব কষ্ট হচ্ছে?"

সন্তু শুধু উঁ উঁ করল দু'বার। সে কোনও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "জল খাবি? তেষ্টা পেয়েছে?"

সন্তু বলল, "হুঁ।"

আসবার সময় ক্যাপটেন নরবু একটা ওয়াটার বট্‌ল ভর্তি করে এনেছিলেন। কাকাবাবু সেটা খুলে সন্তুকে জল খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সন্তু ঢোঁক গিলতেও পারল না, সব জল গড়িয়ে পড়ে গেল তার মুখের দু'পাশ দিয়ে।

ক্যাপটেন নরবু ছুটতে-ছুটতে ফিরে জিপের পেছনটা খুলতে লাগলেন। কাকাবাবুকে বললেন, "উনি সহজে রাজি হতে চান না। আজকে ওঁর তন্ত্র সাধনার দিন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। আমার সঙ্গে অনেক দিনের চেনা। আমি এখানে কমলালেবু সাপ্লাই করি। এখানকার

মহালামাকে আমি দু'বার আমার জিপে শিলিগুড়ি পৌঁছে দিয়েছি। তাও বললেন, আজ রুগি দেখবেন না। তখন আমি বললাম, দেখুন লামাজি, এই বাঙালিবাবু দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমি ওঁদের নিয়ে এসেছি। এখন আপনি যদি ওদের ফিরিয়ে দেন, তা হলে আমার খুব অপমান হবে। আমি আর আপনাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না, তখন উনি বললেন, ঠিক আছে, রুগিকে নিয়ে এসো।"

কাকাবাবু বললেন, "নরবু, তোমার এই লামা যদি সন্তুর কোনও উপকার করতে না পারেন, তা হলে কিন্তু আমি তোমার ওপর খুব চটে যাবো। তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করাচ্ছ! আমি এসব তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস করি না।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "একবার একটু বিশ্বাস করে দ্যাখোই না!"

তারপর তিনি সন্তুকে দু'হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত এগোলেন গুম্ফার দিকে।

বড় দরজাটা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে একটুখানি গিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন ক্যাপটেন নরবু। তাঁর পেছনে কাকাবাবুর ক্রাচের খটখট শব্দ হল। এ ছাড়া চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ।

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে নিয়ে এলেন মাটির তলার একটি ঘরে। ঘরটি বেশ বড়। সমস্ত দেওয়াল ভর্তি হাতে-লেখা বই। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পেতলের মূর্তি দেওয়ালে গাঁথা। বাইরের কোনও আলো এ-ঘরে ঢোকে না। কিন্তু এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে। একটা বেশ বেশি পাওয়ারের বাল্‌ব সিলিং থেকে ঝুলছে।

একদিকের দেওয়ালের কাছে একটা জলচৌকির ওপর একটা বাঘ-ছাল পাতা। বাঘের মুণ্ডটাও রয়েছে সামনের দিকে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সেই বাঘ-ছালের ওপর জোড়াসন করে বসে আছেন একজন পুরুষ। বসে থাকা অবস্থাতেই বোঝা যায়, তিনি খুব লম্বা-চওড়া মানুষ। দাড়ি-গোঁফ নেই, পরিষ্কার মুখ, গায়ে একটা নানা রঙের আলখাল্লা।

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে ওই পুরুষটির ঠিক সামনে, মেঝের ওপরেই শুইয়ে দিলেন। তারপর একটু সরে গিয়ে হাত জোড় করে বসলেন। কাকাবাবুও তাঁর দেখাদেখি বসলেন একপাশে, কিন্তু হাত জোড় করলেন না।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "নমস্তে লামাজি! এই ছেলেটির একটা ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে। ও খুব কষ্ট পাচ্ছে।"

লামাজি প্রথমে কাকাবাবুর দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কাকাবাবুও তাঁর চোখে চোখ রেখে রইলেন। মুখ দেখে ওঁর বয়েস বোঝা যায় না। তবে ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। মুখখানা কঠোর নয়। দেখলে ভাল লাগে, চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল।

তিনি ডান হাত দিয়ে সন্তুর মুখে, বুকে আলতো করে বোলাতে লাগলেন কয়েকবার। একটা আঙুল দিয়ে সন্তুর চোখের ওপর কী যেন লিখতে লাগলেন।

সন্তু তবু চোখ খুলল না।

এবার উনি ক্যাপটেন নরবুর দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন নিজের ভাষায়, কাকাবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

ক্যাপটেন নরবু ফিসফিস করে জানালেন, "উনি আশা দিয়েছেন। ভয় নেই। তবে, উনি আমাদের একেবারে চুপ করে থাকতে বললেন।"

কাকাবাবু তবু বললেন, "কতক্ষণ লাগবে?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "চুপ!"

লামাজি এবার বেশ জোরে কী যেন মন্ত্র পড়তে লাগলেন নিজের ভাষায়। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করতে লাগল ঘরের মধ্যে।

মিনিট-পাঁচেক এরকম চলার পর তিনি হঠাৎ ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারলেন সন্তুর গালে। বেশ জোরে।

কাকাবাবু আঁতকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন ক্যাপটেন নরবু।

ওই চড় খেয়েই চোখ মেলল সন্তু।

লামাজি দু' আঙুল দিয়ে সন্তুর চোখ আরও বেশি খুলে দিয়ে আবার মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

সন্তু এবার ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল। চোখের পলকই ফেলছে না।

লামাজি জোর করে এবার সন্তুর ঠোঁটও ফাঁক করে দিলেন। সন্তু হাঁ করে থাকল। লামাজি পাশ থেকে কমণ্ডলুর মতন একটা জিনিস তুলে নিয়ে উঁচু করে জল ঢেলে দিলেন সন্তুর মুখে।

কাকাবাবু দেখলেন, একটু আগে তিনি চেষ্টা করেও সন্তুকে জল খাওয়াতে পারেননি। এখন সন্তু দিব্যি ঢোঁক গিলে গিলে জল খাচ্ছে।

জলচৌকির তলা থেকে কিছু একটা ওষুধ বের করে লামাজি দিয়ে দিলেন সন্তুর মুখে, আরও অনেকখানি জল খাওয়ালেন। তারপর সন্তুর চোখে চোখ রেখে মন্ত্র পড়তে লাগলেন জোরে-জোরে।

এবারের মন্ত্রটা আরও অদ্ভুত। এমনিতে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু মধ্যে-মধ্যে দুটি ইংরিজি কথা আছে। নো পেইন, নো ফিভার! নো পেইন, নো ফিভার।

ক্রমে সেই মন্ত্রটা গানের মতন হয়ে গেল, প্রচণ্ড চিৎকার করে ওই কথাগুলোই সুর দিয়ে গান করছেন লামাজি, তাঁর ডান হাতখানা ফণাতোলা সাপের মতন সামনে দোলাচ্ছেন।

প্রায় দশ মিনিট সেই গান চলল। কাকাবাবুর মনে হল যেন ঘন্টার পর ঘন্টা ওই এক একঘেয়ে জিনিস চলছে। কিন্তু তিনি প্রতিবাদও করতে পারছেন না। তাঁর মাথাটাও যেন ঝিমঝিম করছে। তিনি খালি শুনছেন, "নো পেইন, নো ফিভার!"

একসময় ঘরের আলোটা নিভে গেল। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। আলোটা নিভে যেতেই মন্ত্র পড়াও থেমে গেল। এতক্ষণ চ্যাঁচামেচির পর হঠাৎ একেবারে দারুণ নিস্তব্ধতা।

একটু পরে সন্তু ডেকে উঠল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "কী রে? কী রে, সন্তু?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমার জ্বর সেরে গেছে! মাথায় ব্যথা নেই।"

আবার আলো জ্বলে উঠল।

লামাজি যেন ক্লান্ত হয়ে এখন দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছেন। ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছেন সন্তুও উঠে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ক্যাপটেন নরবু জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক হ্যায়? সব ঠিক হ্যায়?"

সন্তু বলল, "আমার অসুখ একদম সেরে গেছে।"

ক্যাপটেন নরবু ঝুঁকে এসে সন্তুর কপালে হাত দিয়ে খুশির চোটে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "মিরাক্‌ল! মিরাক্‌ল! কপাল একেবারে ঠাণ্ডা!"

সন্তু বলল, "নো পেইন, নো ফিভার!"

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুকে বললেন, "রায়চৌধুরী দ্যাখো, দ্যাখো, মাস্টার সন্তু পুরোপুরি সেরে গেছে? তুমি হাত দিয়ে দেখে নাও!"

সন্তু নিজেই এগিয়ে গেল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুও হাত তুলে সন্তুর কপালটা ছুঁলেন। সত্যিই সন্তুর কপাল ঘামে ভেজা, ঠাণ্ডা।

তিনি মৃদু গলায় সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাথায় কোনও যন্ত্রণা নেই?"

সন্তু ঝলমলে হাসিমুখে বলল, "নো পেইন! নো পেইন!"

উঠে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে করতে বলল, "বাঃ, দেওয়ালে কী সুন্দর সুন্দর মূর্তি? এগুলো দেখব?"

সন্তু ঘুরে-ঘুরে মূর্তি দেখতে লাগল। লামাজি তাঁর পাশের একটা ঝোলানো দড়িতে টান দিলেন। দূরে কোথাও ঢং ঢং করে ঘন্টার শব্দ হল।

ক্যাপটেন নরবু গর্বের সঙ্গে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখলে তো, আগে আমার কথায় বিশ্বাস করোনি।"

কাকাবাবু বললেন, "বীরেন্দ্র সিং নামে একজন লোকের এক হাতের আঙুল কাটা, সে-ও এই লামাজির কাছে চিকিৎসা করাতে আসে, তাই না।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তাকে চেনো নাকি? তারও মিরাকুলাস কিওর হয়েছে। তার এক হাতে মোটে একটা আঙুল, তবু সে সব জিনিস ধরতে পারে। রাজা, তোমার পা-টা লামাজিকে একবার দেখাবে নাকি?"

লামাজি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। আর কোনও কথা বলছেন না।

কাকাবাবু বললেন, "না, আমার কিছু দরকার নেই। নরবু, তুমি লামাজিকে বলো, উনি যে আমার ভাইপো-কে সারিয়ে তুললেন, আমাদের এই যে উপকার করলেন, এজন্য আমরা ওঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ!"

ক্যাপটেন নরবু নিজেদের ভাষায় এটা বলতেই লামাজি সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন ওঁর দিকে চেয়ে।

ক্যাপটেন নরবু অনুবাদ করে কাকাবাবুকে জানালেন, "লামাজি

বলছেন, মানুষের সেবা করাই তো ওঁর কাজ। ছেলেটি তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছে বলে উনি খুব খুশি হয়েছেন। চিকিৎসার দেরি করালে ওর অসুখটা খুব কঠিন হয়ে যেতে পারত। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। অসাধারণ। এইরকম ছেলের কষ্ট পাওয়া উচিত নয়।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুকে উনি সারিয়ে তুললেন, তার বিনিময়ে কি আমরা কিছু দিতে পারি? জানি, ওঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করা যায় না, তবু এই মঠের জন্য আমরা কিছু সাহায্য করতে পারি কি?"

ক্যাপটেন নরবু লামাজিকে এই কথাটা শুনিয়ে উত্তরটা জেনে নিয়ে বললেন, "উনি বলছেন, চিকিৎসার বিনিময়ে এখানে কিছুই নেওয়া হয় না। উনি চিকিৎসক নন, উনি একজন সাধক। তবে, কাকাবাবুকে লামাজি অনুরোধ করছেন, এই সব কথা তিনি যেন বাইরে গিয়ে প্রচার না করেন। দলে দলে লোক এখানে চিকিৎসার জন্য ছুটে এলে ওঁর সাধনার ব্যাঘাত হবে। এই মঠটাও হাসপাতাল হয়ে যাবে, তা উনি চান না।"

এই সময় একজন লোক এসে তিনটি খাবার-ভর্তি প্লেট এনে রেখে গেল ওঁদের সামনে। তাতে রয়েছে নানারকম ফল ও মিষ্টি।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

সে প্রায় ছুটে এসে কপাকপ খেতে লাগল।

কাকাবাবু একটা ফলের টুকরো তুলে মুখে দিলেন। একদৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লামাজির দিকে।

তারপর হঠাৎ লামাজিকে সরাসরি ইংরেজিতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মন্ত্রের মধ্যে দু-একটা ইংরিজি কথা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই ইংরেজি জানেন?"

লামাজি সামান্য হেসে বললেন, "এ লিট্‌ল! নট মাচ।"

কাকাবাবু আবার বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে জানতে পারি কি, আপনার বয়েস কত?"

লামাজি হাসি মুখেই বললেন, "সেভেনটি নাইন!"

কাকাবাবু একটা বিস্ময়ের শব্দ করে উঠলেন। তারপর বললেন, "এত? দেখে কিছুই বোঝা যায় না। আমার মনে হয়েছিল, বড় জোর ষাট-বাষট্টি।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "সত্যিই দেখে কিছু বোঝা যায় না। গত পঁচিশ বছর ধরে আমি লামাজির ঠিক একই রকম চেহারা দেখছি! এঁদের মঠের যিনি প্রধান, সেই মহালামার বয়েস বোধ হয় একশো ছাড়িয়ে গেছে!"

লামাজি বললেন, "মহালামার বয়েস একশো পাঁচ বছর।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "এত বয়েসেও তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান। কথা বলার সময় গলা একটুও কাঁপে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের এখানে আরও অনেকে দীর্ঘজীবী আছেন, তাই না?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমরা শুনেছি, মহালামার ওপরেও একজন আছেন। তাঁকে সবাই বলে প্রাচীন লামা। তাঁর বয়েস তিনশো বছর।"

লামাজি বললেন, "প্রাচীন লামার বয়েস এখন ঠিক তিনশো দু' বছর। তাঁর একজন পরিচারকও আছেন। তাঁর বয়েস দু' শো পঁচানব্বই বছর!"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি?"

ক্যাপটেন নরবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "এই, এই, রাজা, এঁদের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে নেই। লামাজিরা কখনও মিথ্যে কথা বলেন না!"

কাকাবাবু লজ্জিত ভাবে লামাজির দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাপ করবেন, আমি আপনার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিনি। খুব অবাক হয়েছি। এরকম তো কখনও শোনা যায় না। তিনশো বছর! তখনও জোব চার্নক কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা করেননি! আচ্ছা লামাজি, আপনারা বয়েসের হিসেব রাখেন কী করে? তিনশো বছরের রেকর্ড রাখাও তো সোজা কথা নয়!"

লামাজি বললেন, "পৃথিবীতে একমাত্র বৌদ্ধরাই হাজার-হাজার বছরের ইতিহাস রক্ষা করেছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মের পর থেকেই লিখিত ইতিহাসের শুরু তা জানেন না? আমাদের এইসব গুম্ফায় প্রত্যেক বছরের ঘটনা লিখে রাখা হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তবু একজন লোকের বয়েস যে তিনশো বছর, সেটা কী করে বোঝা যাবে? তিনি নিজে বছর গুনতে ভুল করতে

পারেন্। অন্য কারুর পক্ষেই সেটা জানা সম্ভব নয়।”

লামাজি বললেন, “আপনি বিশ্বাস করতে না চান, করবেন না। আমরা তো এ-কথা বাইরে প্রচার করতে চাই না! প্রাচীন লামার কথা বিশেষ কেউ জানেও না!”

কাকাবাবু অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, “না, না, আমি বিশ্বাস করতেই চাই। আমার শুধু কৌতূহল যে, বয়েসের হিসেব কী করে রাখা হয়!”

লামাজি বললেন, “প্রাচীন লামা প্রত্যেক বছর বুদ্ধ-পূর্ণিমার রাতে একটা করে শ্লোক লিখে রাখেন। তাঁর তেরো বছর বয়েস থেকে সেইসব প্রত্যেকটি লেখা সযত্নে রাখা আছে।”

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, “আপনারা জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে যেভাবে ভাবেন, আমরা সেভাবে ভাবি না। আমাদের সাধকেরা যাঁর যতদিন প্রয়োজন এই পৃথিবীতে থাকেন, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পৃথিবী থেকে চলে যান। আমাদের সাধকেরা রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু এই সব-কিছুর উর্ধ্বে।”

কাকাবাবু বললেন, “আরও একটু আমাকে বুঝিয়ে দিন। এতজন সাধকের মধ্যে শুধু একজন-দু'জন তিনশো বছর বেঁচে থাকেন কী প্রয়োজনে?”

লামাজি বললেন, “প্রাচীন লামা বেঁচে রয়েছেন, শুধু তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়। সমস্ত বৌদ্ধদের স্বার্থে। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ হয়েছিল আড়াই হাজার বছর আগে। তিনি এই পৃথিবীতে আবার জন্মাবেন। এবারে তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়। তাঁর সেই আবির্ভাবের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি জন্মালেও কেউ তাঁকে প্রথমে চিনতে পারবে না আমাদের প্রাচীন লামার দিব্যদৃষ্টি আছে। তিনি সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর অন্তর পর্যন্ত দেখতে পান। আবার তিনি বহু দূরের দৃশ্যও দেখতে পান। তিনি মৈত্রেয়কে চিনিয়ে দেবেন! তা হলেই তাঁর কাজ শেষ।”

লামাজি কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালেন। ক্যাপটেন নরবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “এবার আমি স্নান করতে যাব।”

অর্থাৎ, তিনি এদের সবাইকে এখন চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করছেন।

ক্যাপটেন নরবু উঠে পড়লেও কাকাবাবু বসে রইলেন নিজের

জায়গায়।

ছেলেমানুষের মতন আবদারের সুরে তিনি বললেন, “চা? খাবার খাওয়ালেন, চা খাওয়াবেন না? আপনাদের চা খুব ভাল হয়। আমি অন্য মনাস্টারিতে আগে কয়েকবার চা খেয়েছি, ভেড়ার দুধে সেদ্ধ করা চা, অন্যরকম লাগে।”

লামাজি দড়ি টান দিয়ে ঘন্টা বাজালেন।

সঙ্গে-সঙ্গেই একজন লোক এসে উপস্থিত হতেই লামাজি বেশ বকুনি দিলেন তাকে। সেই লোকটি দৌড়ে চলে গেল।

লামাজি কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, চা আনছে। আপনারা চা খান। আমি স্নান করতে যাচ্ছি।”

কাকাবাবু বললেন, “অনুগ্রহ করে আর এক মিনিট দাঁড়ান। লামাজি, আমরা একবার আপনাদের প্রাচীন লামাকে দর্শন করে প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই!”

লামাজি এবার গম্ভীর সুরে বললেন, “অসম্ভব!”

কাকাবাবু বললেন, “কেন, অসম্ভব কেন? আমরা ওঁকে ডিস্টার্ব করব না। একবার শুধু দেখেই চলে যাব!”

লামাজি আবার ধমকের সুরে বললেন, “অসম্ভব!”

কাকাবাবু অনুনয়ের সুরে বললেন, “লামাজি, আপনাকে এই ব্যবস্থাটুকু করে দিতেই হবে। এতবড় একজন পুণ্যবান মানুষ, তিনশো দুই বছর ধরে আছেন এই পৃথিবীতে, এত কাছে এসেও তাঁকে একবার না দেখে চলে যাব? অন্তত দূর থেকে একবার দেখে জীবন সার্থক করতে চাই!”

লামাজি বললেন, “দেখা হবে না! এরকম অন্যায় অনুরোধ করবেন না।”

এবার কাকাবাবুও বেশ কড়া গলায় বললেন, “এটা মোটেই অন্যায় অনুরোধ নয়! মানুষ মানুষকে দেখবে, এর মধ্যে অন্যায় কী আছে?”

তারপর কাকাবাবু তাঁর কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন।

সেই খামটা লামাজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “আপনি ইংরাজি বলতে পারেন যখন, পড়তেও পারেন নিশ্চয়ই। এটা ভারতের রাষ্ট্রপতির

চিঠি। রাষ্ট্রপতি দার্জিলিং-এ এসে গুজব শুনেছেন যে, আপনাদের এখানকার কোনও মনাস্টারিতে তিনশো বছর বয়েসী মানুষ বেঁচে আছে। যদি তা সত্যি হয়, তবে তা সারা পৃথিবীর কাছেই একটা বিস্ময়কর ঘটনা। ভারতের গৌরব। রাষ্ট্রপতি তাই আমাকে একবার নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট দিতে বলেছেন।"

চিঠিখানা নিয়ে উলটে-পালটে দেখলেন লামাজি। তারপর অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, "এ চিঠি রাষ্ট্রপতি আপনাকে লিখেছেন। আমাদের তো কিছু লেখেননি!"

কাকাবাবু বললেন, "রাষ্ট্রপতি আগেই সরকারি ভাবে অ্যাকশান নিতে চান না। আপনাদের ধর্মস্থানে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি হোক, তাও তিনি চান না। সেইজন্যই তিনি প্রথমে আমাকে প্রাইভেটলি খোঁজ নিতে বলেছেন। আপনারা তিব্বতিরা ভারতের অতিথি। ভারতের রাষ্ট্রপতির এই অনুরোধটুকু মানবেন না?"

লামাজি বললেন, "প্রাচীন লামা আরও দূরে, অন্য একটা গুম্ফায় থাকেন। তিনি প্রায় সর্বক্ষণই ঘুমোন। দু-তিনদিন অন্তর জাগেন একবার। বাইরের কোনও লোককেই তাঁর সামনে যেতে দেওয়া হয় না। তিনি কখন জাগেন, তারও ঠিক নেই। অনেক সময় মাঝরাত্তিরে..."

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সেই গুম্ফার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করব। তিনি মাঝরাত্তিরে জাগলে সেই সময়েই একবার দেখা করব।"

চিঠিখানা কাকাবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লামাজি বললেন, "আপনাদের রাষ্ট্রপতির অনুরোধ মানতে আমরা বাধ্য নই! আমরা একমাত্র দলাই লামার আদেশ মানি। আপনারা দলাই লামার আদেশ নিয়ে আসুন। না হলে....আমি দুঃখিত!"

কাকাবাবু ও লামাজি পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

সন্তু প্লেটের খাবার শেষ করে আবার দেওয়ালে বসানো মূর্তিগুলো দেখছিল। কাকাবাবু ও লামাজির কথা-কাটাকাটি সে যেন শুনতেই পায়নি।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুর হাত ধরে টেনে বললেন, "উনি বলছেন

দেখা হবে না। রাজা, এবার চলো!"

সন্তু হঠাৎ পেছন ফিরে বলল, "আমি দেখব! আমি প্রাচীন লামাকে একবার দেখব!"

তারপর সে লামাজির কাছে এসে বলল, "নো ফিভার! নো পেইন!"

লামাজি কাকাবাবুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে সন্তুর দিকে তাকালেন। আস্তে আস্তে তাঁর মুখটা আবার কোমল হয়ে এল। তিনি সন্তুর মাথায় হাত রাখলেন।

সন্তু আবার বলল, "নো পেইন / নো ফিভার। আমি ভাল হয়ে গেছি। আমি প্রাচীন লামাকে একবার দেখব। তিনশো বছরের মানুষ!"

লামাজি আস্তে-আস্তে বললেন, "ঠিক আছে। আজ সন্ধের সময় তোমাদের নিয়ে যাব সেখানে!"

॥ ৫ ॥

গভীর জঙ্গলের পথ, এখান দিয়ে গাড়ি চলার কোনও প্রশ্ন নেই। জিপটাকে রেখে আসা হয়েছে আগের গুম্ফার কাছে, ওরা চলেছে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে। কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে কোনও অসুবিধে নেই। ক্রাচ দুটোকে তিনি ঘোড়ার পেছনের দিকে বেঁধে নিয়েছেন।

একটু আগে সন্তু যাচ্ছে লামাজির পাশাপাশি।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুকে বললেন, "রাজা, তুমি যে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে চিঠি এনেছ, সে-কথা তো আমাকে আগে ঘুণাক্ষরেও জানাওনি!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে চিঠি আনিনি। উনি নিজেই আমাকে চিঠি দিয়েছেন। এইসব ব্যাপারে ওঁর খুব কৌতূহল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির চিঠিটাও লামাজি মানতে চাইছিলেন না, এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার। তিব্বতের হাজার-হাজার রিফিউজিকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এজন্য ভারতের কম ক্ষতি হয়নি। চিনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে। সেজন্য ওঁদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "এই লামাজি গোঁয়ার ধরনের মানুষ। উনি রাজি না হলে চিঠিটা আমি মহালামাকে দেখাতাম। উনি নিশ্চয়ই রাজি হতেন। উনি খুব হাসি খুশি মানুষ। যদিও এই লামাজির কথাতেই এখানে

সবাই চলে।”

“আচ্ছা, এই লামাজির নাম কী ?”

“এঁর আসল নাম দোরজে লামা, কিংবা বজ্র লামা। কিন্তু সবাই শুধু লামাজি লামাজিই বলে।”

“এখন যে মনাস্টারিতে আমরা যাচ্ছি, সেখানে তুমি কখনও গিয়েছ ?”

“না। মানে, দূর থেকে দেখেছি, ভেতরে যাইনি।”

“আশ্চর্য ব্যাপার, নরবু ! এখানে তিনশো বছর বয়েসী মানুষ থাকে, তা জেনেও তোমার কখনও আগ্রহ হয়নি ?”

“আগ্রহ থাকলেই বা উপায় কী ? শুনেছি তো, ওর মধ্যে বাইরের কোনও লোককে কক্ষনো যেতে দেয় না। স্থানীয় গোর্খারা ওই মনাস্টারিটাকে খুব ভয় পায়।”

“কেন, ভয় পাবে কেন ? ভগবান বুদ্ধের শিষ্যরা তো সবাই অহিংস ?”

“এরা এক ধরনের তান্ত্রিক। সব তিব্বতিরাও এখানে আসে না। তিব্বতিদের মধ্যেও তো আলাদা আলাদা ভাগ আছে। একের সঙ্গে অন্যদের মেলে না। এই যে লামাজি, ইনি কারুর কারুর চিকিৎসা করে রোগ সারিয়ে দেন। পয়সা টয়সা কিছু নেন না। আবার কারুর ওপর খুব রেগে গেলে কঠিন শাস্তিও দেন। একবার একজন চোর নাকি এই জঙ্গলের মনাস্টারিতে ঢুকেছিল। সে অন্ধ হয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বেরিয়ে এলো। কেউ তার চোখ দুটো খুবলে নিয়েছে। সারা গায়ে কোনও হিংস্র জন্তুর নোখের ফালা ফালা দাগ।”

“জন্তুর নোখ, না মানুষের নোখ তা বোঝা গেল কী করে ? মনাস্টারির মধ্যে হিংস্র জন্তু থাকবে কী করে ?”

“তা কে জানে ! তবে মানুষের নোখ কি কারুর শরীর ওরকম ভাবে চিরে দেয় ? সেই থেকেই লোকের ধারণা, ওই মনাস্টারির মধ্যে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে।”

“তোমাকে তো সাহসী লোক বলে জানতাম, নরবু ! তুমিও এই সব আজগুবি কথা শুনে ভয় পাও ?”

“এদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমি জন্তু-জানোয়ারদের ভয় পাই না। কিন্তু তান্ত্রিকরা অনেক রকম অলৌকিক কাণ্ড কারখানা ঘটিয়ে দিতে

পারে। রাজা, তুমি সঙ্গে আছো বলেই আমি যাচ্ছি। না হলে যেতাম না।”

“ইচ্ছে করলে এখনও ফিরে যেতে পারো।”

“আরে না না, ফিরব কেন ? তোমাকে, সন্তুকে কোনও বিপদের মধ্যে ফেলে কি আমি পালাতে পারি ? অবশ্য, এবারে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। লামাজি নিজেই তো আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। সন্তুর জন্যই এবার সব কিছু হল। সন্তুর কথাতেই উনি রাজি হলেন।”

“হুঁ, সন্তুর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব জমে গেছে। দ্যাখো, দু'জনে কত গল্প করছে।”

“তুমি তো অলৌকিকে বিশ্বাস করো না, রাজা ! কিন্তু সন্তুর অসুখটা কীরকম চট করে সেরে গেল ? এটা দারুণ আশ্চর্য ব্যাপার নয় !”

“তেমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। তবে, ভাল, ভাল। নিশ্চয়ই ভাল। আমি খুশি হয়েছি।”

“তুমি এখনও বলছ এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় ?”

কাকাবাবু আর-কিছু বলার আগেই দূর থেকে সন্তু চেঁচিয়ে বলল, “কাকাবাবু, এবার ডান দিকে বেঁকতে হবে। তারপর একটা ঝরনা পড়বে। লামাজি বললেন, ঝরনাটায় বেশি জল নেই, ঘোড়া সুদ্ধুই পার হওয়া যাবে।”

কাকাবাবু উত্তর দিলেন, “ঠিক আছে !”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “এই পাহাড়ি ঝোরাটার নাম ডিংলা। এক-এক সময় এটা জলে ভরে যায়, আর এত জোর স্রোত হয় যে কিছুতেই পার হওয়া যায় না। দু-একজন লোক স্রোতের টানে ভেসেও গেছে। এই ঝোরাটাই মনাস্টারিটাকে তিন দিকে ঘিরে আছে। পেছনে খাড়া পাহাড়। সেইজন্য এখানে সব সময় আসাও যায় না !”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কতদিনের পুরনো ?”

“অনেক দিনের। এটা কিন্তু তিব্বতি রিফিউজিরা এসে বানায়নি, তার অনেক আগে থেকেই ছিল।”

“তা হলে তিনশো বছরের কোনও বুড়ো যদি এখানে থেকে থাকে, তা হলে সে তিব্বত থেকে আসেনি ? ভারতেই জন্মেছে ?”

“তা জানি না। তুমি এখনও যদি থাকে বলছ ? এখনও বিশ্বাস করতে

পারছ না ?"

"প্রমাণ পাবার আগেই কী করে বিশ্বাস করি বলো !"

জঙ্গলটা অন্ধকার হলেও ঝরনার জলে চিকচিকে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে একটা মিষ্টি কুলুকুলু আওয়াজ।

সন্তু আগে ঘোড়া নিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে পার হয়ে গেল ঝরনাটা।

লামাজি দাঁড়িয়ে যেতে কাকাবাবু আর ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "আপনারা আগে যান।"

কাকাবাবুর ঘোড়াটা জলে পা দিয়েই চি হি হি করে ডেকে দু'পা তুলে দিল উঁচুতে। ওর বোধ হয় জলটা বেশি ঠাণ্ডা লেগেছে। কাকাবাবু শক্ত করে ধরে রইলেন লাগাম। পা খোঁড়া হবার আগে তিনি খুব ভালো ঘোড়া চালাতেন।

তিনি ডান হাঁটু দিয়ে ঘোড়াটার পেটে একটা খোঁচা লাগাতেই সে তড়বড় তড়বড় করে ঝরনাটা পেরিয়ে এল।

এদিকে জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার। সামনে একটা ফাঁকা মাঠের মতন। তারপর দেখা যাচ্ছে একটা অন্ধকার বাড়ির রেখা। কোথাও আলো নেই।

অন্ধকারেই বোঝা যাচ্ছে মনাস্টারিটা বেশ বড়।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুর পাশে এসে বললেন, "যাই বলো রাজা, এখান থেকে দেখলেই কেমন যেন গা ছমছম করে। কেমন যেন রহস্যময় !"

কাকাবাবু হেসে বললেন, রহস্যময় বাড়ি দেখতেই আমার বেশি ভাল লাগে। সাধারণ বাড়ি তো রোজই দেখি !

লামাজি চিৎকার করে কী যেন বললেন।

একইরকম চিৎকার দু-তিনবার করার পর দূরে দপ করে জ্বলে উঠল দুটো মশাল। মনাস্টারির মধ্যে ঢং ঢং করে শব্দ হতে লাগল।

সন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে সেই মশালের দিকে এগিয়ে গেল সবচেয়ে আগে।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তোমার ভাইপোটির দেখছি একদম ভয়ডর নেই।"

কাছে আসতে দেখা গেল দুজন বিশাল চেহারার পুরুষ উঁচু করে ধরে আছে মশাল দুটো। তাদের ভাবলেশহীন পাথরের মূর্তির মতন মুখ।

মনাস্টারির মস্ত বড় দরজাটা নানারকম কারুকার্য করা। সেটা খুলে গেল আস্তে-আস্তে। ভেতরটা পুরোপুরি অন্ধকার। তার মধ্যেই কোথাও ঘণ্টা বাজছে।

লামাজি সবাইকে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

মনাস্টারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। তারা লামাজির কাছে হাঁটু গেড়ে বসল নিঃশব্দে। লামাজি তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদের মন্ত্র পড়লেন। একটু পরে তারা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলো নিয়ে চলে গেল।

এবার মনাস্টারি থেকে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধ। ছোটখাটো চেহারা। মাথা ভর্তি সাদা চুল। গায়ে একটা নানারকম ছবি আঁকা আলখাল্লা।

ক্যাপটেন নরবু ফিসফিস করে বললেন, "ইনি মহালামা, মহালামা !"

লামাজি, অর্থাৎ, বজ্র লামা এগিয়ে গিয়ে সেই মহালামার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মহালামা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন বিড়বিড় করে।

বজ্র লামা কী যেন জানালেন মহালামাকে। সে ভাষা ক্যাপটেন নরবুও বুঝতে পারছেন না।

মহালামা মুখ তুলে খুনখুনে গলায় বললেন, "ওয়েলকাম ! ওয়েলকাম !"

সন্তু হঠাৎ মহালামার সামনে গিয়ে আশীর্বাদ নেবার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল। মহালামা তার মাথাতেও হাত রেখে বললেন, "ওয়েলকাম !"

এবার সবাই মিলে আসা হল মনাস্টারির ভেতরে।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। আন্দাজে মহালামা ও বজ্র লামা পেছনে যেতে যেতে সবাই দু-তিনবার ঠোক্কর খেতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "একটা কোনও আলো আনা যায় না ? অন্ধকারে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে।"

বজ্র লামা বললেন, "খুব প্রয়োজন না হলে আমরা আলো জ্বালি না। সন্ধের পর জ্যোৎস্না কিংবা অন্ধকার যাইই থাকুক, তাতেই আমরা কাজ চালাই। আজ জ্যোৎস্না ওঠেনি। ঠিক আছে। একটা মোমবাতি জ্বালান যাক !

তিনি জোরে জোরে দু'বার হাততালি দিলেন।

এবার সন্তুর বয়েসী একটি ছেলে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এল। বাইরে থেকে একজন নতুন লোক এসেছে, তবু ছেলেটি কোনও কৌতূহল দেখাল না, কারও দিকে চাইল না। তার চোখ মাটির দিকে।

ছেলেটির হাত থেকে মোমটি নিলেন বৃদ্ধ মহালামা। কাছে এসে তিনি কাকাবাবুদের দলের প্রত্যেকের মুখ ভাল করে দেখলেন। বারবার বলতে লাগলেন, "ওয়েলকাম ওয়েলকাম!" মনে হয়, এ ছাড়া তিনি আর কোনও ইংরেজি শব্দ জানেন না।

তারপর তিনি মোমটি তুলে দিলেন লামাজি অর্থাৎ বজ্র লামার হাতে।

বজ্র লামা বললেন, "আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।"

ডান দিকে ঘুরে একটা গলির মতন জায়গা দিয়ে খানিকটা যাবার পর তিনি একটা ঘরের দরজা খুললেন।

এই ঘরটি ছোট, তাতে পাশাপাশি দু'খানা খাট পাতা। ধবধবে সাদা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালের গায়ে জাতকের অনেক ছবি আঁকা।

বজ্র লামা বললেন, "আপনারা এই ঘরে বিশ্রাম করুন। প্রাচীন লামার কখন ঘুম ভাঙবে তার কোনও ঠিক নেই। হয়তো আপনাদের দু-তিনদিন এখানে অপেক্ষা করতে হতে পারে। আবার তিনি আজ রাতেও একবার জেগে উঠতে পারেন। আশা করি, এখানে থাকতে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "না, না, কোনও অসুবিধে হবে না।"

কাকাবাবু একটা খাটের ওপর বসে ডাকলেন, "সন্তু, এদিকে আয় তো!"

সন্তু কাছে আসতে তিনি তার কপালে হাত ঠেকিয়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোর এখন কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?"

সন্তু বলল, "নো পেইন, নো ফিভার। আমার অসুখ সেরে গেছে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ভালো কথা, তোর ক্যামেরাটা বার কর।"

কাকাবাবুদের জিনিসপত্র সব জিপ গাড়িতেই রেখে আসা হয়েছে। সঙ্গে আনা হয়েছে শুধু একটা ছোট্ট ব্যাগ।

সন্তু সেই ব্যাগ থেকে তার ক্যামেরা বার করল।

কাকাবাবু সেটা হাতে নিয়ে দেখে বললেন, "এখনও ফিল্ম আছে পনেরোটা। ফ্ল্যাশটা ঠিক কাজ করছে তো? একবার দেখা যাক। সন্তু তুই ক্যাপটেন নরবুর পাশে গিয়ে দাঁড়া।"

ক্যামেরাটা চোখে লাগিয়ে তিনি ওদের দু'জনের একসঙ্গে একটা ছবি তুললেন। ফ্ল্যাশটা ঠিকমতনই জ্বলল।

কাকাবাবু সন্তুষ্ট হয়ে ক্যামেরাটা রাখলেন কোটের পকেটে।

ক্যাপটেন নরবু একটা খাটে শুয়ে পড়ে বললেন, "আজ রাত্তিরে আর কিছু হবে না মনে হয়। আচ্ছা রাজা, প্রাচীন লামাকে দেখলেও কী করে তাঁর বয়স বোঝা যাবে? ওরা তিব্বতি ভাষায় কী সব লিখে রেখেছে, তা তো তুমি কিংবা আমি কিছুই বুঝব না!"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল ডাক্তারি পরীক্ষায় মানুষের বয়েস অনায়াসে জানা যায়।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কিন্তু তুমি তো ডাক্তার নও?"

কাকাবাবু বললেন, "চোখে দেখে খানিকটা তো বুঝবো। একশো বছরের একজন মানুষ আর তিনশো বছরের মানুষের চেহারা তো এক হতে পারে না?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তিনশো বছর বয়েস হলে মানুষের চেহারা কেমন হয় কে জানে! তারা কি চোখে দেখতে পায়? কানে শুনতে পায়?"

কাকাবাবু বললেন, "বাইবেলে আছে, ম্যাথুসেলা নামে একজন লোক তিনশো বছর বেঁচে ছিল। বার্নার্ড শ' নামে একজন নাট্যকারের নাম শুনেছ? তিনি বলেছিলেন, আমিও ম্যাথুসেলার মতন তিনশো বছর বাঁচতে চাই।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "রামায়ণ-মহাভারতেও এক-একজনের বয়েস দুশো-তিনশো বছর না?"

সন্তু বলল, "পিতামহ ভীষ্মের বয়েস কত?"

কাকাবাবু বললেন, "এরা সবাই গল্পের চরিত্র। সত্যিকারের কোনও মানুষ দেড়শো বছরের বেশি বেঁচেছে এমন কখনও শোনা যায়নি পৃথিবীর

কোনও দেশে। তাও, দেড়শো বছরটাও সন্দেহজনক। ঠিক প্রমাণিত হয়নি। প্রাচীন লামার বয়েস যদি সত্যিই তিনশো বছর হয়, তবে তাঁকে আমি দিল্লি নিয়ে যাব। সারা পৃথিবীর সাংবাদিকদের ডেকে প্রেস কনফারেন্স করব। এটা হবে মানুষের ইতিহাসের এক পরমাশ্চর্য ঘটনা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "প্রাচীন লামাকে এরা এই মঠের বাইরে নিয়ে যেতে দেবে?"

কাকাবাবু কিছু উত্তর দেবার আগেই দরজা খুলে ঢুকল একজন লোক। একটা কাঠের গোল ট্রেতে চা ও রুটি, তরকারি সাজানো।

ঘরে কোনও টেবিল-চেয়ার নেই। ট্রে-টা একটা বিছানার ওপর রেখে লোকটি ক্যাপটেন নরবুকে কী যেন বলে চলে গেল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলল লোকটি?"

ক্যাপটেন নরবু জানালেন, "আমাদের খেয়ে নিতে বলল। আধ ঘণ্টা বাদে বজ্র লামা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এত চটপট আমাদের জন্য খাবার তৈরি হয়ে গেল? এ যে অনেক রুটি দিয়েছে!"

ওরা খাওয়া শেষ করার খানিকবাদে বজ্র লামা এলেন সেই ঘরে। এখন তিনি একটা সিল্কের আলখাল্লা পরে এসেছেন, তাতে বিরাট করে একটা ড্রাগন আঁকা। তাঁর হাতে একগোছা জ্বলন্ত ধূপকাঠি। সেই ধূপের গন্ধ সাধারণ ধূপের মতন নয়। গন্ধটা অচেনা আর খুব তীব্র।

বজ্র লামা বললেন, "আপনারা সৌভাগ্যবান। বেশি অপেক্ষা করতে হল না। প্রাচীন লামা একটু আগে জেগে উঠেছেন। টানা তিন দিন তিনি ঘুমিয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এখন নিশ্চয়ই তিনি খাওয়া-দাওয়া করবেন? আমরা কি তা হলে একটু পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাব?"

বজ্র লামা হেসে বললেন, "তিনি কিছু খান না। আপনারা এখনই যেতে পারেন!"

ক্যাপটেন নরবু জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কিছুই খান না?"

বজ্র লামা বললেন, "গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি দেখছি, উনি ঘুম থেকে উঠে শুধু এক গ্লাস জল পান করেন, আর একটা গাছের শিকড়

চিবোন।"

কাকাবাবু আর ক্যাপটেন নরবু একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ গাছের শিকড়?"

বজ্র লামা বললেন, "তা আমিও জানি না। দেখে চিনতেও পারি না। কোনও একটা গাছের শুকনো শিকড়। ওঁর কাছে অনেকখানি আছে। উনি সামান্য একটু খানি চিবিয়ে খান। যতটা আছে, তাতে উনি আরও দুশো বছর খেতে পারবেন!"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "শুধু গাছের শিকড় চিবিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে? গাছের শিকড় খেয়ে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়? তা হলে তো সেই শিকড় পরীক্ষা করে দেখা উচিত। সেই শিকড় খুঁজে বার করে আরও অনেক মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।"

বজ্র লামা বললেন, "সব মানুষের তো বেশিদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজন হয় না। এঁর দিব্য দৃষ্টি আছে। এঁর জীবনের মূল্য অনেক। ইনি ভগবান বুদ্ধের পুনর্জন্মের পর মৈত্রেয়কে দেখে চিনতে পারবেন। সেইদিন ঘনিয়ে এসেছে।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন, ওঁকে দেখে আসি।"

বজ্র লামা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তিন জনেই যাবেন? না শুধু আপনি একা দেখবেন?"

সন্তু আর ক্যাপটেন নরবু একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরাও দেখব!"

বজ্র লামা বললেন, "সবাই ওর দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। ওর চোখের দিকে তাকালেই অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। এর আগে এরকম হয়েছে। সেইজন্যই তো ওঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা করতে দিই না। এমনকী আমি নিজেও ওঁর চোখের দিকে পাঁচ মিনিটের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারি না?"

কাকাবাবু বললেন, "দিব্য দৃষ্টি কাকে বলে জানি না। কখনও দেখিনি। এই সুযোগটা আমরা কেউই ছাড়তে চাই না।"

বজ্র লামা সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে ক্যামেরা আছে?"

সন্তু অমনি কাকাবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওঁর কাছে

আছে !”

বজ্র লামা বললেন, ক্যামেরাটা অনুগ্রহ করে এখানে রেখে যান। কেউ নেবে না।”

কাকাবাবু বললেন, “ওঁর একটা ছবি তোলা যাবে না?”

বজ্র লামা বললেন, “সে প্রশ্নই ওঠে না। মহাপুরুষদের সামনে ছেলেখেলা চলে না।”

কাকাবাবু ক্ষুণ্ণভাবে ক্যামেরাটা কোটের পকেট থেকে বার করে রেখে দিলেন।

বজ্র লামা বললেন, “আর-একটা অনুরোধ, সেখানে গিয়ে কোনও শব্দ করবেন না, কথা বলবেন না। প্রাচীন লামাকে কোনও প্রশ্ন করে লাভ নেই, উনি আপনাদের ভাষা কিছু বুঝবেন না। আপনারা জুতো খুলে রেখে আমার সঙ্গে চলুন।”

বজ্র লামার এক হাতে ধূপকাঠির গোছা, অন্য হাতে তিনি তুলে নিলেন এই ঘরের মোমবাতিটা।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একটা সরু গলি পার হয়ে ওঁরা এলেন মনাস্টারির মূল জায়গাটায়। এই ঘরটা বিশাল, যেমন চওড়া, তেমনি উঁচু। একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্তি, প্রায় দশ ফুট লম্বা তো হবেই। সেই মূর্তির দু'পাশে জ্বলছে বড়-বড় প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতে এত বড় ঘরে অন্ধকার কাটেনি, অদ্ভুত এক আলো-আঁধারি সব দিকে। দেওয়ালে-দেওয়ালে আরও অসংখ্য মূর্তি রয়েছে, সেগুলো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ক্যাপটেন নরবু হিন্দু হলেও মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন সেই বুদ্ধমূর্তির উদ্দেশে। তাঁর দেখাদেখি সন্তুও তাই করল। কাকাবাবু প্রণাম করলেন হাত জোড় করে।

বজ্র লামা সেই ঘরের এক কোণের একটা দরজা খুলে ফেললেন। তারপর নামতে লাগলেন ঘুটঘুটে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে। এইসব মনাস্টারিতে যে মাটির তলায় ঘর থাকে, তা কাকাবাবু জানতেন না।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেশ দূরের একটা ঘরে নিয়ে এলেন বজ্র লামা। সেই ঘরের সামনে একজন লোক মাটিতে বসে ঘুমে ঢুলছে। সে এতই

ঘুমোচ্ছিল যে, তার মাথাটা মাঝে-মাঝে ঠেকে যাচ্ছে মেঝেতে।

বজ্র লামা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে লোকটিকে দেখলেন, তারপর হঠাৎ খুব জোরে একটা লাথি মারলেন তার মুখে।

লোকটি আঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বজ্র লামাকে দেখেই জড়িয়ে ধরল তাঁর দু'পা। কান্না-কান্না সুরে কী যেন বলতে লাগল।

বজ্রলামা তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে একপাশে সরিয়ে দিলেন। তারপর তাকে কিছু একটা আদেশ দিয়ে, ঠেলে খুললেন দরজা।

এই ঘরের মধ্যেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বজ্র লামার হাতের মোমটার সমস্ত আলো সেই অন্ধকার ভেদ করতে পারছে না।

বজ্র লামা তাঁর হাতের ধূপকাঠির গুচ্ছ একদিকের দেওয়ালে কিসে যেন গুঁজে দিলেন। নিভিয়ে দিলেন মোমবাতিটা।

ফিসফিস করে বললেন, “চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। মহাপুরুষ প্রাচীন লামাকে ঠিক সময় দেখতে পাবেন।”

ঘরের মধ্যে ধূপের গন্ধ ছাড়াও আরও কিসের যেন গন্ধ। কাছেই কোথাও একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুরু হল। অনেকটা কোনও যন্ত্রের শব্দের মতন। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সন্তু আর ক্যাপ্টেন নরবুর মাঝখানে, হাত দিয়ে ওদের ছুঁয়ে রইলেন।

অন্ধকারের মধ্যে বজ্র লামাকে আর দেখাই যাচ্ছে না।

এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট করে সময় কাটতে লাগল, বজ্র লামা আর কিছুই বলছেন না। অন্ধকারের মধ্যে এরকমভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার মানে কী হয়, তা কাকাবাবু বুঝতে পারছেন না। তবু তিনি ধৈর্য ধরে রইলেন।

হঠাৎ ধূপগুলো থেকে ফস-ফস শব্দ হতে লাগল। তারপরেই ফুলঝুরির মতন সেগুলো থেকে ঝরে পড়তে লাগল আলোর ফুলকি। সে-এক বিচিত্র আলো। কাকাবাবুরা তিনজনেই চমকে সেদিকে তাকালেন। ধূপকাঠি থেকে এ-রকম আলো বেরোতে কেউ কখনও দেখেনি!

সেই আলোর ফুলকিতেই অন্ধকার খানিকটা কেটে গেল। তাতে দেখা গেল, একদিকে একটা উঁচু বেদী, তার ওপরে একজন মানুষ শুয়ে আছে।

একটা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢাকা। মানুষটি পাশ ফিরে আছে। এদিকেই মুখ।

আলোর ফুলকিগুলো ক্রমশই জোরালো হল। তখন দেখা গেল উঁচু বেদীর ওপর শুয়ে থাকা মানুষটির মুখ।

কাকাবাবু বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, "এ কী!"

শুয়ে থাকা মানুষটির মুখ একটি বালকের মতন। তেরো-চোদ্দ বছরের বেশি বয়েস বলে মনে হয় না। অত্যন্ত ফরসা, পরিষ্কার মুখ, মাথার চুলগুলো শুধু ধবধবে সাদা!

দূর থেকে বজ্র লামা বললেন, "প্রাচীন লামাকে প্রণাম করুন!"

কাকাবাবু বললেন, "ইনি প্রাচীন লামা?"

বজ্র লামা মন্ত্রপাঠের মতন গমগমে গলায় বললেন, "এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? মহাযোগীদের শরীর অনবরত বদলায়। শরীরে বার্ধক্য আসে, বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছবার পর আবার শৈশব ফিরে আসে। তখন শরীরটা শিশুর মতন হয়ে যায়। তারপর যৌবন, আবার বার্ধক্য, আবার শৈশব। একই শরীরে বারবার এই পালা চলে।"

ক্যাপটেন নরবু বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইরকমই হয়। আমিও শুনেছি।"

সন্তু বলল, "কী সুন্দর, ওঁকে কী সুন্দর দেখতে! কিন্তু এখানে এত কঙ্কাল কেন?"

ধূপকাঠির আলোর ফুলকিতে এখন দেখা যাচ্ছে, উঁচু বেদীটার পেছনের দেওয়ালে সারি সারি মড়ার মাথার খুলি!

কাকাবাবু হাতজোড় করে বেশ জোরে বললেন, "হে মহামানব প্রাচীন লামা, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

তারপর একটুখানি এগিয়ে এসে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি ওঁর পা ছুঁয়ে একবার প্রণাম করতে পারি?"

বজ্র লামা ধমক দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান! আর এগোবেন না। উনি কোনও মানুষের স্পর্শ সহ্য করতে পারেন না। অপেক্ষা করুন, উনি একটু পরেই চোখ মেলবেন।"

বালকের মতন মুখ, সেই প্রাচীন লামার চক্ষু দুটি বোজা। ঠোঁটে হাসি

মাখানো। সত্যি, ভারী সরল, সুন্দর সেই মুখ। শুধু মাথাভর্তি পাকা চুল দেখলে গা শিরশির করে।

ক্যাপটেন নরবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "দেখা হয়ে গেছে! আমার দেখা হয়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "চুপ!"

বালকবেশি প্রাচীন লামা আস্তে-আস্তে চোখ মেললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হল। সারা ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের মতন আলো ঝলকাতে লাগল। ঠিক আকাশের বিদ্যুতের মতনই ছুটন্ত আলো। প্রত্যেকটা মড়ার মাথার খুলির চোখ দিয়ে আলো বেরোতে লাগল। সব মিলিয়ে এত আলো যে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

বালকবেশি প্রাচীন লামা এবার উঠে বসলেন।

তাঁর মাথায় চার পাশেও ঘুরতে লাগল আলো। তাঁর শরীর থেকেও যেন আলো বেরোচ্ছে। তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুললেন এঁদের দিকে।

ক্যাপটেন নরবু হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে নিজের ভাষায় মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন।

সন্তু দু' হাতে চোখ ঢেকে বলে উঠল, "জ্বালা করছে! আমার চোখ জ্বালা করছে।"

কাকাবাবু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে উঁচু বেদীটার ওপর এক হাতের ভর দিয়ে অন্য হাতে ছুঁয়ে দেখতে গেলেন প্রাচীন লামাকে।

কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দেবার আগেই কাকাবাবু আঃ করে প্রবল এক আর্তনাদ করে ধপাস করে পড়ে গেলেন মেঝেতে। সেই মুহূর্তেই তাঁর জ্ঞান চলে গেল।

॥ ৬ ॥

ঘুম ভাঙার আগে কয়েকবার ছটফট করলেন কাকাবাবু। তাঁর মাথায় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। ঘুমটা যত পাতলা হয়ে আসছে, ততই যন্ত্রণা বাড়ছে।

চোখ মেলেই ধড়মড় করে তিনি উঠে বসলেন। সেই কাল রাতের ধপধপে চাদর পাতা বিছানা। পাশের খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ক্যাপটেন

নরবু।

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, কাল রাত্তিরে এই মনাস্টারিতে পৌঁছবার পর থেকে কি তাঁরা এই ঘরেই শুয়ে আছেন ? ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন ?বাচ্চা ছেলের মতন দেখতে তিনশো বছর বয়েসী প্রাচীন লামা, ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের চমক, এসব তো মানুষ দুঃস্বপ্নেই দেখে !

কিন্তু মাথায় চোট লাগল কী করে ? মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, একটা ব্যান্ডেজের মতন ফেট্টি বাঁধা আছে। পেছন দিকে এক জায়গায় বেশি ব্যথা।

তিনি পাশের খাটে উঁকি মেরে দেখলেন, ক্যাপটেন নরবুর ওদিকে সন্তু আছে কি না। সন্তু নেই। সন্তু তা হলে অন্য কোথাও শুয়েছে।

ক্যাপটেন নরবুকে ধাক্কা দিয়ে তিনি ডাকলেন, "নরবু ! নরবু ! ওঠো !"

ক্যাপটেন নরবুর যেন কুম্ভকর্ণের মতন ঘুম। কিছুতেই উঠতে চান না। কাকাবাবু দু হাত দিয়ে তাঁকে ঝাঁকাতে লাগলেন।

হঠাৎ এক সময় ক্যাপটেন নরবু লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, "কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল বলো তো ? মনে আছে তোমার ?"

ক্যাপটেন নরবু অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "কাল রাত্তিরে ? কাল রাত্তিরে ? ওঃ কী দেখলাম ! জীবন ধন্য হয়ে গেছে ! সত্যিকারের মহামানব। তাঁর শরীর থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। তিনি চোখ মেলতেই সারা ঘর আলো হয়ে গেল !"

কাকাবাবু এবার বুঝলেন যে কাল রাত্তিরের ঘটনাগুলো দুঃস্বপ্ন নয়। দুজন মানুষ একই সঙ্গে এক দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে না।

তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ? আমাকে কি এই ঘরে ওরা বয়ে নিয়ে এসেছে ?

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "সে কথা আমারও মনে নেই। আমিও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। বজ্র লামা ঠিকই বলেছিলেন, মহামানবের দিব্যদৃষ্টি

সহ্য করা যায় না। তিনি কী সুন্দর করে হাসছিলেন, আমাদের আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু তাঁর শরীর থেকে যে আলো বেরোতে লাগল, তাতেই আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। তারপর ঠিক ইলেকট্রিক শক খাবার মতন আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল ! তারপর আর কিছু মনে নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু কোথায় ?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "জানি না তো ? বোধ হয় বাইরে গেছে। এখন কত বেলা হয়েছে ?"

"প্রায় এগারোটা বাজে।"

"ওরে বাবা, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি ! যাই বলো রাজা, সত্যি জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। তিনশো বছরের বৃদ্ধ প্রাচীন লামার কী অপরূপ শরীর ! একেবারে তাজা। ঠিক যেন আলো দিয়ে গড়া। এমন কোনওদিন দেখবো, কল্পনাও করিনি। নিজের চোখে দেখলাম, আর তো অবিশ্বাস করা যায় না !"

"আমি অবশ্য নিজের চোখকেও বিশ্বাস করি না। নিজের চোখও ভুল দেখতে পারে। নিজের কানও ভুল শুনতে পারে। মানুষের চোখ-কান-নাকও কখনও-কখনও ভুল করতে পারে। কিন্তু মানুষের মন ভুল করে না। অবশ্য যুক্তিবোধটা ঠিক রাখতে হয়।"

"তার মানে ?"

"ধরো, আমি যদি দেখি একটা দড়ি হঠাৎ সাপ হয়ে গেল, সাপের মতনই ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে লাগল, তা হলে আমি হয়তো একটুক্ষণের জন্য ভয় পেতে পারি। ভয় পেয়ে পালিয়েও যেতে পারি। তা বলে কি আমি বিশ্বাস করব, দড়ি হঠাৎ সাপ হয়ে যেতে পারে ?"

"দড়ি যদি সাপ না হয়, তা হলে তুমি তা দেখবেই-বা কী করে ?"

দরজা ঠেলে একজন লোক ঢুকল। তার হাতের কাঠের গোল ট্রে-তে এক পট চা ও দুটো কাপ।

কাকাবাবু ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করো তো, সন্তু কোথায় ?"

ক্যাপটেন নরবু নিজের ভাষায় সে-কথা জিজ্ঞেস করতে লোকটি শুধু দু' দিকে মাথা নাড়ল কয়েকবার। তারপর বেরিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ, সে

কিছু জানে না।

কাকাবাবু কাপে চা ঢেলে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "এরা বেশ অতিথিপরায়ণ। যখন চা দরকার, তখনই ঠিক এসে যায়, চাইতে হয় না। চা-টা খেতেও বেশ ভাল।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তোমার মাথায় ব্যান্ডেজ কে বাঁধল ?"

"জানি না। আমার মাথায় চোট লেগেছিল। এরাই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। মাথায় খুব ব্যথা আছে এখনও।"

"আচ্ছা রাজা, তুমি কেন দড়ির সাপ হয়ে যাওয়ার কথা বললে ? ওরকম কি কেউ কখনও দেখে ?"

"স্টেজে ম্যাজিশিয়ানরা যখন-তখন দেখায়। একদম সত্যি বলে মনে হয়।"

"কিন্তু কাল যা দেখেছি, তা ম্যাজিক হতে পারে না।"

"মড়া মানুষের মাথার খুলির চোখ দিয়ে কিছুতেই আলো বেরুতে পারে না। কিছুতেই পারে না। নিজের চোখে যদি সেরকম কখনও দেখি, তাও বিশ্বাস করা উচিত নয়।"

"রাজা, এসব তোমার গোঁড়ামি। তোমার-আমার জানার বাইরে আরও অনেক কিছু থাকতে পারে না ? আমাদের যুক্তিবোধের বাইরেও অনেক কিছু ঘটে। মহাপুরুষ প্রাচীন লামার মুখখানা বাচ্চা ছেলের মতন, কিন্তু তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা। এরকম কেউ কখনও দেখেছে ?"

"একেবারে থুরথুরে বুড়ো হয়ে যাবার পর আবার নতুন করে দাঁত ওঠে, চোখের দৃষ্টি ফিরে আসে, মুখের কোঁচকানো চামড়া বাচ্চা ছেলেদের মতন মসৃণ হয়ে যায়। শুধু মাথার সাদা চুল কালো হয় না, তাই না ?"

"না, পাকা চুল কখনও কালো হতে পারে না। রাজা, কাল তুমিও প্রাচীন লামাকে দেখে অভিভূত হয়েছিলে। তুমিই প্রথম ওঁকে নমস্কার করে আবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চেয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, নরবু, আমি ওঁকে একবার ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলাম ! পারিনি বোধ হয়, তাই না ?"

"তুমি কি ভাবছ, প্রাচীন লামা একটা সাজানো পুতুল ? আমি হলফ করে বলতে পারি, তিনি একজন জ্যান্ত মানুষ, তাঁর সারা গা দিয়ে আলো

বেরুচ্ছিল।"

দরজাটা আবার খুলে গেল। এবার এসে ঢুকলেন বজ্র লামা। তিনি সদ্য স্নান করে এসেছেন, মাথার চুল ভেজা। গায়ে একটা কম্বলের তৈরি ঢোলা জামা। কাল রাতের মতনই তাঁর হাতে একগুচ্ছ জ্বলন্ত ধূপ। দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গিতে সেগুলো গুঁজে দিয়ে বললেন, "মঙ্গল হোক। সকলের মঙ্গল হোক। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?"

ক্যাপটেন নরবু বিগলিতভাবে বললেন, "খুব ভাল ঘুম হয়েছে। এত বেলা হয়ে গেছে,টেরই পাইনি। কালকের রাতটা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত। কোনওদিন ভুলব না। আপনার কাছে আমরা দারুণ কৃতজ্ঞ।"

বজ্র লামা কাকাবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মাথায় এখন বেশি যন্ত্রণা নেই তো ? তা হলে একটা ওষুধ দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওষুধ লাগবে না। এখন ঠিক আছে। কী হয়েছিল বলুন তো ? আমার মাথায় চোট লাগল কী করে ?"

বজ্র লামা হেসে বললেন, "আপনার মনে নেই ? আপনি মহামানব প্রাচীন লামার বেশি কাছে এগিয়ে গেলেন জোর করে। আমি তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, সাধারণ মানুষ তাঁর দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ। একমাত্র মৈত্রেয় পারবেন। লক্ষ করেননি, আমিও প্রাচীন লামার সামনে দাঁড়াই না, পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আপনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, তাতেই আপনার মাথার পেছন দিকটা খানিকটা কেটে গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বিড়বিড় করে বললেন, "আমি জীবনে কখনও এমনি এমনি পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হইনি !"

বজ্র লামা বললেন, "আপনি জীবনে প্রাচীন লামার মতন তিন শতাব্দী জয়ী মানুষ দেখেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "এই মহাপুরুষ প্রাচীন লামার কথা সারা পৃথিবীর জানা উচিত।

বজ্র লামা বললেন, "জানবে, সময় হলেই জানবে। যখন ভগবান

মৈত্রেয় আবির্ভূত হবেন, তখনই ইনি সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।"

কাকাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধূপের গোছাটা দেখতে লাগলেন। কাল রাত্তিরে এইরকম ধূপকাঠি থেকে নানা রঙের আলোর ফুলকি ঝরে পড়ছিল এক সময়। আজ এগুলোকে সাধারণ ধূপকাঠির মতনই মনে [illegible], শুধু ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

বজ্র লামা বললেন, "এবার আপনাদের ফিরতে হবে। আমিও অন্য গুম্ফায় ফিরে যাব। অনেক কাজ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলুন যাওয়া যাক। আমার ভাইপো সন্তু কোথায়?"

বজ্র লামা সাহাস্যে বললেন, "ও, আপনাদের একটা সুসংবাদ দেওয়া হয়নি। আপনাদের সঙ্গের ছোট ছেলেটি আর ফিরে যাবে না। ও এখানেই থেকে যাবে।"

কাকাবাবু ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানে?"

বজ্র লামা বললেন, "সে আর যেতে চাইছে না। আমাদের এখানে একটি গুরুকুল বিদ্যালয় আছে। সাতটি ছেলে সেখানে ধর্মীয়পাঠ নেয়। আপনার ভাইপো সেই জায়গাটা সকালে দেখতে গিয়েছিল। সেখানকার সব কিছু দেখে তার এমন পছন্দ হয়ে গেল যে, আমার হাত ধরে বলল, সে আর ফিরে যেতে চায় না এখান থেকে। ছেলেটির মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তার খুব মেধা আছে। মনটাও পবিত্র।"

কাকাবাবুও এবার হেসে বললেন, "তা হয় নাকি? ওকে ফেলে আমরা চলে যেতে পারি? কয়েকদিন পরেই ওর কলেজ খুলবে।"

বজ্র লামা বললেন, "কিন্তু সে তো কিছুতেই যাবে না বলছে। এর মধ্যেই পাঠ নিতে শুরু করেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে হয়তো ওর একটা ছেলেমানুষী শখ হয়েছে। আমি বললেই বুঝবে। ও আমার দাদার ছেলে। ওকে না নিয়ে আমি যদি একা ফিরে যাই, দাদা-বউদি রক্ষে রাখবেন?"

বজ্র লামা বললেন, "তাকে আমরা জোর করে ধরে রাখতে চাই না। আবার সে যদি ফিরে যেতে না চায়, তাকে জোর করে ঠেলে পাঠাতেও

পারি না। কারুর মনে যদি ধর্মতৃষ্ণা জাগে, তাকে আমরা নিষেধ করব কেন? সে এখানে থাকার জন্য বদ্ধপরিকর।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "মুশকিল হল তো! সন্তু যদি ফিরে যেতে না চায়,...সে একেবারে ছেলেমানুষ নয়...কলেজে পড়ে...বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে...."

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তাকে একবার ডাকুন। আমি বুঝিয়ে বলছি!"

বজ্র লামা একটু চিন্তা করে বললেন, "ছাত্রদের এদিকে আসার অনুমতি নেই। আপনি চলুন, তার কাছে চলুন। তার সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন।"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো নরবু। ক্যামেরাটা ব্যাগে ভরে নাও। এ-ঘরে আর ফিরব না। সন্তুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।"

বজ্র লামা এবার অন্য একটা গলিপথ দিয়ে সবাইকে নিয়ে এলেন মঠের পেছন দিকে। সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর টালির চাল দেওয়া একটা লম্বাটে ঘর। সেই ঘরের সামনে একটা লম্বাটে বারান্দা।

সেই বারান্দায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে নানা বয়েসী আটটি ছেলে। প্রত্যেকের পরনে ঢোলা আলখাল্লা। যেন সেখানে একটা পাঠশালা বসেছে। ছাত্রদের সামনে একটা মোটা কাঠের গুঁড়ির আসনে বসে আছেন বৃদ্ধ মহালামা।

কাকাবাবু পেছন দিক থেকেই সন্তুকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি ডাকলেন, "সন্তু, এই সন্তু!"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অদ্ভুত ঘোরলাগা তার দৃষ্টি। কাকাবাবুকে দেখেও তার মুখে কোনও ভাব ফুটল না, সে কোনও উত্তরও দিল না। আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

ছাত্রদের সামনে কোনও বই নেই। বৃদ্ধ মহালামা কী যেন একটা কথা উচ্চারণ করলেন, সবাই মিলে তিনবার সেই কথাটা জোরে জোরে বলল।

কাকাবাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এই সন্তু, উঠে আয়!"

সন্তু এবারে আর মুখ ফেরাল না।

ক্যাপটেন নরবু ফিসফিস করে বললেন, "আশ্চর্য! আশ্চর্য!"

কাকাবাবু বেশ রাগী চোখে একবার তাকালেন ক্যাপটেন নরবুর দিকে। তারপর সন্তুর খুব কাছে গিয়ে বললেন, "এই সন্তু, ওঠ। আমারা এবার ফিরে যাব।"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বিরক্তভাবে বলল, "কে? আপনি কে? আপনাকে আমি চিনি না! আমি কোথাও যাব না। আমি কোথাও যাব না। আমি এখানেই থাকব। এখানেই থাকব!"

কাকাবাবু সন্তুর জামাটা ধরে জোর করে টেনে তুলে বললেন, "এসব কী ন্যাকামি হচ্ছে? চল, আমাদের যেতে হবে!"

সন্তু বলল, "আমি যাব না, আমি যাব না, আমি যাব না!"

কাকাবাবু বললেন, "তোর কলেজ খুলে যাবে, সে খেয়াল নেই? তোকে রেখে আমি একা-একা ফিরব নাকি?"

সন্তু বলল, "কে আপনি? কে আপনি? কে? কে?"

কাকাবাবু বললেন, "তাকা, আমার চোখের দিকে ভাল করে তাকা, দ্যাখ চিনতে পারিস কি না!"

সন্তু তবু মুখ ফিরিয়ে নিতেই কাকাবাবু ঠাস করে এক চড় কষালেন তার গালে। বেশ জোরে। সন্তু এবার পাগলাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এটা কে? এটা কে? আমায় মারছে কেন? আমায় মারছে কেন? আমায় মারছে কেন? আমি যাব না, যাব না, যাব না!"

দু'জন বলশালী লোক দু'দিক থেকে কাকাবাবুকে চেপে ধরে হিঁচড়ে সরিয়ে আনল সেখান থেকে।

কাকাবাবু জোর করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলেন না। তিনি রাগের চোটে চিৎকার করে বললেন, "ছাড়ো, আমায় ছাড়ো, ওকে আমি নিয়ে যাব। নিয়ে যেতেই হবে!"

বজ্র লামা কাকাবাবুর সামনে এসে তাঁর থাবার মতন বিশাল এক হাত দিয়ে কাকাবাবুর থুতনিটা চেপে ধরলেন, "তারপর বললেন, ছিঃ এখানে চেঁচাতে নেই। এখানে কেউ কারুকে মারে না। ওই ছেলেটি যাবে না। আপনারা ফিরে যান।"

কাকাবাবু গর্জন করে বললেন, "না, আমি সন্তুকে না নিয়ে যাব না!"

যে-লোক দুটি কাকাবাবুকে ধরে আছে তাদের আদেশ দিলেন বজ্র

লামা, তারা কাকাবাবুকে ঠেলতে লাগল ফাঁকা জায়গার দিকে কাকাবাবু এবার বৃদ্ধ মহালামার দিকে তাকালেন। তিনি আগাগোড়া সব-কিছু দেখছেন চোখ পিট-পিট করে। কাকাবাবু তাঁর উদ্দেশে ব্যাকুলভাবে বললেন, "মহালামা, আপনি বিচার করুন, আমাকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার ভাইপোকে আটকে রাখবেন না। ছেড়ে দিন!"

বৃদ্ধ মহালামা বললেন, "ওয়েলকাম! ওয়েলকাম!"

কাকাবাবু হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বৃদ্ধ মহালামার কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনও আশা নেই। উনি ওই একটাই ইংরেজি শব্দ জানেন। বজ্র লামার কোনও কাজে বাধা দেবার ক্ষমতাও বোধ হয় ওঁর নেই। কাকাবাবুকে যে লোক দুটো ঠেলছে, তাদের গায়ে দৈত্যের মতন শক্তি।

কাকাবাবু আর-একবার মুখ ফিরিয়ে প্রায় আর্ত চিৎকার করে বললেন, "সন্তু, সন্তু, তুই আমার সঙ্গে আসবি না?"

সন্তু এদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "না, না, না, না, যাব না, যাব না, যাব না, যাব না!"

কাকাবাবু চোখ বুঁজে ফেললেন। বোধ হয় তাঁর চোখে জল এসে যাচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে সামলালেন।

সন্তুকে নিয়ে তিনি কতবার কত জায়গায় গিয়েছেন। কেউ কাকাবাবুকে জোর করে ধরে রেখেছে, অথচ সন্তু সাহায্য করতে ছুটে আসছে না, এরকম আর আগে কখনও ঘটেনি।

লোক দুটি কাকাবাবুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল দেওয়ালের ধারে। সেখানে একটা ছোট দরজা রয়েছে। সেই দরজা দিয়ে কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হল বাইরে। কাকাবাবুর হাত থেকে ক্রাচ দুটো আগেই খসে গেছে। লোক দুটো এবার প্রায় চ্যাংদোলা করে কাকাবাবুকে তুলে এনে বসিয়ে দিল একটা টাট্টুঘোড়ার ওপরে।

কাকাবাবু কোটের পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। রুমাল বার করতে গিয়ে কোটের ভেতরের পকেটে তাঁর রিভলভারটায় হাত ঠেকে গেল। কাকাবাবু সেই পকেটে হাত ঢুকিয়েও থেমে গেলেন। নাঃ, এখানে রিভলভার দেখিয়েও কোনও লাভ হত না। সন্তু নিজেই যে

আসতে চাইছে না!

একটু পরেই ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো হাতে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল এদিকে। কাছাকাছি আরও কয়েকটা টাট্টুঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ক্যাপটেন নরবু আর একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বললেন, "চলো, যাওয়া যাক!"

দু'জনের ঘোড়া চলতে লাগল ধীর কদমে।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কী হল বলো তো? সন্তু তোমাকে চিনতেই পারল না?"

কাকাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "কাওয়ার্ড! দুটো লোক যখন আমায় চেপে ধরল, তখন তুমি আমায় একটু সাহায্য করতে পারলে না?"

ক্যাপটেন নরবু দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "সাহায্য...মানে কী সাহায্য করব? ওরা তো তোমাকে মারেনি? মারলে নিশ্চয়ই আমি প্রতিবাদ করতাম। তুমি হঠাৎ সন্তুকে চড় মারতে গেলে কেন? রাগের মাথায় ওই কাজটা তুমি ঠিক করোনি!"

"কাকাবাবু বললেন, "বেশ করেছি! "বেশ করেছি! আমার ভাইপো-কে আমি দরকার হলে একটা চড় মারতে পারব না? সন্তুকে আরও দু-তিনটে চড় মারতে পারলে ঠিক কাজ হত!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "যাঃ, কী বলছ, রাজা! ধর্মস্থানের মধ্যে এরকম ভাবে কারুকে মারা ঠিক নয়।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাতে বজ্র লামা একজন প্রহরীকে লাথি মারেনি? আমাদের সামনেই?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ওঃ, সে লোকটা ঘুমোচ্ছিল। তার কাজে গাফিলতির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সেটা অন্য ব্যাপার।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা সন্তুকে এখানে আটকে রেখে দেবে? সন্তুকে না নিয়ে আমি ফিরে যাব?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "সন্তু নিজেই যে আসতে চাইছে না। বজ্র লামা অন্যায় কিছু বলেননি। সন্তু নিজে ওখানে থেকে যেতে চাইলে তাকে ওরা জোর করে তাড়িয়ে দেবে কী করে?"

"সন্তু আসতে চাইছে না, তা ঠিক নয়। সন্তুকে ওরা জোর করেই ধরে রেখেছে!"

"সন্তু নিজের মুখে কতবার বলল, সে আসবে না! তুমি-আমি নিজের কানে শুনলাম!"

"সন্তু নিজের মুখে বলেছে, তুমি আর আমি নিজের কানে শুনেছি, তবুও ওটা সত্যি নয়। ওটা সন্তুর মনের কথা হতে পারে না। ওরা সন্তুকে সম্মোহন করেছে! ওর চোখ দুটো অন্য রকম দেখোনি?"

"অ্যাঁ? কী করেছে বললে?"

"সম্মোহন। হিপনোটাইজ করেছে। কাল থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওই বজ্র লামা সম্মোহন করে সন্তুর মনটাকে বশ করছে। সন্তু বারবার নো ফিভার, নো পেইন বলছিল, সন্তু কক্ষনো ওইভাবে কথা বলে না। সন্তুর ওই ঘোর কাটাবার জন্যই ওকে আমি চড় মেরেছিলাম।"

"শোনো রাজা, সম্মোহন হোক আর যাই হোক, সন্তু এখন আর আসতে চাইছে না, এটা তো ঠিক? দুটো-তিনটে দিন এখানে ছেলেটা থাকুক না! দু-তিন দিনের বেশি ওর ভাল লাগবে না, তারপর ও নিজেই চলে আসবে। এই ক'দিন তুমি আমার বাড়িতে থেকে যাও। আমরা রোজ সন্তুর খোঁজ নেব!"

"না, সন্তুকে আমি এখানে একদিনও রাখতে চাই না!"

"শোনো রাজা, পাগলামি কোরো না। এখন ফিরে গিয়ে কোনও লাভ নেই। বজ্র লামার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমরা সন্তুকে কিছুতেই জোর করে ফিরিয়ে আনতে পারব না। আমরা দু'জনে গায়ের জোর দেখালেও সুবিধে হবে না!"

কাকাবাবু ঘোড়াটা থামিয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখখানা রাগে লালচে হয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে।

"তিনি বললেন, "আমি আজই পুলিশ ডেকে এনে সন্তুকে উদ্ধার করব। এর মধ্যে যদি সন্তুর কোনও ক্ষতি হয়, ওই বজ্র লামাকে আমি শেষ করে দেব। এদের এই সব-কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব!"

তারপর তিনি ক্যাপটেন নরবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাছাকাছি থানা কোথায় আছে?"

"এখানে একটু বড় থানা আছে বিজনবাড়িতে।"

"চলো সেখানে!"

একটু দূরেই ড়িংলা ঝরনা। আজ তাতে জল খানিকটা বেশি। তবু পার হওয়া গেল কোনওক্রমে।

এপারে এসেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বিজনবাড়ি কোন দিকে?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "খানিকটা দূর আছে। চলো, আগে আমরা এই ঘোড়া নিয়েই আমার জিপটার কাছে যাই। জিপে করে বিজনবাড়ি যেতে সুবিধে হবে।"

কাকাবাবু দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "ঠিক আছে, জিপটাই নেওয়া যাক!"

তাঁর যেন আর একটুও দেরি সহ্য হচ্ছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা, দিনের আলোয় চেনার কোনও অসুবিধে নেই। কাকাবাবু খুব জোর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন!

॥ ৭ ॥

বিজনবাড়ি থানায় এসে তিন-চারজন কনস্টেবল আর একজন সাব ইনসপেক্টরকে পাওয়া গেল শুধু। অফিসার ইন-চার্জ অ্যালবার্ট গুরুং-এর আজ ছুটি। তিনি লিট্‌ল রঙ্গিত নদীতে মাছ ধরতে গেছেন।

ও-সি'র সঙ্গেই কথা বলা দরকার, তাই কাকাবাবু ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "চলো, নদীর ধারে।"

একটা ঝুপসি গাছের তলায় তিন-চারজন সঙ্গী ও অনেক খাবারদাবার নিয়ে বেশ সাজিয়ে বসেছেন দারোগাবাবু। নদীর জলে দু'খানা ছিপ ফেলা। আজ আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, বেশ ঝকমকে দিন। বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব।

পুলিশের লোকদের দেখলেই চেনা যায়। পাঁচজন লোকের মধ্যে কোন্‌জন যে অ্যালবার্ট গুরুং তা আর বলে দিতে হল না। রীতিমত পালোয়ানদের মতন তাঁর চেহারা, দাড়ি-গোঁফ কিছু নেই, খাকি প্যান্ট ও একটা হালকা সাদা রঙের জ্যাকেট পরে তিনি একটা শতরঞ্চির ওপর

আধ-শোয়া হয়ে আছেন।

তাঁর পাশে একজন লাল সোয়েটার-পরা লোক একমনে সিগারেট টানতে-টানতে চেয়ে আছেন জলের দিকে। তার দিকে এক পলক তাকিয়েই কাকাবাবু চমকে উঠলেন। চা-বাগানের মালিক ফিলিপ তামাং!

অ্যালবার্ট গুরুং কাকাবাবু ও ক্যাপটেন নরবুকে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে বিরক্তভাবে তাকালেন।

কাকাবাবু কাছে এসে যথাসম্ভব বিনীতভাবে বললেন, "নমস্কার। অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করছি, এজন্য দুঃখিত। আপনি ছুটির দিনে মাছ ধরতে এসেছেন, এ-সময় আপনাকে ডিসটার্ব করা উচিত নয়, কিন্তু আমার দরকারটা খুব জরুরি।"

ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে, চোখ বড় বড় করে বললেন, "আরে, মিঃ রায়চৌধুরী? শেষ পর্যন্ত এদিকে এলেন তা হলে? কী সৌভাগ্য আমাদের। আসুন, আসুন, বসুন!"

তারপর তিনি দারোগাকে বললেন, "ইনি মিঃ রাজা রায়চৌধুরী। বিখ্যাত লোক। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?"

অ্যালবার্ট গুরুং দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না, শুনিনি!"

ফিলিপ তামাং তবু মহা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "খুব বিখ্যাত লোক, অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, দিল্লির অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে এঁর চেনা আছে।"

দারোগা অ্যালবার্টের ভুরু কোঁচকানিটা মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, "নমস্কার, বসুন।"

কাকাবাবু ফিলিপ তামাংকে পছন্দ করেন না, কিন্তু এই সময় লোকটি উপস্থিত থাকায় কিছুটা সুবিধে হল। কাকাবাবু নিজের মুখে নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে পারতেন না, দারোগা অ্যালবার্টও তাঁকে প্রথমে পাত্তা দিতে চাননি।

কাকাবাবু পাশে হাত দেখিয়ে বললেন, "ইনি ক্যাপটেন নরবু, এক্স মিলিটারি ম্যান। আমার বন্ধু।"

অ্যালবার্ট গুরুং বললেন, "আপনারা স্যান্ডউইচ খাবেন? ফ্লাস্কে চা-ও আছে।"

কাকাবাবু বা ক্যাপটেন নরবু আপত্তি করলেন না। দু'জনেরই খিদে পেয়েছে। ওঁদের চা ও খাবার দেবার পর অ্যালবার্ট গুরুং জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলুন, কী ব্যাপার!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। আমার এক ভাইপো, তার আঠেরো বছর বয়েস, তাকে জোর করে একটা মনাস্টারিতে আটকে রেখেছে।"

ফিলিপ তামাং বলল, "আপনার সেই ভাইপো সন্তুকে? দ্যাট ওয়ান্ডার বয়? দারুণ বুদ্ধিমান! তাকে আটকে রাখল কী করে?"

দারোগা অ্যালবার্ট হাত তুলে ফিলিপকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আগে আমাকে সবটা শুনতে দাও! ছেলেটিকে আটকে রেখেছে মানে কি? জোর করে ধরে নিয়ে গেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সেখানে আমরা নিজেরাই গিয়েছিলাম।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "কোন মনাস্টারি? এখানে তো বেশ কয়েকটা আছে?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "পিণ্ড মনাস্টারি। জঙ্গলের মধ্যে। ডিংলা ঝরনার ধারে।"

দারোগা অ্যালবার্ট চোখ কপালে তুলে বললেন, "ওরে বাবা, সেখানে তো কেউ যায় না। কোনও বাইরের লোককে সেখানে ঢুকতেও দেওয়া হয় না! আপনারা গেলেন কী করে?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "বজ্র লামা নিজে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন!"

দারোগা অ্যালবার্ট এবার শিস দিয়ে উঠে বললেন, "আপনারা বজ্র লামার পাল্লায় পড়েছিলেন? সে যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! তারপর তারপর?"

ফিলিপ তামাং জিজ্ঞেস করলেন, "সেই মঠে তো তিনশো বছর বয়েসী দু'জন লামা আছেন শুনেছি। তাঁদের দেখেছেন?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "দু'জনকে না, একজনকে দেখেছি। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রাচীন লামা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ, তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে আলো বেরোয়। তিনি চোখ মেলে তাকালে অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ

চমকায়। সমস্ত ঘরটা মিষ্টি গন্ধে ভরে যায়। আর কী অপরূপ তাঁর রূপ। একদিকে শিশু, অন্যদিকে মহা বৃদ্ধ! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।"

কাকাবাবু বললেন, "সব ম্যাজিক!"

অ্যালবার্ট গুরুং আর ফিলিপ তামাং দু'জনেই কাকাবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "ম্যাজিক মানে?"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমক আর নানারকম আলোর খেলা, সবই ইলেকট্রিক আলোর কায়দা!"

ক্যাপটেন নরবু খানিকটা আহতভাবে বললেন, "এটা তুমি কী বলছ রাজা? জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিক আসবে কোথা থেকে। ওখানে তো বিদ্যুতের লাইনই যায়নি। মনাস্টারিতে শুধু মোমবাতি জ্বলছিল, মনে নেই?"

কাকাবাবু বললেন, "ইলেকট্রিকের কানেকশান না থাকলেও গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালা যায়। সিনেমার শুটিংগুলো হয় কীভাবে? জেনারেটরে আলো জ্বলে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "জেনারেটর?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। একসময় আমি গোঁগোঁ যান্ত্রিক আওয়াজ শুনেছি। জেনারেটরের ওপর অনেকগুলো কম্বল চাপা দিলে আওয়াজটা কম হয়। কিন্তু একেবারে লুকনো যায় না! নরবু, তোমাকে সকালেই বলেছি না, মড়ার মাথার খুলি থেকে যদি আলো বেরুতে নিজের চোখেও দ্যাখো, তা হলেও বিশ্বাস করবে না। নিশ্চয়ই সেটা কোনও কারসাজি!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আর ধূপকাঠি থেকে যে ফুলঝুরির মতন রঙিন আলোর ফুলকি বেরুতে লাগল, সেটাও ইলেকট্রিক?"

কাকাবাবু বললেন, "ফুলঝুরির মতন রঙিন আলোর ফুলকি বেরুতে দেখলে বোঝা উচিত, সেটা ফুলঝুরিই,অন্য কিছু না। খুব সাধারণ ব্যাপার। কিছু ধূপ কাঠির ওপর দিকে শুধু ধূপের মশলা আর মাঝখান থেকে ফুলঝুরির মশলা দিয়ে তৈরি করলেই সেই ধূপকাঠি কিছুক্ষণ ধোঁয়া দেবার পর ফুলঝুরি হয়ে যাবে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "রাজা, আমি তোমার সব কথা মানতে পারছি

না। আমি প্রাচীন লামাকে দেখেছি, তিনি সত্যিই এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, কোনও সাধারণ মানুষের ওরকম চেহারা বা রূপ হতেই পারে না। তুমি বলতে চাও, সবটাই ম্যাজিক আর কারসাজি ?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রাচীন লামা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। তিনি কালজয়ী মহাপুরুষ হতেও পারেন। আর-একবার ভাল করে তাঁকে দেখতে হবে। কিন্তু বজ্র লামা যে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্য নানা রকম আলোর ভেলকি দেখাচ্ছিলেন, তাতে আমার কোনও সন্দেহই নেই !"

ফিলিপ তামাং বললেন, "বাঙালিবাবুরা অনেক কিছুই অবিশ্বাস করেন। আমি দেখেছি তো অনেক। কিন্তু বজ্র লামার যে নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তা অনেকেই মানে। তিনি একবার ছুঁয়েই অনেক মানুষের রোগ সারিয়ে দেন।"

ক্যাপটেন নরবু নতুন করে উৎসাহ পেয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই ! এই সন্তুরই তো সাঙ্ঘাতিক অসুখ হয়েছিল, বজ্র লামা তাকে চোখের নিমেষে সারিয়ে দিলেন। কী রাজা রায়চৌধুরী, সেটা কি তুমি অস্বীকার করতে পারো ?"

কাকাবাবু ধীর স্বরে বললেন, "না, সেটা অস্বীকার করছি না। তবে লোককে হিপনোটাইজ করাকে ঠিক অলৌকিক ক্ষমতা বলে আমি মানতে রাজি নই। এই ক্ষমতা কেউ কেউ আয়ত্ত করে। শুধু সাধু-সন্ন্যাসী নয়, কোনও-কোনও ডাক্তারও এটা পারে। মেসমার নামে একজন ডাক্তার এইভাবে রুগিদের চিকিৎসা করতেন, তা জানো না বোধ হয়। সেইজন্যই এই পদ্ধতির নাম মেসমেরিজ্‌ম !"

ক্যাপটেন বললেন, "সম্মোহন করে কোনও রোগ পার্মানেন্টলি সারিয়ে দেওয়া যায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা যায় না। কিন্তু রুগির মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া যায় যে, সে একদম সেরে গেছে। সেই বিশ্বাসটাই বড় কথা। দার্জিলিং-এ বীরেন্দ্র সিং নামে একজন লোককে দেখে আমার এই কথা মনে হয়েছিল। মানুষের হাতের মধ্যে বুড়ো আঙুলটাই আসল। অন্য কোনও প্রাণী বুড়ো আঙুলের ব্যবহার জানে না, তাই তারা কোনও জিনিস

হাত দিয়ে ধরতে পারে না। একটা বাঁদর কেন হাত দিয়ে লাঠি ধরতে পারে না ? কেন লাঠি দিয়ে অন্যকে মারতে পারে না ? কারণ ওরা এখনও বুড়ো আঙুলের ব্যবহার শেখেনি। বীরেন্দ্র সিং-এর এক হাতে শুধু বুড়ো আঙুল আছে, অন্য আঙুল নেই। সেই হাতে একটা গ্লাভস পরে নিলে তারপর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে একটা গেলাস কিংবা লাঠি ধরা অসম্ভব কিছু নয়। বজ্র লামা ওই বীরেন্দ্র সিংকে হিপনোটাইজ করে এই বিশ্বাসটাই জন্মে দিয়েছেন। সেটা খারাপ কিছু না ?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কিন্তু সন্তুর অত জ্বর ছিল, চোখের নিমেষে কমিয়ে দিলেন বজ্র লামা, আমরা ওর কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, সেটাও সম্মোহন?"

কাকাবাবু বললেন, "চোখের নিমেষে কমাননি। কিছুটা সময় লেগেছে। সেইজন্যই অত সব মন্ত্র পড়ছিলেন। বিজ্ঞানের মধ্যেও অনেক ম্যাজিক আছে, তুমি ক্রোসিন বলে একটা ওষুধের নাম শুনেছ ? তোমার একশো চার-পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলেও ক্রোসিন ট্যাবলেট দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বর একেবারে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আজকাল সাধু-সন্ন্যাসীরাও এইসব ওষুধ ব্যবহার করতে শিখে গেছে। অনেক সময় ট্যাবলেটগুলো গুঁড়ো করে অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। তবে সন্তুর মাথাব্যথাটা বজ্র লামা সম্মোহনে ভুলিয়ে রেখেছেন।"

দারোগা অ্যালবার্ট অস্থিরভাবে বললেন, "আপনারা তর্ক করছেন, আমার সব ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে। আসল ব্যাপারটা কী ? আপনাদের সঙ্গে একটি ছেলে ছিল, তাকে আটকে রাখা হয়েছে ?"

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই ক্যাপটেন নরবু ফস করে বলে দিলেন, "সে নিজেই আসতে চাইছে না। আজ সকালে তাকে কত সাধাসাধি করা হল, সে আসতে চাইল না।"

দারোগা অ্যালবার্ট হেসে বললেন, "সে নিজেই আসতে চাইছে না ? তা হলে সেও বোধ হয় লামা হতে চায় ? তবে আর তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে কী হবে ?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার ভাইপোকে সম্মোহিত করা হয়েছে। তার কথাবার্তা স্বাভাবিক নয়, তার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়।

এইভাবে তাকে আটকে রাখা বেআইনি। আমি আপনার সাহায্য চাইছি, পুলিশফোর্স নিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে। সে ওখানে বেশিক্ষণ থাকলে তার ব্রেনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "কিন্তু এ-ব্যাপারে তো আপনাকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনও ধর্মস্থানে কি হুট করে পুলিশ পাঠানো যায়? সেটা খুব গোলমেলে ব্যাপার!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি সেইজন্যই সাজেস্ট করছিলাম, ছেলেটি ওখানে দু' তিনদিন থাকুক। তারপর ওর নিজেরই শখ মিটে যাবে। বজ্র লামা ওর কোনও ক্ষতি করবেন না।"

কাকাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি চুপ করো, নরবু। বজ্র লামা তোমাকেও খানিকটা সম্মোহন করেছেন, তাই তুমি ওঁর হয়ে কথা বলছ।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "বজ্র লামা আপনার ভাইপোকে আর ক্যাপটেন নরবুকে হিপনোটাইজ করেছেন, আর আপনাকে করতে পারেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে সম্মোহন করা সোজা নয়। কারণ, আমি নিজেও ওই ব্যাপারটা এক সময় আয়ত্ত করেছিলাম। উনি আমার চোখের দিকে তাকিয়েই সেটা বুঝেছিলেন, তাই সরাসরি আমার দিকে বেশি তাকাচ্ছিলেন না। অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক শক লাগিয়ে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন। তার শোধ আমি একদিন নেবই! আমার ভাইপোকে আজই উদ্ধার করতে হবে। মিঃ অ্যালবার্ট, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না?"

অ্যালবার্ট বললেন, "কী করে সাহায্য করব, বলুন! আপনিই বললেন, তার বয়েস আঠারো বছর। সে নিজে আসতে চাইছে না। এই অবস্থায় আমি একটা মনাস্টারির মধ্যে কি পুলিশ ঢোকাতে পারি? দুঃখিত, আমার কিছু করবার নেই এ ব্যাপারে!"

কাকাবাবু এবার কোটের পকেট থেকে রাষ্ট্রপতির চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা পড়ে দেখুন।"

দারোগা অ্যালবার্ট এবার সোজা হয়ে উঠে বসে সসম্মানে রাষ্ট্রপতির চিঠিখানা পড়লেন। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "মাননীয় রাষ্ট্রপতি

একটা কাজের জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছেন, সেটা বুঝলাম। আপনি একজন ইম্পর্টান্ট মানুষ। কিন্তু এতে পুলিশ-বাহিনীর প্রতি কোনও নির্দেশ নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "রাষ্ট্রপতির হয়ে যে কাজ করছে, তাকে সাহায্য করা পুলিশের কর্তব্য নয়?"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "আর কী কী সাহায্য চান বলুন? শুনুন, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলছি। তিব্বতিরা অধিকাংশই খুব ভাল লোক। খুবই ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয়। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটা মনাস্টারি আছে, কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয় না। স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক ভাল। কোনও মনাস্টারিতেই পুলিশ নিয়ে যাবার অর্ডার আমাদের নেই। লামাদের এখানে সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। একমাত্র বজ্র লামাকে সবাই ভয় পায়। শুনেছি, তাঁর নাকি নানা রকম অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। পিণ্ড মনাস্টারিতে বাইরের লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, সেটাও ওঁদের নিজস্ব ব্যাপার। বজ্র লামা সেখানে নাকি তিনশো বছরের বৃদ্ধ এক লামাকে লুকিয়ে রেখেছেন। কেন লুকিয়ে রেখেছেন, তা তিনি জানেন। মাঝে-মাঝে তিনি দিল্লিতেও যাতায়াত করেন। শুনেছি, এই নভেম্বর মাসে তিনি বড়-বড় লামাদের এক সম্মেলন ডাকছেন এখানে। তখন দলাই লামাকেও নাকি নেমন্তন্ন করে আনবেন। নিশ্চয়ই বিরাট কিছু হবে। তা হলেই বুঝতে পারছেন। এরকম একজন বড়দরের লোকের বিরুদ্ধে হুট করে আপনার কথায় কোনও অ্যাকশন নিতে পারি?"

ফিলিপ তামাং এতক্ষণ পর বললেন, "বজ্র লামাকে এখানে সবাই ভয় পায়। পুলিশরাও ভয় পায়। এর আগেও শোনা গেছে যে, দু-একটি অল্প বয়সী ছেলেকে উনি মনাস্টারিতে নিয়ে গেছেন, তারা আর বাইরে আসেনি। এটা গুজবও হতে পারে। তবে এটা ঠিক, উনি ছোট ছেলেদের পছন্দ করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে উনি ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভাব করেন, এরকম অনেকে দেখেছে। উনি নাকি একজন বৌদ্ধ অবতারকে খুঁজছেন!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "হ্যাঁ, সেটা আমরাও জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "বজ্র লামা সবাইকে এরকম ভয় পাইয়ে রেখেছেন কেন ? এটা কি কোনও ধর্মগুরুকে মানায় ?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "ওঁর খুব ক্ষমতার লোভ। সবাই ওঁর কথা মানবে, সবাই ওঁকে দেখলেই মাথা নিচু করবে, এটাতেই ওঁর আনন্দ। টাকা-পয়সার নেশার চেয়েও ক্ষমতার নেশা যে অনেক বেশি হয়, তা নিশ্চয়ই জানেন। সারা পৃথিবীতেই তো কিছু-কিছু মানুষ ক্ষমতার নেশায় পাগল হয়ে গিয়ে কত লোকের ওপর অত্যাচার করে, তাই না ? তিন শো বছরের এক বৃদ্ধ লামাকে এই বজ্র লামা কোনও মতলবে লুকিয়ে রেখেছেন, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। এটা সত্যি না গুজব, তা তদন্ত করে দেখা উচিত নয় ? পুলিশ এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। সেইজন্যই আমি দার্জিলিং থেকে দু-একজন বড়-বড় লোককে এদিকটায় আনতে চেয়েছিলাম !"

দারোগা অ্যালবার্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "মাছ ! মাছ !"

একটা ছিপ ধরে তিনি টান মারলেন। অমনি একটা মাঝারি সাইজের মাছ ছটফটিয়ে উঠে এল।

তিনি খুশির সঙ্গে বললেন, "বাঃ, রঙ্গিত নদীতে এখন ট্রাউট মাছ পাওয়া যাচ্ছে। চমৎকার !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমিও তা হলে এখানে ছিপ নিয়ে আসব তো ?"

দারোগা অ্যালবার্ট কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি তা হলে এখন বিশ্রাম নেবেন ? আপনার জন্য বাংলো ঠিক করে দেব ?"

কাকাবাবু কড়া চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ অ্যালবার্ট গুরুং, আমি রাষ্ট্রপতির দূত হিসেবে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার ভাইপোকে উদ্ধার করার জন্য আপনি আমার সঙ্গে পুলিশ-বাহিনী নিয়ে চলুন। যদি আপনি আমার এই অনুরোধ না মানেন, তা হলে আমি সরকারের কাছে আপনার নামে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব। তার ফল ভাল হবে না !"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "কী মুশকিল, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন ? মিঃ রায়চৌধুরী, আমি একটা সামান্য থানার দারোগা। ট্রাউট মাছ নয়, চুনো পুঁটি। আমি কি নিজের দায়িত্বে একটা মনাস্টারিতে জোর করে ঢুকতে পারি ? পরে যদি এই নিয়ে গোলমাল হয় ? আমার ওপরওয়ালার অর্ডার দরকার। দার্জিলিং-এর ডি আই জি না বললে আমি এ-রকম অ্যাকশান নিতে পারি না। অসম্ভব !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে ওপরওয়ালার কাছ থেকে এক্ষুনি অর্ডার আনবার ব্যবস্থা করুন। দরকার হলে আমিও টেলিফোনে কথা বলতে পারি। পুলিশের ওপরমহলের কর্তারা সবাই আমাকে চেনে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "তিন দিন ধরে এদিককার সব ফোন খারাপ। দার্জিলিং-এর সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করার কোনও উপায় নেই। একমাত্র কোনও লোক পাঠানো যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "লোক পাঠান। আমি চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিচ্ছি ! তাতে আপনার দায়িত্ব অনেক কমে যাবে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "দার্জিলিং-এর দিকে ধস নেমে রাস্তা খারাপ। তা ছাড়া আমি যতদূর জানি, ডি আই জি সাহেব আজ সকালেই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কালিম্পং থেকে কলকাতায় গেছেন। সুতরাং এখান থেকে লোক পাঠালেও সে কখন অর্ডার নিয়ে ফিরবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। যাই হোক, তবু একজনকে পাঠানো যেতে পারে !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি বলেছিলাম না, রাজা, দু-তিন দিন অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই !"

কাকাবাবু অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন।

দু-তিন দিন সময় নষ্ট হবে ? ততক্ষণ সন্তু ওই জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবে ?

ফিলিপ তামাং এবার হাতের জ্বলন্ত সিগারেট নদীর জলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, একটু আড়ালে আসুন তো। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে।"

কাকাবাবু প্রথমে একটু অবাক হলেন। কিন্তু আপত্তি করলেন না। তিনি ফিলিপ তামাং-এর সঙ্গে চলে গেলেন খানিকটা দূরে।

সেখানে একটা বড় পাথরের চাঁই, তাকে ঘিরে উঠেছে কিছু লতানে ফুল গাছ। নদীর জলেও এখানে কয়েকটা বড় বড় পাথর পড়ে আছে, সেইজন্য

জলস্রোতে ঝরঝর শব্দ হচ্ছে।

ফিলিপ তামাং বললেন, "মিঃ রায় চৌধুরী, পুলিশ আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনার ভাইপোকে দু-তিন দিনের জন্যও ওই জায়গায় আটকে থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওর কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। একে তার আগেই উদ্ধার করতে হবে। এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।"

কাকাবাবু কয়েক পলক ফিলিপ তামাং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে বললেন, "আপনি সাহায্য করবেন? কীভাবে?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "পুলিশ সাহায্য করবে না। কিন্তু আমরা গোপনে ওই মনাস্টারিতে ঢুকব। রাত্তিরবেলা। এখানকার নেপালি আর লেপচারা ওই মনাস্টারিতে ঢুকতে ভয় পায়। কিন্তু আমার একজন বিশ্বাসী অনুচর আছে। তার দারুণ সাহস। সেই জগমোহন আর আমি যাব, আপনি সঙ্গে থাকবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "বজ্র লামা সহজে সন্তুকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। নিশ্চয়ই পাহারা দিয়ে রাখবে। রাত্তিরবেলা ওখানে ঢুকতে গেলে বিপদের ঝুঁকি আছে। আপনি শুধু শুধু সেই ঝুঁকি নেবেন কেন?"

ফিলিপ তামাং হেসে বললেন, "আমি বিপদ গ্রাহ্য করি না। আপনার সঙ্গে একটা অভিযানে যাব, এটাই তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

কাকাবাবু তবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "শুধু এইজন্য?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "নিশ্চয়ই! এটা কি কম কথা! তা ছাড়া আপনার ওই বুদ্ধিমান ভাইপোটিকে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। তার কোনও ক্ষতি হোক, আমি চাই না। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। ওই বজ্র লামার ওপরে আমার রাগ আছে। ওকে একবার শিক্ষা দিতে চাই। আমার হাঁটুতে একটা ব্যথা আছে জানেন তো? অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তবু সারেনি। শেষ পর্যন্ত ওই বজ্র লামার কাছে গিয়েছিলাম, উনি আমার চিকিৎসা করতে রাজি হননি।"

"কেন?"

"কোনও কারণ না দেখিয়েই উনি ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। তবে আমার ধারণা, আমি ক্রিশ্চান বলে উনি রাজি হননি। আপনি জানেন কি, উনি

চিকিৎসার জন্য টাকা পয়সা নেন না বটে, কিন্তু যাদের উনি সারিয়ে দেন, তাদের প্রত্যেককে আট দশ দিন অন্তর অন্তর এসে ওই বজ্র লামাকে প্রণাম করে যেতে হয়।"

"হুঁ! সন্তু তো সেরকম প্রণাম করতে আসত না। সেইজন্যই কি উনি সন্তুকে নিজের কাছে রেখে দিতে চান?"

"আজকাল নতুন করে কেউ লামা হতে চায় না সহজে। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাকরি করতে চায়। তাই উনি ছোট-ছোট ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে যান শুনেছি। সন্তুকে এর পর উনি যদি কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলেন, তা হলে আপনি আর তার খোঁজ পাবেন না।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, এখানকার পুলিশ সাহায্য করতে চায় না শুনেই আমি ঠিক করেছিলাম, আজ রাতে আমি একাই ওই মনাস্টারিতে আবার যাব। আপনি যদি সঙ্গে যেতে চান তো ভাল কথা!"

ফিলিপ তামাং খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে এক কাজ করা যাক, এখন আপনি আমার চা-বাগানে চলুন। খানিকক্ষণ বাংলোতে বিশ্রাম নেবেন। এর মধ্যে আমি লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছি বজ্র লামা এখন কোথায় আছেন। জঙ্গলের মনাস্টারিতে সবাইকে যেতে দেয় না বলে তিনি মাঝে-মাঝেই মানেভঞ্জনের কাছে ছোট মঠটাতে এসে থাকেন, সেখানেই ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন।"

কাকাবাবু বললেন, "জঙ্গলের মনাস্টারি থেকে আজ তাঁরও চলে আসার কথা একবার বলেছিলেন।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "তা হলে তো সুবিধেই হবে। আমরা যাব শেষ রাত্তিরের দিকে। ওই সময় সবাই গাঢ়ভাবে ঘুমোয়।"

ওঁরা দু'জন আবার মাছ ধরার দলটির কাছে আসতেই ক্যাপটেন নরবু বললেন, "রাজা, আমি কী ঠিক করলাম জানো? এখানকার থানার লোক দার্জিলিং যাবে, সেখান থেকে পুলিশের বড়-কর্তার পারমিশন নিয়ে আসবে, তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তারচেয়ে তুমি আর আমি বরং দার্জিলিং চলে যাই এক্ষুনি। তুমি বললে কাজটা সোজা হবে। আমরাই

দার্জিলিং থেকে পুলিশ-ফোর্স নিয়ে আসতে পারব। কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরতে পারব।"

কাকাবাবু শুনে বললেন, "ঠিক বলেছ। খুব ভাল আইডিয়া। আমরাই যাব। চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।"

ফিলিপ তামাং হকচকিয়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। কাকাবাবু তাঁকে কিছু বললেন না।

তিনি দারোগা অ্যালবার্টকে একটা শুকনো নমস্কার করে বললেন, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমরাই দার্জিলিং যাচ্ছি। আপনি মাছ ধরুন।"

দারোগা অ্যালবার্ট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "ও কে!"

কাকাবাবুরা ফিরে এলেন ক্যাপটেন নরবুর জিপের কাছে। কাছেই ফিলিপ তামাং-এরও জিপ রয়েছে একটা।

কাকাবাবু পকেট থেকে নোটবুক ও কলম বার করে বললেন, "ক্যাপটেন নরবু, দার্জিলিং-এ আমি যাব না। তোমাকে একা যেতে হবে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি পুলিশের ডি আই জি কিংবা এস পির সঙ্গে দেখা করবে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে পুলিশ-ফোর্স নিয়ে আসবে। সম্ভব হলে আজ শেষ রাত্তিরের মধ্যেই। সোজা চলে আসবে ওই জঙ্গলের মনাস্টারির কাছে।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তুমি যাবে না? তুমি এখানে একা থেকে কী করবে?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। আমি আজ রাতেই আবার ওই মনাস্টারিতে ফিরে যেতে চাই। ফিলিপ তামাং আমাকে সাহায্য করবেন বলেছেন।"

ক্যাপটেন নরবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, "ওখানে তুমি আবার যাবে? ওই বাঘের গুহায়? বজ্র লামার অনুমতি ছাড়া ওখানে কেউ যেতে পারে না। দরজার কাছে মশাল নিয়ে দু'জন লোক পাহারা দেয় দেখোনি? ঢুকবে কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সে একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ভেতরে ঢুকলেও নিস্তার নেই। একবার

একটা চোর ঢুকেছিল, তার চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছিল, সারা গায়ে নখের ফালা ফালা দাগ, একথা বলিনি তোমাকে? আর একবার আর একটা লোককে পাওয়া গিয়েছিল ঝরনার ধারে, তারও চোখ দুটো ওপড়ানো, গলাটা মুচড়ে ভেঙে দেওয়া। পুলিশ কারুকে ধরতে পারেনি। ওটা কোনও মানুষের কাজ নয়। বজ্র লামা ভূত-প্রেত-দানবদের বশ মানাতে পারেন। এটা অবিশ্বাস কোরো না। কোনও দানব ছাড়া মানুষের গলা মুচড়ে ওইরকম ভাবে কেউ ভাঙতে পারবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কখনও ভূত-প্রেত-দানব দেখিনি। একবার দেখার খুব ইচ্ছে আছে। তারপর মরি তো মরব!"

ক্যাপটেন নরবু ব্যাকুলভাবে বললেন, "যাই বলো রাজা, তোমাকে ফেলে রেখে আমি একা যেতে পারব না। ওই মনাস্টারিতে আমি তোমাকে আর যেতেও দেব না!"

কাকাবাবু খস খস করে নোটবুকের পাতায় একটা চিঠি লিখলেন। তারপর পাতাটা ছিঁড়ে ক্যাপটেন নরবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নরবু, এর আগে দু-একবার আমি তোমার কিছু উপকার করেছি। তুমি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলে। এখন আমি সেটা চাইছি। তুমি এই চিঠিটা নিয়ে এক্ষুনি দার্জিলিং রওনা হয়ে যাও। তোমাকে একাই যেতে হবে। এতেই আমার খুব উপকার হবে। দেরি কোরো না, এগিয়ে পড়ো..."

ক্যাপটেন নরবু তখনও দাঁড়িয়ে রইলেন। কাকাবাবু তাঁর দিকে আঙুল তুলে বললেন, "যাও! প্লিজ..."

তারপর কাকাবাবু উঠে পড়লেন ফিলিপ তামাং-এর জিপে!

॥ ৮ ॥

মাঝরাতে এমন ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল যে, মনে হল যেন আকাশ ভেঙে পড়বে! প্রচণ্ড বজ্রপাতের আওয়াজ আর হাওয়ার বেগে উপড়ে পড়ল কয়েকটা বড়-বড় গাছ। ঝন-ঝন শব্দে ভেঙে গেল বাংলোর কয়েকটা কাচের জানলা।

এর মধ্যে বেরনো যায় না।

পাহাড়ি রাস্তায় রাত্তির বেলা গাড়ি চালানোই বিপজ্জনক। ঝড়-বাদলের মধ্যে যখন-তখন অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

কাকাবাবু শুতে গেলেন না। জানলার ধারে বসে রইলেন আগাগোড়া।

বৃষ্টির তেজ কমে এল প্রায় রাত তিনটের সময়। কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে ফিলিপ তামাং-এর ঘরের দরজায় খট খট করলেন।

ফিলিপ তামাং কোট-প্যান্ট পরে তৈরিই ছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ। দরজা খুলে বললেন, "এখন কী আর যাবেন? নাকি কাল রাত্তিরের জন্য অপেক্ষা করবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আজই যেতে চাই।"

ফিলিপ তামাং ঘড়ি দেখে বললেন, "ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে যদি ভোর হয়ে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "হোক!"

একবার ঠিক হয়েছিল যাওয়া হবে মটোর সাইকেলে। কিন্তু ওতে বড্ড বেশি আওয়াজ হয়। রাত্তিরবেলা সেই আওয়াজ শোনা যায় অনেক দূর থেকে। এই ঝড়-বৃষ্টির পর রাস্তা পেছল হয়ে আছে, এর মধ্যে ঘোড়ায় যাওয়াও ভয়ের ব্যাপার। তখন ঠিক হল জিপেই যেতে হবে। এই চা বাগানের দিক থেকে একটা রাস্তা আছে। সেটাতে ওই জঙ্গলের মনাস্টারির পেছনের পাহাড়টার একপাশে পৌঁছনো যায়। এই রাস্তায় গেলে ডিংলা ঝরনা পেরোতে হবে না। অবশ্য পাহাড়ের গা থেকে খানিকটা হাঁটতে হবে জঙ্গলের মধ্যে।

ফিলিপ তামাং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি হাঁটতে পারবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড় দিয়ে নীচের দিকে নামতে হবে তো? সেটা আমি ঠিক পারব।"

জিপ চালাচ্ছে জগমোহন। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, কিন্তু সেকথা বলে খুব কম। তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কুস্তিগিরের মতন চেহারা।

ফিলিপ তামাং একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমি আরও একজনকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম। তার নাম বান্টু। খুব বিশ্বাসী আর

বুদ্ধিমান। কিন্তু বজ্র লামার নাম শুনে সে ভয় পেয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি লোকের দরকার নেই। তবে, মনাস্টারির বাইরে দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক পাহারা দেয়, তাদের চোখ এড়িয়ে ভেতরে ঢোকা একটু শক্ত হবে।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "তাদের ঘায়েল করার ব্যবস্থা আমি করেছি। আচ্ছা, মিঃ রায়চৌধুরী, কেউ যদি আপনাকে তাড়া করে, তা হলে তো আপনি দৌড়ে পালাতে পারেন না। অথচ, আপনি এত সব জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারে যান কী করে?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমার কখনও পালাবার দরকার হয়নি এ পর্যন্ত। কেউ যদি তাড়া করে আসে, আমি ধরা দিই।"

ফিলিপ তামাং বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "আপনি ধরা দেন? তারপর?"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর কিছু একটা হয়ে যায়। এ পর্যন্ত তো একবারও মরিনি, দেখাই যাচ্ছে।"

গম্ভীর স্বভাবের জগমোহন জিপ চালাতে-চালাতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "বজ্র লামার মনাস্টারিতে ভূত আছে?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "ভূত? ধুর, ভূত আবার কী! একথা কে বলল তোকে?"

জগমোহন বলল, "বান্টু বলল! ওখানে কেউ মরলে নাকি পোড়ানো হয় না, কবরও দেওয়া হয় না। তারা ভূত হয়ে রাত্তিরবেলা ঘোরে!"

ফিলিপ তামাং তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, "কী রে, জগমোহন। তুইও ভয় পাচ্ছিস নাকি?"

জগমোহন দু'দিকে মাথা নাড়ল।

ফিলিপ তামাং বললেন, "জ্যান্ত মানুষদের তুই কবজা করবি, তাতেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। এই যে মিঃ রায়চৌধুরী আছেন, ইনি ভূত-টুতদের জব্দ করবেন।"

কাকাবাবু তাঁর ক্রাচ দুটো একবার তুলে দেখলেন। শব্দ যাতে না হয় সেইজন্য আজ বিকেলে ক্রাচ দুটোর তলায় রবার লাগানো হয়েছে। ইলাস্টিক দড়িও লাগানো হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে ও দুটোকে পিঠে বেঁধে

নেওয়া যায়। ফিলিপ তামাং বারবার বলছিলেন, আমি শুধু দেখতে চাই, শত্রুর ঘাঁটির মধ্যে গিয়ে আপনি কীভাবে ঘোরাফেরা করেন!

এত বৃষ্টির ফলে রাস্তা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। জিপটা স্কিড করছে মাঝে-মাঝে। জগমোহন চালায় ভাল, তবু দু-একবার গাড়িটা প্রায় খাদে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। এক জায়গায় একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, অবশ্য তাতে ক্ষতি হল না বিশেষ।

হেডলাইটের তীব্র আলোয় শুধু রাস্তার সামনেটা দেখা যাচ্ছে, বাকি সব অন্ধকার। একটা কী যেন প্রাণী দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, মখমলের মতন তার হলদে শরীর ঝিলিক দিয়ে গেল একবার।”

কাকাবাবু বললেন, “লেপার্ড!”

ফিলিপ তামাং উৎসাহের সঙ্গে বললেন, “গুড সাইন লেপার্ড দেখলে কার্যসিদ্ধি হয়। আজ আমরা নিশ্চয়ই জিনিসটা পাব।”

কাকাবাবু বললেন, “জিনিস?”

ফিলিপ তামাং বললেন, “না, না। সরি, জিনিস কি বলছি! ভুল বলেছি। আপনার ভাইপো সন্তুকে নিয়ে আসতে পারব। সেটাই মিন করেছি!”

জগমোহন বলল, “আর যাওয়া যাবে না!”

সামনে রাস্তার ওপরে দুটো বড়-বড় পাইন গাছ পড়ে আছে। আজকের ঝড়ে ভেঙেছে। এই গাছ সরাতে অনেক লোক লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, “ভালই হয়েছে। আমরা এখানে নেমে পড়ি। আর কত দূর?”

ফিলিপ তামাং বললেন, “বড় জোর দু' ফার্লং। তাই না জগমোহন?”

জগমোহন বলল, “সিকি মাইল থেকে আধ মাইল, তার বেশি হবে না।”

কাকাবাবু বললেন, “গুড। লেট্স স্টার্ট!”

ফিলিপ তামাং বললেন, “লেপার্ড দেখা খুব গুড সাইন বটে। কিন্তু সে ব্যাটা না পেছন থেকে হঠাৎ ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে!”

কাকাবাবু বললেন, “তিনজন মানুষ একসঙ্গে দেখলে কোনও লেপার্ড অ্যাটাক করবে না। চলুন, চলুন, বেশি দেরি করলে ভোর হয়ে যাবে!”

ক্রাচ নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে কাকাবাবুরই সবচেয়ে অসুবিধে হবার কথা, তবু তিনি অন্যদের চেয়ে আগে-আগে নামতে লাগলেন। তিনজনেরই হাতে জোরালো টর্চ।

নিঃশব্দে তিনজনে এসে পৌঁছলেন জঙ্গলের মনাস্টারির কাছে।

ফিলিপ তামাং ফিসফিস করে বললেন, “কোনও গার্ডই তো দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির পর বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, সবাই নিশ্চয়ই এখন ঘুমোচ্ছে।”

কাকাবাবু বললেন, “সামনের দিকে এদের প্রধান দরজা। পেছন দিকেও একটা ছোট দরজা আছে দেখেছি। কিন্তু কোনও দরজাই নিশ্চয়ই খোলা থাকবে না। পাঁচিল ডিঙোতে হবে!”

ফিলিপ তামাং বললেন, “দারুণ এক্সসাইটমেন্ট বোধ করছি। আপনার সঙ্গে একটা অভিযানে যাচ্ছি, এটা হিস্ট্রিতে লেখা থাকবে। চলুন, আগে সামনের দরজাটার কাছে গিয়ে দেখি।”

মনাস্টারির সামনের দরজা অবশ্যই বন্ধ। পাথরের সিঁড়ির ওপর বসে আছে একজন প্রহরী। সে দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। বাতাস এখন কনকনে ঠাণ্ডা!

পকেট থেকে কী একটা জিনিস বার করে, এগিয়ে দিয়ে ফিলিপ তামাং বললেন, “নে জগমোহন, লোকটাকে কাত করে দে!”

জগমোহন প্রায় নিঃশব্দ-পায়ে ছুটে গিয়ে লোকটির মুখ চেপে ধরল।

লোকটি লড়াইয়ের কোনও সুযোগই পেল না। খানিকটা ছটফট করেই ঢলে পড়ল একপাশে।

কাকাবাবু শিউরে উঠে বললেন, “লোকটা মরে গেল নাকি!”

ফিলিপ তামাং বলল, “না! মারবার দরকার হবে না!”

ফিলিপ তামাং সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে বড় দরজাটা একবার ঠেলে দেখল। তারপর ফিরে এসে বলল, “এই দরজা ভাঙা যাবে না। লোহার মতন শক্ত। আর একটা ছোট দরজা কোথায় আছে বললেন?”

কাকাবাবু ওদের নিয়ে এলেন মনাস্টারির পেছন দিকে, ডান পাশে। এখানে একটা ছোট দরজা আছে। আজ সকালে এই দরজা দিয়েই তাঁকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়েছিল।

এখন অবশ্য সেই দরজাও বন্ধ।

ফিলিপ তামাং জিজ্ঞেস করলেন, "জগমোহন, এই দরজাটা তেমন ভারী না। ভাঙতে পারবি?"

জগমোহন বলল, "পারবো! কিন্তু শব্দ হবে!"

ফিলিপ তামাং বলল, "আমি অবশ্য দেওয়াল টপকাবার জন্য দড়ির সিঁড়ি এনেছি। কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরী কি সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবেন?"

কাকাবাবু কিছু উত্তর দেবার আগেই কাছাকাছি একটা শব্দ হল। এখানেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে একজন প্রহরী। তার হাতে একটা গদা কিংবা মুগুরের মতন অস্ত্র। সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। এদের কথাবার্তা শুনে জেগে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কোন হ্যায়?"

ফিলিপ তামাং সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "জগমোহন ওকে ধর!"

জগমোহন ছুটে গিয়ে লোকটিকে জাপটে ধরতেই দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর চলল লড়াই।

ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে বললেন, "চিন্তা করবেন না। জগমোহন এক্ষুনি ওকে অজ্ঞান করে দেবে!"

কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।

সেই প্রহরীটি লড়াই করতে করতে এক সময়ে হেরে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল বটে, কিন্তু জগমোহনও উঠে দাঁড়াল না। সেও শুয়ে রইল লোকটির পাশে।

ফিলিপ তামাং দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ব্লাডি ফুল!"

তারপর তিনি ওদের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে জগমোহনের নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলেন। আবার ফিরে এলেন হাতে একটা ছোট শিশি নিয়ে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী!"

ফিলিপ তামাং বললেন, "এটা একটা ক্লোরোফর্মের মতন জিনিস। এটা এনেছিলাম, প্রহরীগুলোকে অজ্ঞান করে ফেলার জন্য। কিন্তু জগমোহনটা এমন বোকা, এটা নিজের নাকের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। ও নিজেও অজ্ঞান হয়ে গেল। আর ওর সাহায্য পাওয়া যাবে না। এখন তা হলে...."

কাকাবাবু বললেন, "দরজা ভাঙার চেয়ে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে পাঁচিল

টপকানো অনেক সহজ। আপনি ভাবছিলেন, আমি সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবো কি না? সিঁড়িটা লাগান, আমিই আগে উঠব!"

পাঁচিলটা পাথরের তৈরি, প্রায় দেড়-মানুষ সমান উঁচু। ওপরটা মসৃণ। ফিলিপ তামাং কয়েকবার চেষ্টা করতেই তাঁর দড়ির সিঁড়ির লোহার হুক পাঁচিলের মাথায় আটকে গেল।

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো পিঠের সঙ্গে বেঁধে দিব্যি তরতর করে উঠে গেলেন ওপরে। এবার উলটো দিকে নামতে হবে। ফিলিপ তামাং উঠে আসার পর সিঁড়িটাকে এপাশে ফেলে সহজে নামা যেত, কিন্তু কাকাবাবু আর দেরি করলেন না। হাতের ভর দিয়ে ঝুলে পড়লেন, তারপর ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে।

তিনি কুকুরের ভয় করছিলেন। তিব্বতিরা অনেকেই কুকুর পোষে। যদি কুকুর ছাড়া থাকে, তা হলেই মুশকিল। সেরকম কিছু হল না। চতুর্দিকে একেবারে নিস্তব্ধ। পৌনে পাঁচটা বাজে, এই সময়টা সত্যিই ঘুমোবার সময়। আর একটু পরেই ভোর হবে। এইসব পাহাড়ি এলাকায় ভোর হয় তাড়াতাড়ি, সন্ধে হয় আগে-আগে।

কাকাবাবু দেখলেন, একটু দূরেই সেই টালির ছাদ দেওয়া লম্বা ঘরটি। এরই বারান্দায় সকালবেলা সন্তুকে তিনি দেখে গেছেন।

ফিলিপ তামাং নেমে আসার পর কাকাবাবু বললেন, "খুব সম্ভবত ওই ঘরটার মধ্যেই সন্তু থাকবে। ওটা ছাত্রদের ডরমিটরি মনে হচ্ছে।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "চলুন, আগে ওখানেই দেখা যাক।"

নিঃশব্দে দু'জনে এগিয়ে গেলেন ঘরটার দিকে। বারান্দা পেরোবার পর একটা দরজা। সেটা ঠেলতেই খুলে গেল। মেঝেতে সারি-সারি বিছানা পাতা। এটা ছাত্রদের ঘর ঠিকই।

ফিলিপ তামাং বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এক-একজনের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলুন। আমি ওদের অজ্ঞান করে দিই। কারণ, ওরা জেগে উঠলে গণ্ডগোল করবে। শুধু সন্তুকে আমরা ডেকে নেব।"

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে রইলেন। ফিলিপ তামাং এক-একজন ছাত্রের নাকের কাছে রুমাল ঠেসে ধরতে লাগলেন, তারা দু-একবার ছটফট করেই ঢলে পড়ল। একটি ছাত্র শুধু আগেই জেগে উঠে চিৎকার করতে যাচ্ছিল,

ফিলিপ তামাং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটা চেপে রইলেন খানিকক্ষণ।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের কোনও ক্ষতি হবে না তো?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "না, না, শুধু পাঁচ ঘণ্টা কি ছ' ঘণ্টা অঘোরে ঘুমোবে। আজ সকালে ওদের প্রেয়ার হবে না, মর্নিং ক্লাসও ছুটি দিতে হবে। তাতে আর কী এমন ক্ষতি হবে বলুন?"

একে-একে সাতটি ছাত্রকেই অজ্ঞান করা হয়ে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে সন্তু নেই।

কাকাবাবু খানিকটা নিরাশভাবে বললেন, "সন্তুকে তা হলে অন্য জায়গায় রেখেছে। এখন অনেক খুঁজতে হবে। আমরা যে-ঘরটায় ছিলাম, চলুন, সেখানে এবার দেখা যাক।"

এই মনাস্টারিতে আরও কত লোক আছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। কাকাবাবু ফিলিপ তামাংকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। সকালবেলার সেই ঘরটির দরজাও ভেজানো, ঠেলতেই খুলে গেল। সকালেই কাকাবাবু লক্ষ করেছিলেন, এখানকার কোনও ঘরেই তালা দেবার ব্যবস্থা নেই। কোনও দরজার কড়া নেই।

কাকাবাবুর হাতের জোরালো টর্চের আলোয় দেখা গেল দুটো বিছানাই খালি। কেউ নেই সে ঘরে।

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, সন্তু কোথায় গেল?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "বজ্র লামা তাকে অন্য মনাস্টারিতে নিয়ে যায়নি তো? সে নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে, আপনি পুলিশ নিয়ে কিংবা অন্য যে-কোনও উপায়ে আবার ফিরে আসতে পারেন। তাই সে সন্তুকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।"

কাকাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "সে সন্তুকে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গাতেই লুকিয়ে রাখুক, আমি ঠিক খুঁজে বার করব। আগে এই মনাস্টারির সব ঘর খুঁজে দেখে নিই, তারপর আমি বজ্র লামার কাছে যাব।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "আগে একবার তিনশো বছরের বৃদ্ধ প্রাচীন লামার ঘরটায় গেলে হয় না? তাকে আমার দেখবার ইচ্ছে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, চলুন সেখানে। ওই ঘরের কাছাকাছি আরও

দু' তিনটে ঘর আছে মাটির নীচে। সন্তু ওখানে কোনও ঘরে থাকতেও পারে।"

বুদ্ধমূর্তির বড় ঘরটা পার হয়ে কোণের দরজাটা খুলে কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বললেন, "এখানেও একটা লোক পাহারায় বসে থাকে। সাবধান!"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার পর একটা সরু গলি। প্রাচীন লামার ঘরের সামনে প্রহরীটি আজ আর বসে-বসে ঘুমোচ্ছে না। সে দরজা আড়াআড়ি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার নাক ডাকছে।

ফিলিপ তামাং তার বুকের ওপর ঝুঁকে ক্লোরোফর্ম ভেজানো রুমাল চেপে ধরলেন নাকে। লোকটা একটু ছটফটও করল না। ঘুমের মধ্যে আরও ঘুমিয়ে পড়ল।

কাকাবাবু তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে টর্চের আলো ফেললেন।

এই ঘরটাও শূন্য। উঁচু বেদীটার ওপর বিছানা পাতা আছে, কিন্তু কোনও মানুষ নেই।

ফিলিপ তামাং খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "এইখানে ছিল? আপনার ঘর ভুল হয়নি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এই ঘর! কী ব্যাপার, সবাই কি এই মনাস্টারি থেকে চলে গেল নাকি?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "আমি যতদূর শুনেছি, প্রাচীন লামা তো কোনওদিন এখান থেকে বাইরে যান না।"

কাকাবাবু বললেন, "কী জানি, বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবু টর্চ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সারা ঘরটা দেখতে লাগলেন। দেওয়ালে কোনও ইলেকট্রিকের তার কিংবা বাল্‌ব নেই। কাল রাতের বিদ্যুৎচমকের ব্যাপারটা তা হলে কী ছিল? এর মধ্যে তার-টার সব খুলে নিয়েছে।

কাকাবাবু বেদীটার পিছন দিকে চলে এলেন।

প্রাচীন লামা শুয়ে ছিলেন ওপরে। আর বজ্র লামা পেছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধূপের ধোঁয়া আর তারাবাজির ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি ছিল, কীসব গন্ধও এখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দেওয়ালের গায়ে একটা মড়ার মাথার খুলির চোখের মধ্যে আঙুল ভরে দিয়ে কাকাবাবু টের পেলেন, ভেতরে বাল্‌ব লাগানো আছে। এবার তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

দেওয়ালের গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে তিনি একটা পুশ বাটন সুইচও পেয়ে গেলেন। সেটা টিপলেও অবশ্য কোনও আলো জ্বলল না।

কাকাবাবুর গায়ে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে।

এবার তিনি দেখলেন, বেদীর পেছনের দেওয়ালের দিকে একটা বেশ বড় গোল গর্ত। মানুষ গলে যেতে পারে। একটা গুহার মতন। সেই গুহার মুখে অন্য সময় পাথর চাপা দেওয়া থাকে, একটা বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে একটু দূরে।

গুহাটা ভাল করে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন না কাকাবাবু। ফিলিপ তামাং বললেন, "শেকড়গুলো কোথায় ?

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "শেকড় ?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "এরা মারাংবু গাছের শেকড় রাখে, আপনি জানেন না ? সেই শেকড় একটু-একটু খেলে মানুষ অনেকদিন বাঁচে।

কাকাবাবু বললেন, "মারাংবু গাছ ? কোনও দিন নাম শুনিনি !"

ফিলিপ তামাং বললেন, "মারাংবু গাছের আর-এক নাম ট্রি অফ গুড হোপ। একশো বছর আগে সেই গাছ পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে গেছে। একসময় তিব্বত আর চিনদেশের অন্য দু-একটা জায়গায় পাওয়া যেত। কনফুসিয়াস এই গাছের শেকড়ের গুণের কথা লিখে গেছেন। এই শেকড় খেলে মানুষের সব রোগ-ভোগ সেরে যায়। আয়ু অনেক বেশি হয়।

কাকাবাবু বললেন, "আহা, এরকম একটা অদ্ভুত গাছ পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে গেল ?

ফিলিপ তামাং বললেন, "গাছটা শেষ হয়ে গেলেও তার কিছু-কিছু শেকড় এইসব লামাদের কাছে আছে। সেই শেকড় নষ্ট হয় না। সেই শেকড় আমাদের পেতেই হবে।

কাকাবাবু বললেন, "কোনও গাছের শেকড় খেয়ে মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচবে, তা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। তবে সেরকম কিছু শেকড় পেলে লেবরেটারিতে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে !"

ফিলিপ তামাং বললেন, "এই ঘরে প্রাচীন লামা ছিল, এখানেই সেই শেকড় থাকবে।"

বেশি খুঁজতে হল না। উঁচু বেদীটার পায়ে দুটি দেরাজ। তার মধ্যে যেটা উপরের দিকে সেটা খুলতেই পাওয়া গেল একটা কাচের ছোট বাক্স। সেই বাক্সের মধ্যে কিছু-একটা শেকড় রয়েছে ঠিকই, যদিও তার অনেকটাই ঝুরঝুরে গুঁড়ো হয়ে গেছে। অনেকটা চা-পাতার মতন দেখতে।

কাকাবাবু বাক্সটা তুলে নিয়ে বললেন, "আমরা এখানকার কোনও জিনিস চুরি করছি না। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এটা গ্রহণ করছি। যথাসময়ে বজ্র লামাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "ওটা আমার কাছে দিন, আমি রাখছি !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছেই থাক। আমার কোটের পকেটে বাক্সটা ধরে যাবে। এবার অন্য ঘরগুলো খুঁজে দেখা যাক।"

দরজার সামনের লোকটা অজ্ঞান হয়েই আছে। তাকে ডিঙিয়ে বাইরে আসতেই কিসের যেন শব্দ শোনা গেল। খানিকটা দূরে।

কাকাবাবু আর ফিলিপ তামাং চুপ করে দাঁড়িয়ে শব্দটা শুনলেন।

ঘোড়ার খুরের মতন খটাখট খটাখট আওয়াজ। বেশ কয়েকজন লোক ঘোড়ায় চেপে এই মনাস্টারির দিকে আসছে। শব্দটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশ ? ক্যাপ্টেন নরবু এর মধ্যেই পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসেছে ?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "আর যদি বজ্র লামা হয় ? হঠাৎ কোনও কারণে বজ্র লামা ফিরে আসতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওপরে উঠে আড়াল থেকে একবার দেখে নেওয়া দরকার।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "পুলিশ তো ঘোড়ায় আসবে না। দার্জিলিং-এর পুলিশ এত রাত্রে ঘোড়া পাবে কোথায় ? এ নিশ্চয়ই বজ্র লামার দল। আমি আর রিস্ক নিতে চাই না।"

তারপর ফিলিপ তামাং আদেশের সুরে বললেন, "কাচের বাক্সটা

আমাকে দিন। ওইটার জন্যই আমি এসেছি। ওইটা নিয়ে আমি পালাব!"
কাকাবাবু বললেন, "আমিও তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি!"
ফিলিপ তামাং বললেন, "আপনি ক্রাচ নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন না। দড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আপনার সময় লাগবে। তারপর অনেকটা দৌড়ে যেতে হবে জিপের কাছে। আপনার সঙ্গে যেতে গেলে আমিও ধরা পড়ে যাব। দিন, বাক্সটা দিন আমাকে!"
কাকাবাবু বললেন, "উঁহু! এটা সরকারি সম্পত্তি। তুমি আমাকে ফেলে পালাতে চাইছ, আর তোমাকে আমি এটা দেব?"
ফিলিপ তামাং ফস করে একটা রিভলভার বার করে কাকাবাবুর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি পালাতে না পারলে ধরা দেন, কিন্তু আমি ওই বজ্র লামার কাছে কিছুতেই ধরা পড়তে চাই না। আপনার ওইসব অভিযান টভিযান বানানো গল্প, এবার বুঝেছি। একটা খোঁড়া লোক, গুড ফর নাথিং!"
কাকাবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "রিভলভারটা নামাও! আমার দিকে কেউ অস্ত্র তুললে তাকে কোনও-না-কোনও সময়ে আমি শাস্তি দেবই!"
ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে বললেন, "হাঃ! এখনও তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ! একটা গুলিতে এখন তোমার কপাল ফুটো করে দিলে কে বাঁচাবে? পকেটে হাত দেবে না! ক্রাচ তুলবে না। কোনওরকম চালাকি করলেই গুলি চালাব। এবার আর তোমার সঙ্গে আমি খেলা করছি না! মারাংবু গাছের শেকড়গুলো নিয়ে আমি বিদেশে চলে যাব। এই জিনিসটার দাম হবে কয়েক কোটি টাকা! দাও বাক্সটা!"
ফিলিপ তামাং হঠাৎ একেবারে বদলে গেছে। তার কথার মধ্যে এমন নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠছে যে, মনে হয় সত্যিই সে গুলি চালিয়ে কাকাবাবুকে খুন করতে পারে।
কাকাবাবু কাচের বাক্সটা নিজে দিলেন না, ফিলিপ তামাংই তাঁর পকেটে হাত ভরে সেটা তুলে নিল। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটোও ছিনিয়ে নিল সে।
তারপরই এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার আগে নড়বে না। একটু নড়লে কিংবা

পকেটে হাত দিলেই আমি গুলি চালাব।"
কাকাবাবু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।
ফিলিপ তামাং রিভলভারটা উঁচিয়ে রেখে এক পা, এক পা করে পিছিয়ে যেতে লাগল। বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ এখন অনেক কাছে এসে গেছে। কাকাবাবু রাগে ফুঁসতে লাগলেন। ফিলিপ তামাং নিজে পালিয়ে গিয়ে কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিতেই চাইছে।
সরু গলিটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে ফিলিপ তামাং সিঁড়িতে পা দিতে গিয়েই কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল!
হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠল সে। তার হাত থেকে রিভলভারটা পড়ে গেল মাটিতে। তারই মধ্যে একটা গুলির শব্দ হল দড়াম করে। গুলিটা কাকাবাবুর দিকেই এসে একটা দেওয়ালে লাগল, পাথরের কয়েকটা চল্‌টা এসে পড়ল কাকাবাবুর গায়ে।
ফিলিপ তামাং আর্ত চিৎকার করতে-করতে কার সঙ্গে যেন যুঝবার চেষ্টা করছে।
কাকাবাবু মাটিতে বসে পড়ে টর্চ জ্বেলে দেখলেন। তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল।
ফিলিপ তামাংকে জড়িয়ে ধরেছে একটা বিশাল মূর্তি। টর্চের আলোতেও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে কালো ধোঁয়া দিয়ে গড়া একটা কিছু।
কাকাবাবু ভাবলেন, এই কি তা হলে দানব? ফিলিপ তামাং শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না, তার শরীরটা দলা-মোচা হয়ে যাচ্ছে। একবার সে বলে উঠল, "মিঃ রায়চৌধুরী বাঁচান! বাঁচান! আপনার পায়ে পড়ি।"
কাকাবাবু রিভলভারটা বার করেও গুলি চালাতে পারলেন না। ফিলিপ তামাং-এর গায়েও গুলি লেগে যেতে পারে। ওকে সাহায্য করবার জন্য কাকাবাবু দু-এক পা এগোতে যেতেই ফিলিপ তামাং-এর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল। সেই দানবটা তাকে উঁচুতে তুলে একটা প্রবল আছাড় মারল।
একটা হুঙ্কার দিয়ে দানবটা এগিয়ে এল কাকাবাবুর দিকে।

এবার কাকাবাবু টর্চের আলোয় ভাল করে দেখলেন। অন্ধকার ধোঁয়া-ধোঁয়া বিশাল শরীরের ওপর দিকে দুটো জ্বলজ্বলে ছোট-ছোট চোখ। সরু মুখ। দানব নয়, একটা ভাল্লুক!

বজ্র লামা রাত্তিরবেলা পাহারা দেবার জন্য একটা পোষা ভাল্লুক রেখেছে এখানে। এটা এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, কিংবা অন্য কোথাও ছিল? সাধারণ পাহাড়ি ভাল্লুকের চেয়েও এটার আকার দ্বিগুণ। বোঝাই যাচ্ছে অসম্ভব হিংস্র।

রাইফেল ছাড়া শুধু রিভলভারের গুলি দিয়ে এত বড় একটা লোমশ ভাল্লুককে ঘায়েল করা যায় না।

কাকাবাবু অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। তাঁর পেছনে গলিটা শেষ হয়ে গেছে, নিরেট পাথরের দেওয়াল। পালাবার কোনও উপায় নেই। ফিলিপ তামাং তাকে ঠেলতে-ঠেলতে এখানে নিয়ে এসেছিল, এখান থেকে প্রাচীন লামার ঘরের দরজাটাও কিছুটা দূরে। ভাল্লুকটা গর্জন করতে-করতে সেই পর্যন্ত এসে গেছে। এপাশে আর কোনও দরজা নেই।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলেছিলেন বলে ভাল্লুকটা তাঁর উপস্থিতিও টের পেয়ে গেছে। দু' হাত তুলে সে এগিয়ে আসছে এদিকে।

কাকাবাবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাল্লুকটা থপ্ থপ্ করে এসে কাকাবাবুর সামনে দাঁড়াল। কাকাবাবু একটুও নড়লেন না। ভাল্লুকটা প্রথমে একটা থাবা মেরে ধারালো নখে কাকাবাবুর গাল চিরে দিল। তবু একটু শব্দ করলেন না কাকাবাবু।

এবার ভাল্লুকটা হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে টের পেলেন, ওর সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টাতেও কোনও লাভ নেই। ওর গায়ে অসীম শক্তি। ও কাকাবাবুকে পিষে ফেলে দেবে।

কাকাবাবু একটুও ছটফট না করে ডান হাতটা তুললেন খুব আস্তে। ভাল্লুকটার পেটের নরম জায়গায় রিভলভারটা ঠেকিয়ে গুলি করলেন।

একটা গুলি খেয়েই ভাল্লুকটা ছিটকে সরে গেল।

তারপর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে একটা হাড়-হিম করা চিৎকার করল। কাকাবাবু জানেন, আহত ভাল্লুক অতি সাঙ্ঘাতিক প্রাণী। এরা এমনই গোঁয়ার যে কোনও অস্ত্রকেই ভয় পায় না।

ভাল্লুকটা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপরে। কাকাবাবু তবু একটুও নড়লেন না। ভাল্লুকটার নোখ বিঁধে গেছে তাঁর কাঁধে, সে কাকাবাবুর মুখটা কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু মাথাটা যথাসম্ভব ঝুঁকিয়ে রিভলভারটা আবার ভাল্লুকটার পেটে ঠেকালেন, এবার পর-পর পাঁচটা গুলি চালিয়ে দিলেন একসঙ্গে।

ভাল্লুকটার আলিঙ্গন আস্তে-আস্তে আলগা হয়ে গেল। সে এবার মাটিতে পড়ে গেল ধপ করে।

কাকাবাবু হাঁপাতে লাগলেন। আর আধ মিনিট দেরি হলে তাঁর প্রাণ বাঁচত না।

কিন্তু সময় নষ্ট করার উপায় নেই। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। ক্রাচ দুটো তুলে নেবার আগে তিনি একবার দেখতে গেলেন ফিলিপ তামাং-এর কী অবস্থা।

ঠিক তক্ষুনি সিঁড়িতে পড়ল একটা আলো। খুব দ্রুত একটা জ্বলন্ত মোম নিয়ে নেমে এলেন বজ্র লামা।

মেঘের মতন গম্ভীর গলায় বজ্র লামা বললেন, "আবার তুমি এখানে এসেছ? তুমি মরতে চাও!"

কাকাবাবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটুও ভয় না পেয়ে বললেন, "আমার ভাইপো সন্তু কোথায়?"

বজ্র লামা শেষ সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে বললেন, "সে আর কোনও দিন তোমার কাছে যাবে না! তুমি আমার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে ভেবেছ? তুমি আর এখান থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এরকম ভয় দেখানো পছন্দ করি না।"

বজ্র লামা বললেন, "তুমি আমার প্রিয় ভাল্লুকটাকে মেরে ফেলেছ। আজ তোমার শেষ দিন! তাকাও আমার দিকে।"

একহাতে মোমবাতিটা তুলে অন্য হাতে বজ্র লামা কাকাবাবুর চোখের সামনে সম্মোহনের ভঙ্গি করলেন।

কাকাবাবু খপ করে চেপে ধরলেন সেই হাতটা। তারপর এক ঝটকা টানে বজ্র লামার ওরকম বিশাল শরীরটাকে শূন্যে তুলে দিলেন এক আছাড়! পাথরে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। তিনি আঁক শব্দ করে উঠলেন।

তবু বজ্র লামা জ্ঞান হারালেন না।

কাকাবাবু তার দিকে রিভলভার তুলে বললেন, "আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়নি। তুমি আমাকে ইলেকট্রিক শক খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিলে, আমি তার বদলা নিলাম। নড়া চড়া করলে তোমার পা খোঁড়া করে দেব। লামারা অতি শান্ত ও ভালমানুষ হয়। তুমি লামাদের মধ্যে একটা কলঙ্ক! এখনও বলো, সন্তু কোথায়?"

বজ্র লামা হঠাৎ দুর্বোধ ভাষায় কী একটা চিৎকার করে উঠলেন।

তক্ষুনি সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ হল, দু'জন লোক দুপ-দাপিয়ে নেমে এল, তাদের হাতে চকচকে ভোজালি।

কাকাবাবু রিভলভারটা তাদের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, "সাবধান!"

বজ্র লামা ওঠার চেষ্টা করেও পারলেন না। তবু তেজের সঙ্গে বললেন, "আমি পর-পর ছ'টা গুলির শব্দ শুনেছি। ওটার মধ্যে আর গুলি নেই। মারো ওকে!"

লোক দুটো ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই কাকাবাবু এক লাফে ঢুকে পড়লেন প্রাচীন লামার ঘরের মধ্যে। দরজাটা বন্ধ করেও দেখলেন, ভেতর দিকে ছিটকিনি বা খিল কিচ্ছু নেই। এদের দরজা বন্ধ রাখা যায় না।

কাকাবাবু পিঠ দিয়ে চেপে থাকার চেষ্টা করেও বুঝলেন কোনও লাভ হবে না। ওদের দু'জনের সঙ্গে গায়ের জোরে তিনি পারবেন না।

দরজাটা ছেড়ে দিয়ে তিনি ছুটে গেলেন বেদীটার পেছনে। ওরা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। সেই দু'জনের সঙ্গে আরও দু'জন। কিন্তু বজ্র লামা বোধ হয় উঠতে পারেননি। এক্ষুনি তো ওরা তাঁকে ধরে ফেলবে। আর কোনও উপায় নেই দেখে কাকাবাবু নিচু হয়ে ঢুকে পড়লেন গুহাটার মধ্যে।

কিন্তু যেটাকে তিনি গুহা ভেবেছিলেন, সেটা আসলে একটা সুড়ঙ্গ। সিঁড়ি টিঁড়ি কিছু নেই। সেটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। কাকাবাবু ব্যালেন্স সামলাতে পারলেন না, থামতে পারলেন না, গড়াতে লাগলেন নীচের দিকে।

দু'দিকের দেওয়ালে ধরার কিছুই নেই। কাকাবাবুর মাথা ঠুকে যেতে লাগল। তাঁর কাঁধ ও গাল থেকে রক্ত ঝরছে, আরও কেটে যেতে লাগল

অন্যান্য জায়গায়। ওই অবস্থাতেও তিনি বুঝতে পারলেন, এই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে তিনি ভুল করেছেন। এটা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে পাহাড়ের গায়ে কোথাও, সেখান থেকে অনেক নীচে তিনি পড়ে যাবেন। এই সুড়ঙ্গটা ওরা রেখেছে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলার জন্য। হয়তো মৃতদেহ ফেলে দেয় এখান দিয়ে।

আততায়ীরা আর কেউ সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁকে ধরতে এল না।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়াতে গড়াতেও কাকাবাবু চিন্তা করতে লাগলেন, যে-করে হোক, জ্ঞানটা রাখতেই হবে। কিছুতেই অজ্ঞান হলে চলবে না। সুড়ঙ্গটা যেখানে শেষ হবে, সেখানে গাছটাছ কিছু একটা ধরে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেল, কাকাবাবু ঝপাস করে পড়ে গেলেন জলের মধ্যে। সেই জলে খুব স্রোত। কিছু বুঝবার আগেই কাকাবাবু ভেসে যেতে লাগলেন স্রোতের টানে।।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, আকাশে ফুটেছে নীল আলো। ঘুম ভেঙে ডাকাডাকি শুরু করেছে পাখিরা।

জলটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। তবু কাকাবাবুর আহত শরীরটায় সেই জলের ছোঁয়ায় খানিকটা আরাম লাগল। তিনি বুঝলেন, তিনি এখনও মরেননি। এবার বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ দুটো হাত তাঁকে চেপে ধরল। তারপরেই চেনা গলার ডাক শোনা গেল, "কাকাবাবু!"

সন্তু আর অন্য একটি ছেলে মিলে কাকাবাবুকে টেনে তুলল জল থেকে।

কাকাবাবুর এক মুহূর্তের জন্য মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ! তারপরেই ভাল করে চোখ মেলে তিনি বললেন, "সন্তু? তুই এখানে কী করে এলি?"

সন্তু বলল, "ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে! এই তো খানিকক্ষণ আগে!"

ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কাকাবাবু বড়-বড় নিঃশ্বাস নিলেন কয়েকবার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছেলেটি কে?"

সন্তু হেসে বলল, "এই তো প্রাচীন লামা। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে

গেছে। আগের রাত্তিরে আপনি আর ক্যাপটেন নরবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন, আমাকেও নিয়ে গেল। তারপর আমি চুপিচুপি আবার ফিরে গিয়েছিলাম ওই ঘরে। তখন আলো-টালো আর জ্বলছিল না। প্রাচীন লামা বিছানার ওপর বসে ছিলেন। একটু একটু হিন্দি জানেন। আমার সঙ্গে অনেক কথা হল।"

কাকাবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "তুই সকালবেলা আমার সঙ্গে আসতে চাসনি!"

সন্তু বলল, "বজ্র লামা আমাকে বলেছিলেন, তুমি এখানে থেকে যাও? তুমি অনেক-কিছু পাবে। তোমার আয়ু অনেক বেড়ে যাবে। তারপর তিনি আমায় হিপনোটাইজ করলেন। ইস। আপনার মুখে এ কী হয়েছে? কাঁধ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোকে হিপনোটাইজ করা হয়েছে, সেটা তুই বুঝেছিলি?"

সন্তু বলল, "প্রথমটায় বুঝিনি। আপনি জোরে চড় মারলেন? তারপর থেকে একটু-একটু করে কাটতে লাগল। তখন আমার মনে হয়েছিল, থেকে যাই, প্রাচীন লামার রহস্যটা জানব। ইনি কিন্তু বেশ সরল ছেলেমানুষ! আমাকে বললেন, ওঁকে জোর করে একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে দেয়, ওঁর ভাল লাগে না। বাইরে জঙ্গলের মধ্যে খেলতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু এবার ছেলেটিকে ভাল করে দেখলেন। সারা শরীরের মতন মাথার চুলও ধপধপে সাদা। ভুরু সাদা।

কাকাবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, "অ্যালবিনো! সেইজন্যই চুল সাদা!"

সন্তু বলল, "এঁর বয়েস কিন্তু তিনশো বছর হতেও পারে। দেখবেন?"

সন্তু সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপকা উমর কিতনা? বলিয়ে? কাকাবাবুকে বল দিজিয়ে?"

ছেলেটি ফিক করে হেসে বলল, "মেরা উমর তিনশো দো বরষ!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবেন? প্রাচীন লামা, আপ কাকাবাবুকে থোড়া টাচ কর দিজিয়ে তো!"

ছেলেটি কাকাবাবুর বুকে একটা আঙুল ছুঁইয়েই হাত সরিয়ে নিল।

কাকাবাবু সাঙ্ঘাতিক চমকে গেলেন। তাঁর বুকের মধ্যে ঝনঝন করে উঠল। তাঁর শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল সত্যি-সত্যি।

কাকাবাবু উঠে বসে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বললেন, "ইলেকট্রিক ম্যান? কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এক-একজন এরকম হয়। এদের শরীরে বিদ্যুৎ জমে থাকে। আশ্চর্য! আশ্চর্য! শুধু বইতেই এঁদের কথা পড়েছি!"

সন্তু বলল, "আমি আর প্রাচীন লামা ওঁর ঘরে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ বাইরের সিঁড়িতে কারুর পায়ের শব্দ শুনে মনে হল বজ্র লামা ফিরে আসছেন। আমাকে ওই ঘরে দেখলে তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি দিতেন। তখন প্রাচীন লামাই ওই সুড়ঙ্গটার মুখের পাথর সরিয়ে বললেন, "চলো, আমরা দু'জন পালাই!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা আমাদের পায়ের শব্দ নিশ্চয়ই। আমরা ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পাইনি।"

সন্তু বলল, "ইস, তা হলে তো আর একটু থাকলেই ভাল হত!"

কাকাবাবু বললেন, "ভালই করেছিস চলে এসে। নইলে বজ্র লামার হাতে ধরা পড়তেই হত। এই ছেলেটি একটি অত্যাশ্চর্য মানুষ। এঁর বয়েস যতই হোক, এঁর শরীরে এই যে ইলেকট্রিসিটি, এটাও তো বিজ্ঞানের একটা বিস্ময়। এই ছেলেটিকে বজ্র লামা নিজের কুক্ষিগত করে রাখবে কেন? সারা পৃথিবীকে ওঁর কথা জানানো উচিত। ইনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। ইনি আমাকে বলেছেন, ওই অন্ধকার ঘরে থাকতে ওঁর একটুও ভাল লাগে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু বজ্র লামা তো সহজে ছাড়বে না। বোধ হয় বেশ আহত হয়েছে, দাঁড়াতে পারছে না। তবু নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে খুঁজতে আসবেই। কোন্ দিক দিয়ে আসবে কে জানে? আমার ক্রাচ দুটো নেই, হাঁটব কী করে?"

সন্তু বলল, "আমি একদিক ধরছি। কাকাবাবু, দূরে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? ঝরনার এদিকেও জঙ্গলের মধ্যে কারা যেন এসেছে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ আওয়াজটা শুনলেন। আট-দশজন লোকের হাঁটার

মসমস শব্দ হচ্ছে। বেশ খানিকটা দূরে দেখা গেল ক্যাপটেন নরবুকে। মনাস্টারির দিক থেকেও ভেসে এল ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

কাকাবাবু বললেন, "আর চিন্তা নেই, পুলিশ এসে গেছে। ওরা আগে বজ্র লামার সঙ্গে বোঝাপড়া করুক। মনাস্টারি সার্চ করলেই ফিলিপ তামাং আর জগমোহনকে পেয়ে যাবে। আমরা ততক্ষণে চল একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসে বিশ্রাম নিই। বড্ড ধকল গেছে। এই প্রাচীন লামা কিংবা আশ্চর্য ছেলেটিকে নিয়ে এর পর আমরা দিল্লি যাব!"

প্রাচীন লামাকে সামনে নিয়ে কাকাবাবু সন্তুর কাঁধ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন জঙ্গলের দিকে। ঊষার নীল আলো এখন সোনালি হয়ে ঝলমল করছে।

ASB